আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

শুভেচ্ছা

বাংলাদেশের ৪৯তম মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে সকল প্রবাসী বাংলাদেশী সহ দেশবাসীর প্রতি রইল বিজয়ের শুচ্ছো।



-সম্পাদক

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৫ || সংখ্যা ১২ || সোমবার || অগ্রাহন ২৯ || ১৪২৭ || রবিউস সানি ২৮ || ১৪৪২ || Vol. 25 || Issue 12 || 14 December 7 || 2020 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
Tel: 718-784-2554
TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

www.banglapatrikausa.com

ভ্যাকসিনে ফাইজার-মডর্নার আয় হবে ৩২ বিলিয়ন ডলার

আজ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে করোনার টিকা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক।-যুক্তরাষ্ট্রে কারখানা ছাড়তে শুরু করেছে ফাইজার-বায়োএনটেকের করোনা টিকা। আজ সোমবার থেকে সেখানে এই টিকার প্রয়োগ শুরু হবে। আপাতত এই টিকা দেওয়া হবে হেলথ ওয়ার্কর ও সংকটাপূর্ণ কয়েক লাখ রোগীকে; তারপর পাবে অন্যরা। করোনা মহামারিতে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্র। কভিড-১৯-এ সবচেয়ে বেশি সংক্রমণ ও মৃত্যু হয়েছে







সেখানে। এরই মধ্যে সেখানে মৃতের সংখ্যা তিন লাখ ছাড়িয়েছে; শনাক্ত রোগীর সংখ্যা এক কোটি ৬০ লাখের বেশি। এর মধ্যে গত দুই সপ্তাহে মৃত্যু হয়েছে প্রায় ৩৫ হাজার মানুষের। এ অবস্থায় টিকা কার্যক্রম শুরু হওয়ায় কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরেছে আমেরিকানদের মধ্যে। যুক্তরাষ্ট্রই ষষ্ঠ দেশ, যারা মহামারি মোকাবেলায় ফাইজারের টিকা ব্যবহারের অনুমোদন দিল। গত রবিবার (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

২৪ ঘন্টায় যুক্তরাষ্ট্রে মৃত্যু ৩ হাজার ৭১

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে শুক্রবার থেকে শনিবার পর্যন্ত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে তিন হাজার ৭১ জনের মৃত্যু হয়েছে। জন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটি বৃহস্পতিবার (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

করোনার চেয়ে 'ক্ষুধার মহামারি' হবে ভয়ঙ্কর: ডব্লিউএফপি



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : করোনাভাইরাস মহামারির চেয়ে ক্ষুধার মহামারি ভয়ঙ্কর হতে পারে বলে সতর্ক করেছে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি)। করোনার কারণে অনলাইনে নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়ে এ সতর্কতা দেন সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক ডেভিড বেসলে। ডেভিড বেসলে বলেন, 'অনেক যুদ্ধ, জলবায়ু (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

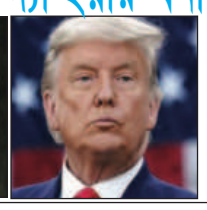
হোয়াইট হাউসে মন টিকছে না মেলানিয়ার



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : হোয়াইট হাউসে আর মন টিকছে না ফার্স্ট (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

'পারসন অব দ্যা ইয়ার' বনাম 'লুজার অব দ্যা ইয়ার'





বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : প্রভাবশালী ম্যাগাজিন টাইম-এর দৃষ্টিতে ২০২০ সালের 'পারসন অব দি ইয়ার' বা 'বর্ষসেরা ব্যক্তিত্ব' নির্বাচিত হয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

ক্ষতি ২৪ হাজার কোটি ডলার

যুক্তরাষ্ট্রে সোয়া লাখ রেস্তোরাঁ বন্ধ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে করোনার এই সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে দেখা দিয়েছে চরম মন্দা। হাত পা (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

ম্যারাডোনার সম্পত্তি নিয়ে ৬ নারীর সন্তানরা কি বিবাদে জড়াবেন?

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : দিয়েগো ম্যারাডোনা চোখ-ধাঁধানো ফুটবল খেলে বিপুল অর্থ কামিয়েছিলেন, করেছিলেন বহু বাড়ি। লোভনীয় প্রচারস্বত্ব থেকে শুরু করে বেলারুস থেকে পাওয়া উভচর ট্যাংকের মতো বহু সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। কিন্তু গত সপ্তাহে ৬০ বছর বয়সে মারা যাওয়ার পর দেখা যাচ্ছে ম্যারাডোনা যে অর্থসম্পদ রেখে গেছেন, তার উত্তরাধিকার নিয়ে এক জটিল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। খবর বিবিসির। (বাকি অংশ ৪২ পাতায়

ডায়পার পরার নির্দেশনা চীনা বিমানবালাদের



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে চীনের বিমানবালাদের নতুন নির্দেশনা দিয়েছে সিভিল অ্যাভিয়েশন (বাকি অংশ ৪১ পাতায়

হেফাজতে ইসলাম নতুন রাজাকার: জয়



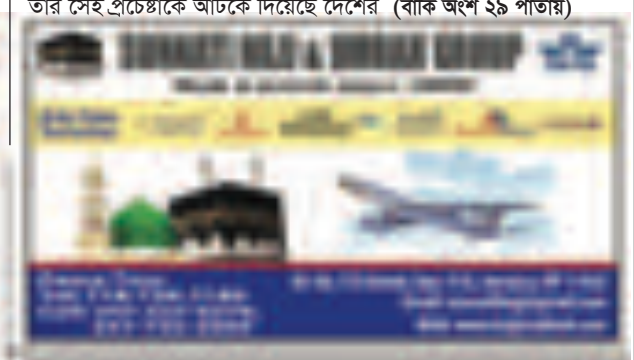
ঢাকা : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে ও প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় মন্তব্য করেছেন যে, একাত্তরের জামায়াতে ইসলামের (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

২১ জানুয়ারী পর্যন্ত কানাডা-যুক্তরাষ্ট্র সীমান্ত বন্ধ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : মহামারী করোনার কারণে আগামী ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত বিশ্বের বৃহত্তম আন্তর্জাতিক সীমান্ত বন্ধ থাকবে। প্রধানমন্ত্রী (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

যে ক্ষতি করেছেন ট্রাম্প

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ- যুক্তরাষ্ট্র থেকে গণতন্ত্রকে উৎখাতের চেষ্টা করেছেন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে তিনি বার বার বাধা পেয়েছেন। তার সেই প্রচেষ্টাকে আটকে দিয়েছে দেশের (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)



APOLLO BROKERAGE INC
TLC INSURANCE
ব্ল্যাক কার সার্ভিস, গ্রীন ট্যাক্সি ও প্রাইভেট কার, বাড়ি ও বিজিনেস অতি বিশ্বস্ততার সাথে ও সহজ কিস্তিতে ইন্স্যুরেন্স করা হয়।
মানি ট্রান্সফার ওয়েস্টার্ন ইউইনিয়ন
ডিডিসি মানি অর্ডার নোটারী পাবলিক
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com
Shamsher Ali
President & CEO



CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway,
Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed
Sales Assoricate



CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন ?
Late Payments
Tax Liens
Charge Offs
Garnishment
Inquiries
Collections
Call us: 646-775-7008
37-83, 72nd Street, Suite # 1
Jackson Heights, NY 11372
Mohammed A Kashem









BANGLA HOME CARE

BANGLA CDPAP SERVICES

LOVE WITH CARE IS HUMANITY"

বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে



72-26 BROADWAY (2nd Fl.)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

WE ARE HIRING HHA

HHA CERTIFICATE CLASS AVAILABLE

HHA সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে আপনি ঘরে-বাইরে
যে কোন জায়গায় স্বাস্থ্য-সেবা দিতে পারবেন।

- Highest Rate • Home Care Services
- CDPAP Services • HELTC Related Supports
- Medicaid Apply, Renewal & Cards Renewal



BROOKLYN OFFICE : 518 McDONALD AVENUE, BROOKLYN, NY 11218

FOR MORE INFO

718-788-9751 | 646-769-0366 | 718-415-3924 | 718-629-7169
718-414-7210 | 718-500-2388

E-MAIL: BANGLACDPAPCLIENTS@GMAIL.COM

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday //December 14 // 2020

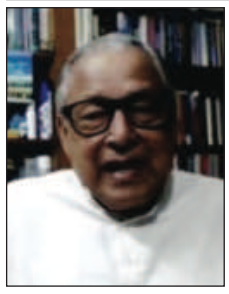
নিউইয়র্কে বাংলাদেশী জাকিরের অকাল মৃত্যু



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্ক সিটির ম্যানহাটনে সড়ক দূর্ঘটনায় আহত বাংলাদেশী যুবক জাকির হোসেন রুবেল (২৭) মৃত্যুবরণ করেছেন। স্থানীয় বেলভ্যু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ৬ ডিসেম্বর রোববার বেলা ২টার দিকে তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন বলে জানা গেছে। এদিকে জাকির হোসেন রুবেলের অকাল ও মর্মান্তিক মৃত্যুতে কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে আসে। খবর ইউএনএ'র। জাকির হোসেন রুবেলের দেশের বাড়ী নোয়াখালী জেলার সেনবাগ উপজেলার ২ নং কাশারপাড় ইউনিয়নের কালারিতা গ্রাম। এক মর্মান্তিক সাইকেল (ডেলিভারী করা কালীন) দুর্ঘটনায় তিনি গুরুতর আহত হন । সুখ, সমৃদ্ধি, নিরাপদ আর উন্নত জীবনের আশায় তিন বছর আগে তিনি তার স্বপ্নের দেশ যুক্তরাষ্ট্র এসেছিলেন এবং নিউইয়র্কেইবসবাস করছিলেন। অপরদিকে সেনবাগ উপজেলা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএস ইনক'র পক্ষ থেকে জাকির হোসেন রুবেলের মৃত্যুতে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করা হয়েছে।

ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় বিএনপি নেতৃবৃন্দ

আমাদের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে শপথ নিতে হবে





বক্তব্য রাখছেন নজরুল ইসলাম খান ও ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন



অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতৃবৃন্দ। ছবি- এনা।

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বলেছেন, নভেম্বর মাস হচ্ছে বিএনপির জন্য চেতনার মাস। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা এবং বহুদলীয় গণতন্ত্র দিয়েছিলেন। বেগম খালেদা জিয়া সংসদীয় গণতন্ত্র দিয়েছেন এবং তারুণ্যের প্রতীক তারেক রহমান নব্য স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে আমাদের নতুন করে শপথ নিতে হবে। গত ১৫ নভেম্বর বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ও বাংলাদেশের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী বেবী নাজনীন কর্তৃক আয়োজিত ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় দলীয় নেতৃবৃন্দ এসব কথা বলেন।

জ্যাকসন হাইটসে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল সভায় সভাপতিত্ব করেন ববী নাজনীন। যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক ফিরোজ আহমেদের পরিচালনায় ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান, বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা মোহাম্মদ আব্দুস সালাম, বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু, বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন, বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির স্বনির্ভর বিষয়ক সম্পাদক শিরিন সুলতানা, বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাহিদুর রহমান, যুব দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খোকন, যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি আলহাজ্ব এম এ মালেক, যুক্তরাজ্য বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কয়সার এম আহমেদ, সাদিক রহমান, সৌদী আরব বিএনপির সভাপতি আহমেদ আলী মুকিব, মালয়েশিয়া বিএনপির সভাপতি বাদল খান।

সভা মঞ্চে ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান জিল্লু, সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি গিয়াস আহমেদ, সাবেক সহ সভাপতি আলহাজ্ব সোলায়মান ভুইয়া, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কাজী শাখাওয়াত হোসেন আজম, যুক্তরাষ্ট্র যুব দলের সাধারণ সম্পাদক আবু সাইদ আহমদ, বিএনপি নেতা এবাদ চৌধুরী, জাসাস কেন্দ্রীয় কমিটির প্রবাসী কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক শহীদুল ইসলাম আকন, আরাফাত রহমান কোকো স্মৃতি পরিষদ যুক্তরাষ্টের সভাপতি শাহাদত হোসেন রাজু, সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম।

ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে অংশগ্রহণ করেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সহ সভাপতি শরাফত হোসেন বাবু, সাবেক সহ সভাপতি মঞ্জুর আহমেদ চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক হেলাল উদ্দিন, যুগ্ম সম্পাদক মোহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম, বিএনপির সাবেক কোষাধ্যক্ষ জসীম ভুইয়া, ফ্রান্স বিএনপি নেতা ইমতিয়াজ আলো, ওয়াশিংটন বিএনপির আহবায়ক হাফিজ খান সোহায়েল, ভার্জিনিয়া বিএনপির আহবায়ক মোহাম্মদ জহির খান, ফ্লোরিডা বিএনপির আহবায়ক মোহাম্মদ চাকলাদার, সদস্য সচিব ইলিয়াস খান, সাবেক সভাপতি দিনাজ খান, সাবেক সভাপতি আব্দুর রশিদ খান হারুন, মেরিল্যান্ড বিএনপি আহবায়ক তোফায়েল আহমেদ, সদস্য সচিব মোহাম্মদ হোসেন, এস এম ফেরদৌস, হেলাল উদ্দিন, ফ্লোরিডা বিএনপি নেতা ইলিয়াস খান, ভার্জিনিয়া বিএনপি নেতা নেছার আহমেদ, জর্জিয়া বিএনপি নেতা সাহেল খান, ডিউক খান, ফ্লোরিডা বিএনপি নেতা ফারুক সরকার, নিউজার্সি বিএনপির আহবায়ক সৈয়দ জুবায়ের আলী, কাওসার আহমেদ, সদস্য সচিব আলাউর রহমান খন্দকার, হারুণ অর রশীদ, মেরিল্যান্ড বিএনপি নেতা জহির খান, ক্যালিফোর্নিয়া বিএনপি সভাপতি বদরুল আলম চৌধুরী, কানাডা বিএনপির সভাপতি ফয়সল আহমেদ, মুজিবুর রহমান, লন্ডন বিএনপি নেত্রী ডালিয়া লাকুরিয়া, শ্রমিক দল কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা ও বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য রফিকুল ইসলাম দুলাল, আটলান্টা থেকে জব্বর মোহন, যুক্তরাজ্য থেকে স্বপ্না মনি, বেলজিয়াম থেকে ঝিন্টু আহমেদ, শরিফ উদ্দিন, চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সভাপতি ডা. শাহাদাত হোসেন, সাবেক সংসদ সদস্য ওয়াদুদ ভুইয়া, এডভোকেট আবু তাহের, আব্দুল ওয়াদুদ কবির, জাহাঙ্গীর আলম, চাকসুর সাবেক ভিপি নাজিম উদ্দিন, যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সভাপতি জাকির এইচ চৌধুরী, যুব দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সহ আন্তর্জাতিক সম্পাদক এম এ বাতিন, নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সভাপতি মাওলানা অলিউল্যাহ মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক সাঈদুর রহমান সাঈদ, জাসাস কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গোলাম ফারুক শাহীন, নিউইয়র্ক সিটি বিএনপির সভাপতি সেলিম রেজা, কানাডা বিএনপির সভাপতি ফয়সল আহমেদ, জর্জিয়া বিএনপির সহ সাধারণ ইঞ্জিনিয়ার মাহবুব আহমেদ, সাবেক ছাত্র নেতা আতাউর রহমান আতা, নিউইয়র্ক সিটি বিএনপি নেতা নাসির উদ্দিন, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা বশির আহমেদ, যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সহ সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকন, যুক্তরাষ্ট্র যুব দলের যুগ্ম সম্পাদক মিজানুর রহমান মিজান, মোহাম্মদ আবুল কাশেম, নিউইয়র্ক স্টেট যুব দলের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল আজাদ ভুইয়া, ঢাকা মহানগর যুব দলের (দক্ষিণ) সাবেক সহ সভাপতি জাহাঙ্গীর হাসাইন, বিএনপি নেতা রাফেল তালুকদার, সালেহ আহমেদ মানিক, জাহাঙ্গীর সরওয়ার্দী, ইঞ্জিনিয়ার হারুন অর রশীদ, সাজেদুল ইসলাম অরিক, ওহিদুজ্জামান নিলু, মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, আতাউর রহমান আতা, চৌধুরী সালেহ আহমদ, ব্রঙ্কস বিএনপির সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুর রহিম, সাইফুর খান হারুন, খলকুর রহমান, মোহাম্মদ মহসিন লাল, মাসুক আহমেদ সুজন, এমদাদ তরফদার, আবু চৌধুরী, জাহিদ খান, বিএনপি নেতা খসরু, আব্দুল বাসিত প্রমুখ।

দলীয় সূত্র জানায়, ভার্চুয়াল এই আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে বিএনপির প্রায় শতাধিক নেতাকর্মী অংশগ্রহণ করেন। বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ ছাড়াও বহির্বিশ্ব বিএনপির অনেক নেতাকর্মীই অংশগ্রহণ করেন। এতে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আত্মার মাগফেরাত, বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন তারেক রহমানের সুস্থ্যতা কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়। এছাড়াও দেশে এবং প্রবাসে বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে যারা অসুস্থ্য তাদের সুস্থ্যতা কামনা করা হয় এবং যারা সম্প্রতি সময়ে প্রাণ হারিয়েছেন তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা আনসারুল করিম।

গভায় ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, ২৫ মার্চের কালো রাতে বাংলাদেশের মানুষ যখন দিশেহারা এবং নির্দেশনাহীন তখন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। তখন আওয়ামী লীগের নেতাদের মধ্যে কেউ ছিলেন ভারতে, কেউ গেছেন জেল খানায়। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণায় মুক্তিকামী মানুষ নির্দেশনা পেয়েছিলেন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। আবার ৩ নভেম্বরের অভ্যুর্থানে জিয়াউর রহমানকে গৃহবন্দী করে খালেদ মোশাররফ নিজেকে সেনাপ্রধান ঘোষণা করেন। ঐ সময় সিপাহী বিপ্লবের মাধ্যমে জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে বাকশালের যাতাকল থেকে দেশের মানুষকে রক্ষা করেছিলেন এবং বহুদলীয় গণতন্ত্র উপহার দিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে গণতন্ত্রকে হত্যা করে এবং লুটেরা অর্থনীতি চালু করেন। সেই সাথে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে হত্যা করে। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক। তিনি বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি প্রবাসী বাংলাদেশীরা এবং গার্মেন্টস শিল্প। যা চালু করেছিলেন জিয়াউর রহমান। সেজন্য বর্তমান সরকার জিয়া পরিবারকে ধ্বংসের রাজনীতি শুরু করেন। খালেদা জিয়াকে মিথ্যা মামলায় জেলে রাখা হয়েছে, তারেক রহমানকে বিদেশে পাঠিয়েছে। আওয়ামী লীগ এখন গায়ের জোরে ক্ষমতায় রয়েছে। রাষ্ট্রের সকল প্রতিষ্ঠানকে দলীয়করণ করে বাংলাদেশকে অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। তিনি বলেন, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে গণতন্ত্রের বিজয় হয়েছে, বাংলাদেশেও গণতন্ত্রের বিজয় হবে।

নজরুল ইসলাম খান বলেন, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার ঘোষণা এবং ৭ নভেম্বর সিপাহী বিপ্লবের মাধ্যমে জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা করেছিলেন। দুটি আন্দোলনেরই নেতৃত্ব দেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। অন্যদিক বেগম খালেদা জিয়া স্বৈরাচার এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে আপোষহীন নেত্রীতে পরিণত হন এবং বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সাথে তারেক রহমান বিদেশে থেকেও বর্তমান স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তিনি বলেন, অতীতেও সকল আন্দোলনে আমরা বিজয়ী হয়েছি, আগামীতেও বিজয়ী হবো। তারেক রহমান বাংলাদেশে আবারো গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সংগ্রাম করছেন। তিনি প্রবাসী বিএনপি নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, এরশাদ এবং ১/১১ এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে আপনারা ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিলেন। আগামীতেও নব্য স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে ভূমিকা পালন করবেন। কারণ আমাদের চেয়ে আপনাদের সুযোগ বেশি। কারণ দেশে আমরা বন্দুকের নলের সামনে আন্দোলন করছি। তিনি খালেদা জিয়া এবং তারেক রহমানের নি:শর্ত মুক্তি দাবি করে বলেন, বিএনপিই হচ্ছে স্বাধীনতার পক্ষের দল এবং আমাদের দলের প্রতিষ্ঠাতা স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন।





বক্তব্য রাখছেনসদস্য সেলিমা রহমান ও বেবী নাজনীন।

সেলিমা রহমান বলেন, আমরা বাংলাদেশে এক কঠিন সময় অতিক্রম করছি। খালেদা জিয়া কারাগারে এবং তিনি অসুস্থ্য। আমরা তার মুক্তির কথা বলছি কিন্তু কিছুই করতে পারছি না। তিনি বলেন, নভেম্বর মাস হচ্ছে বিএনপির জন্য চেতনার মাস। এই চেতনার মাসেই গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে আমাদের শপথ গ্রহণ করতে হবে। উল্লেখ্য, পুরো অনুষ্ঠানটি লন্ডনে অবস্থানরত বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন তারেক রহমান দেখেছেন এবং তিনি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। বেবী নাজনীন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে সফল করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান।



বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

মহান বিজয় দিবস

বাঙালীর গৌরবময় বিজয় দিবস ১৬ ডিসেম্বর। ১৯৭১ সালের এই দিনে নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধ শেষে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) আত্মসমর্পণ করেছিল পাকহানাদার বাহিনী। চূড়ান্ত বিজয়ের মধ্যদিয়ে অভ্যুদয় ঘটে বাঙালীর স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের। বিজয়ের অনুভূতি সবসময়ই আনন্দের। তবে একই সঙ্গে দিনটি বেদনারও, বিশেষ করে যারা স্বজন হারিয়েছেন তাদের জন্য। অগণিত মানুষের আত্মত্যাগের ফসল আমাদের স্বাধীনতা। আমরা গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করি স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের; যেসব নারী ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন, তাদের। আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সফল নেতৃত্ব দেন 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এ দেশের আপামর জনতাকে তিনি স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে তুলেছিলেন। তার সঙ্গে ছিলেন একই লক্ষ্যে অবিচল একদল রাজনৈতিক নেতা। তাদের সবাইকেই আমরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল একরাশ স্বপ্ন বুকে নিয়ে। ৪৯ বছরের এ পথপরিক্রমায় সে স্বপ্নের কতটা পূরণ হয়েছে, আজ সে হিসাব মেলাতে চাইবে সবাই। এর মধ্যে আমাদের অনেক চড়াই-উতরাই মোকাবিলা করতে হয়েছে। রাজনীতি এগিয়েছে অমসৃণ পথে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অনাকাঙ্খিত ঘটনায়। জনবহুল ও সীমিত সম্পদের এ দেশকে স্বয়ম্ভর করে তোলার কাজও সহজ ছিল না। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের কঠিন দিনগুলোয় রাষ্ট্রের প্রশাসনযন্ত্র চালু করতে হয়েছিল। স্বাধীন দেশের উপযোগী একটি সংবিধানও প্রণয়ন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রয়োজন ছিল গণতান্ত্রিক ও মুক্ত পরিবেশে নিরবচ্ছিন্ন যাত্রার। সদ্য স্বাধীন দেশের নেতৃত্বের এ বিষয়ে অঙ্গীকারের অভাব ছিল না। দুর্ভাগ্যজনক, পরবর্তী সময়ে এ ক্ষেত্রে মারাত্মক বিচ্যুতি ঘটে, সপরিবারে হত্যা করা হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, পরে যার খেসারত দিতে হয় গোটা জাতিকে। বাস্তবতা হলো- দেশে এখনো দারিদ্র্য প্রকট। গণতন্ত্র, বাক-স্বাধীনতা আর গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো আজো শক্তিশালী হতে পারেনি।

আমরা মনে করি, গণতন্ত্রকে সর্বস্তরে পৌঁছে দেয়ার ব্যাপারে অঙ্গীকারের অভাব পীড়াদায়ক। রাজনৈতিক অঙ্গনে গভীর বিভক্তি; এর পাশাপাশি জাতীয় প্রশ্নে অনৈক্য আমাদের এগিয়ে যাওয়ার পথে বড় বাধা হয়ে রয়েছে। দেশে স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তিগুলো এখনো তৎপর। আশার কথা, যুদ্ধাপরাধের বিচার চলছে এবং বেশ কটি রায় কার্যকরও হয়েছে। দেশে রাজাকারের তালিকা করা হচ্ছে। তালিকা হচ্ছে ভূয়া মুক্তিযোদ্ধাদের। সরকারের এ উদ্যোগ অত্যন্ত ইতিবাচক।

বিজয়ের মাসে পদ্মা সেতু নির্মাণের সফলতার মধ্যদিয়ে আরেকটি বিজয় অর্জণ করেছে। এই সেতু দেশের যোগাগোগ ব্যবস্থার পাশাপাশি অর্থনৈতিকভাবে দেশকে আরও এগিয়ে অসামান্য অবদান রাখবে। আমরা মনে করি মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত মূল্যবোধ রক্ষায় হতে হবে যত্নবান। স্বাধীনতাকে আরও অর্থবহ করে তুলতে হবে। যে কোনো জাতির শক্তির প্রধান উৎস ঐক্য। সর্বোপরি, আমাদের রয়েছে অসীম সম্ভাবনা। ফলে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ থেকে শিক্ষা নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে সব সমস্যা মোকাবেলায় সচেষ্ট হলে আমাদের অগ্রগতি ঘটবে দ্রুত। দেশ ও প্রবাসে বিভেদ ভুলে আমরা সে পথেই অগ্রসর হবো- এই হোক আমাদের বিজয় দিবসের অঙ্গীকার।



মইনুল হোসেন

ট্রাম্পের নির্বাচনবিরোধী ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করেছে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী

আমেরিকার বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিপুল অর্থ ব্যয় করে যাচ্ছেন নির্বাচন বাতিলের ষড়যন্ত্রে। কিন্তু শিক্ষিত জনগোষ্ঠী, সাংবাদিক, সুশীল সমাজ ও কোর্ট-আদালত নির্বাচনের প্রশ্নে কঠিন অবস্থানে আছেন। শুধু ট্রাম্প নিজে নন তার দলের উগ্রপন্থীরাও চেষ্টা কম করেননি। কোর্টসমূহ একের পর এক নির্বাচন কারচুপির আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে। ট্রাম্প শেষ সময়ে সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারককে বিপুল বাধার মুখে নিয়োগ দিয়েছিলেন এ আশায় যে, তিনি সুপ্রিম কোর্টে তার সমর্থন পাবেন। সবাই মিলেই ঐকমত্যের ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট তার মামলা খারিজ করেছেন। তার নিজের মন্ত্রিসভা ও উপদেষ্টাদের কেউ কেউ তার ভয়-ভীতির তোয়াক্কা না করে নীতির প্রশ্নে পদত্যাগ করেছেন।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নিয়মবহির্ভূত হস্তক্ষেপের পরিপ্রেক্ষিতে একজন শীর্ষস্থানীয় জেনারেল মার্ক এ মিলে ডিফেন্স সেক্রেটারির উপস্থিতিতে বলেন, আমরা কোনো রানী, বাদশার কাছ থেকে শপথ নেইনি। আমরা কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রতি অনুগত নই। আমাদের শপথ শাসনতন্ত্র মেনে চলার। তারা যেকোনো মূল্যে শাসনতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখা ও রক্ষা করার দায়িত্ব পালন করবেন।

নির্বাচন কমিশনের ওপর চাপ সৃষ্টি করেও নির্বাচনের ফলাফল বিতর্কিত করতে ট্রাম্প ও তার সমর্থকরা সক্ষম হননি। বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কিন্তু জনগণের যথেষ্ট ভোট পেয়েছিলেন। তারপরও জো বাইডেন প্রচুর ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছেন। এখন বলা হচ্ছে, ট্রাম্প যে শুধু ক্ষমতা পাগল তাই নয়, ক্ষমতায় না থাকলে দুর্নীতির মামলায় তার জেলও হতে পারে। তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির তদন্ত শুরু হয়েছে।

ডিসেম্বর মাস চলছে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের বিজয় নিয়ে অনেক বীরত্বের গল্প-কাহিনী শুনানো হবে। আমাদের বিজয় উৎসব করার কিছু দেখি না। আমাদের বিজয় হবে মানুষের মুক্তির বিজয়, গণতন্ত্রের বিজয়। গোলামির বিজয় এ দেশের জনগণের হতে পারে না। আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে ভারতের সামরিক যুদ্ধের সাথে এক করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্য আমাদের লাখ লাখ লোকের জীবন বৃথাই গেল। কিন্তু ভোট একেবারে না পেয়েও সুবিধাবাদী শিক্ষিত লোকদের সহযোগিতায় বিপুল ভোটে বিজয় লাভের ঘোষণা দিতে আমাদের নির্বাচন কমিশনের মোটেও অসুবিধা হয় না। ভোট কারসাজির দায়িত্ব এখন সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের হাতে। শিক্ষিত লোকদের মধ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার না থাকা পর্যন্ত গণতন্ত্রের সঙ্কট দূর হবে না। কোনো দেশে গণতন্ত্র না থাকাটা শিক্ষিতজনদের জন্য লজ্জার বিষয়। কারণ শিক্ষিত লোকদেরই জানার কথা যে, সুশাসনের জন্য জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার সংরক্ষণ করা কত জরুরি। ব্যর্থ ও দুর্নীতির সরকার শিক্ষিত চাকরিজীবীদের ওপর নির্ভর করতে গিয়ে অনির্বাচিত সরকারের ভাবমূর্তি নিয়ে চলতে হচ্ছে, এটা কোনো গর্বের বিষয় নয়। জনগণকে অধিকারহীন করে তাদের ভয়-ভীতির মধ্যে রাখা কোনো মর্যাদার বিষয় নয়।

বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ গণতন্ত্রের জন্য রক্ত দিলে কী হবে, নিজেদের শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদের মধ্যে যত দিন পর্যন্ত তাদের ব্যক্তিস্বার্থই প্রাধান্য পাবে তত দিন তারা যেকোনো গণবিরোধী সরকারের সহযোগী হয়ে ক্ষমতার বাহাদুরি দেখাবেন, আরাম-আয়েশে থাকবেন। সব দেশেই গণতন্ত্রের ব্যর্থতার মূলে রয়েছে শিক্ষিত লোকদের সুবিধাবাদী কর্মতৎপরতা। দু-একজনের সাহসী ভূমিকা গণতন্ত্র তথা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কোনো কাজে আসেনি। সরকার চালানোর মেশিনারি তো শিক্ষিত আমলাদের হাতে। গণবিরোধী সরকার জনগণের ভোট না পেলেও অসুবিধা নেই। আমলারা পক্ষে থাকলেই হলো।

আওয়ামী লীগকে একটি গণতান্ত্রিক সংগ্রামী দল হিসেবে গড়ে তুলতে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী, মানিক মিয়াসহ শত শত নেতা ও কর্মী বছরের পর বছর অপরিসীম নির্যাতন ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন। বঙ্গবন্ধু নিজেও অল্প বয়স থেকেই সে সংগ্রামের অংশীদার ছিলেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন করার মূল লক্ষ্য ছিল, গণতন্ত্র সুরক্ষিত করা। সেই আওয়ামী লীগের হাতেই বাংলাদেশে গণতন্ত্রের চরম বিপর্যয় ঘটেছে। দোষ আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতার নয়। সুবিধাবাদী শিক্ষিত লোকদের সমর্থন ও সহযোগিতায় স্বৈরশাসনের জন্ম হয়। সাহস পান স্বৈরশাসকরা। সুবিধাবাদীরা তাদের নিজেদের স্বার্থেই জনবিরোধী সরকার চেয়ে থাকেন।



সাধারণ মানুষ সংগ্রাম করবে, গণতন্ত্রের জন্য জীবন দেবে, আর রাজনৈতিক নেতারা ক্ষমতায় থাকার জন্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জনগণের সাথে প্রতারণা করবেন। রাজনৈতিক নেতাদের সাথে শিক্ষিত শ্রেণীর লোকও একযোগে এই ষড়যন্ত্রে শামিল হন। কারণ, তাদের কাছে গণতন্ত্রের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা। স্বৈরতন্ত্রের অধীনে শাসকশ্রেণী হচ্ছে প্রভু এবং শাসিতজনরা হচ্ছে ভৃত্য। এই প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কের ব্যাপারে যত দিন না শিক্ষিত লোকদের মধ্যে ঘৃণাবোধ জাগ্রত হবে ততদিন তারা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হতে লজ্জাবোধ করবেন না। শিক্ষার নীতি-মূল্যবোধ তাদের কাছে মূল্যহীন হয়ে থাকবে। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের শিক্ষিত লোকেরা জনস্বার্থ রক্ষায় খুব কমই অবদান রেখেছেন।

১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর এরশাদের স্বৈরশাসনের পতন ঘটলে রাজনৈতিক নেতারা গণতন্ত্রের অনুকূলে কাজ করার জন্য একটি যৌথ অঙ্গীকার করেন। কিন্তু তারা ক্ষমতা ও বিত্তের লোভে সহজেই গণতন্ত্র রক্ষার কথা ভুলে যান। স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠায় তারা জেনারেল এরশাদকে ছাড়িয়ে গেছেন। জনস্বার্থ রক্ষা করা যেন তাদের দায়িত্ব নয়। জীবন দিলেন ডা: মিলন ও নূর হোসেন। এ দেশের সুবিধাবাদী শিক্ষিত শ্রেণী অগণতান্ত্রিক সরকারকে সেবাদানের জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। জনস্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব সরকারি কর্মচারীদেরও যেন নয়। তাদের 'দায়িত্ব' সরকারের প্রতি অনুগত থাকা।

সাধারণ মানুষ দেশের জন্য রক্ত দেবে, দুঃখ-দুর্ভোগ সহ্য করবে, কিন্তু দেশের হর্তাকর্তা হবেন রাজনীতিক ও আমলারা। রাজনৈতিক নেতাদের দেশের মালিক হিসেবে কোনো শিক্ষিত-সচেতন মানুষের দেশে দেখা হয় না। দেশের মালিক জনগণ। নির্বাচিত রাজনীতিবিদরা জনগণের প্রতিনিধি। তাদের দায়িত্ব জনগণকে সেবা দান করা।

শিক্ষিত লোকেরা চাকরিজীবী হিসেবে সুযোগ-সুবিধা পেলেই খুশি। জাতি হিসেবে আমরা সবাই কতটা অধিকার এবং মর্যাদা নিয়ে বাস করছি তা ভেবে দেখা হচ্ছে না। শিক্ষিত সরকারি চাকরিজীবীরা নিজেদের জনগণের অংশ হিসেবে দেখেন না। জনগণের ওপর ক্ষমতার বাহাদুরি দেখাতেই তারা দীর্ঘদিন ধরে অনেক বেশি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। শিক্ষিত লোকদের দেশ ও জাতির প্রতি কোনো দায়িত্ববোধ না থাকা গণতন্ত্রের জন্য বড় বিপদ। লজ্জার বিষয় তো বটেই।

সরকারি কর্মকর্তাদের নিজেদের অধিকার নিয়ে ভাবতে হয় না। কারণ, তারাই তো রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রয়োগকারী। শিক্ষিত লোকেরা ভীতু ও কাপুরুষ না হলে এবং জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাওয়ার সুযোগ না খুঁজলে দেশের দৃশ্যপট অন্যরকম হতো। শিক্ষিত শ্রেণীর কাছ থেকে সহজ আনুগত্য পাওয়ার কারণে গণবিরোধী রাজনীতিকদের ক্ষমতায় টিকে থাকতে জনসমর্থনের কথা ভাবতে হয় না। ক্ষমতা এখন সহজ কেনা-বেচার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটাই বোধ হয় আমাদের জাতীয় চরিত্র!

স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে শিক্ষিত লোকদের ভূমিকা বিবেচনা করলে জনসাধারণের গর্ব করার মতো কিছু থাকে না। দেশে যে শিক্ষিত-সচেতন লোকদের কোনো অস্তিত্ব আছে তা মনে হচ্ছে না। গোলামির মানসিকতা শিক্ষিত লোকদের মর্যাদার ব্যাপার হতে পারে না। বাংলাদেশে তারই বাড়াবাড়ি দেখা যাচ্ছে। তা না হলে রাজনীতিবিদরা মিথ্যার ওপর নির্ভর করে এত সাহস দেখাতে পারতেন না। অল্প কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, শিক্ষিত লোকদের গোলামির মানসিকতা স্বাধীনতাকামী জনগণের জন্য অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকার পথে প্রধান প্রতিবন্ধকতা। প্রকৃত সত্য যে শিক্ষিত লোকদের জানা নেই তা নয়। ১৯৭১ সালে বাক্যবীররা দেশত্যাগ করে নিরাপদ থেকে যান। পাকবাহিনী যখন আক্রমণে বের হয় তখন তারা জনগণের সাথে থাকেননি। বীর বাঙালি সেজে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়াতে দেখেছি। সবাইকে অস্ত্রের মুখে ঠেলে দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে দেশ ছেড়ে ভারতে যেতেও দেখেছি। বড় নেতাদের কাউকেই দেশে পাওয়া যায়নি। ভারতের সাহায্যে পরাজিত পাকিস্তানি সমর নেতাদের বিচার করার সাহস দেখাতেও কেউ এগিয়ে আসেননি।

এই দেশটির শিক্ষিতজনেরা যদি মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয় দেখাত তাহলে গণতন্ত্রের মৃত্যু ঘটানো এত সহজ হতো না। সাংবাদিকতার পেশাগত দায়িত্বের কথা ভুলে সাংবাদিকরাও গণতন্ত্রের নিধনযজ্ঞে শামিল হন। গণতন্ত্রকে সমূলে উৎপাটিত করার সাহস ও শক্তি জোগানো হয়। এই সাহস জোগান তারাও যারা বঙ্গবন্ধুকে রাজনৈতিকভাবে নিঃস্ব দেখতে চেয়েছেন।

গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকার উপলব্ধি যত দিন পর্যন্ড় শিক্ষিত লোকদের মধ্যে দৃশ্যমান না হবে ততদিন গণতন্ত্রের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। শিক্ষিত লোকদের ছোট করার জন্য এসব কষ্টের কথা বলছি না। তারা নিজেরাই ছোট হয়ে আছেন। আমাদের শিক্ষিত লোকদের মান-মর্যাদার চিন্ড়ায় ঘাটতি আজকের নয়। ভেবেছি, তাদের মন-মানসিকতায় পরিবর্তন আনতে হবে। তাদের সাধারণ মানুষের অংশ হতে হবে। দাসত্বের প্রতিভূ হওয়াটা আমাদের জাতীয় পরিচয় হতে পারে না। পাকিস্তানের পতাকা আমরাই পোড়ালাম। শুধু পতাকার পরিবর্তন কোনো অহঙ্কার নয়, পতাকার মর্যাদা রক্ষায় আমাদের সাফল্য কোথায়? জনগণ থেকে দূরে থেকে ভালো থাকার মানসিকতা, ঔপনিবেশিক মানসিকতা থেকে সৃষ্ট। শিক্ষিত লোকদের এ হীন মানসিকতা বর্জন করতে হবে। স্বাধীন দেশের স্বাধীন জনগণ হিসেবে মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে বাঁচতে শিখতে হবে। শুধু সরকারি কর্মচারীদের মধ্যেই স্বাধীনচেতা মানসিকতার অভাব তা নয়। সাধারণভাবে শিক্ষিত লোকদের মধ্যেই কমবেশি এই মানসিকতা কাজ করছে যে, গণতন্ত্র জনগণের ও রাজনীতিকদের ব্যাপার। তা শিক্ষিত লোকদের দেখার ব্যাপার নয়- এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা কোনো স্বাধীন জাতির হতে পারে না। গণতন্ত্র বা ব্যক্তির অধিকার রক্ষার রাষ্ট্র গঠনের দায়িত্ব শুধু রাজনীতিবিদ বা গণআন্দোলনের বিষয় হতে পারে না। শিক্ষিত লোকদের সক্রিয় অবদান থাকলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে হাজার হাজার লোককে অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ করতে হতো না। আমাদের শিক্ষিত সচেতন ব্যক্তিরা নিশ্চিতভাবে জানতেন, বাংলাদেশের জন্ম নিয়ে কী ভয়াবহ ষড়যন্ত্র চলছিল। তারা বিদ্যা-বুদ্ধি নিয়ে মুখ খুললেন না। একটি অপ্রস্তুত জাতিকে যুদ্ধের কথা শুনালেন ছাত্র নেতারা। গত ৬ ডিসেম্বর রোববার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন 'গণতন্ত্র দিবস' পালন উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচিতে কথা বলা হয়েছে। জনগণকে ব্যবহার করে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য আর গণতন্ত্রের জন্য জনগণকে সংগ্রামের কথা শুনাবেন না। এ ব্যাপারে কিছু লজ্জাশরম থাকা প্রয়োজন। এরশাদের পতনের পর ক্ষমতাসীন সরকারগুলো গণতন্ত্রপূজারী সরকার ছিল না। পরবর্তী পর্যায়েও একই ধারা বলবৎ থাকে। ফলে সরকার এবং বিরোধী রাজনীতিতেও যারা উচ্চ অবস্থানে ছিলেন তাদের পক্ষেও গণতান্ত্রিক দায়দায়িত্ব পালনে সচেতনতা দেখানো সম্ভব হয়নি। এরশাদের সহযোগিতা নিয়ে রাজনীতি করতে কারো অসুবিধা হয়নি।

আগামী দিনে জাতিকে নির্মাণ করার নতুন প্রজন্মের নেতৃত্ব অবশ্যই আসবে এবং আমরা সেই আশা এবং প্রার্থনা করছি। তাদের বুঝতে হবে, সত্যের দাবি না মেনে অসত্যের মাধ্যমে নিজেদের বিত্তশালী করা কোনো সম্মানজনক রাজনীতি নয়। রাজনীতির ভিত্তি হতে হবে সততা ও আদর্শ।

লেখক: বিশিষ্ট আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

নামাজের সময়-সূচী

ডিসেম্বর	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
ফজর	৫.৫২	৫.৫৩	৫.৫৪	৫.৫৪	৫.৫৫	৫.৫৫	৫.৫৫
সূর্যোদয়	৭.১৪	৭.১৪	৭.১৫	৭.১৫	৭.১৬	৭.১৬	৭.১৬
জোহর	১১.৫২	১১.৫৩	১১.৫৩	১১.৫৪	১১.৫৪	১১.৫৪	১১.৫৫
আসর	২.৪৯	২.৫০	২.৫০	২.৫১	২.৫১	২.৫১	২.৫২
মাগরিব	৪.৩০	৪.৩১	৪.৩১	৪.৩১	৪.৩২	৪.৩২	৪.৩২
এশা	৫.৫২	৫.৫৩	৫.৫৩	৫.৫৪	৫.৫৪	৫.৫৪	৫.৫৫

একাত্তরে বুদ্ধিজীবী হত্যায় রাও ফরমান আলীর সম্পৃক্ততা



গাজীউল হাসান খান

আনুষ্ঠানিকভাবে ১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী হত্যা দিবসটি পালিত হলেও বুদ্ধিজীবীদের পরিকল্পিতভাবে নিজ নিজ বাসস্থান থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া এবং হত্যার বিষয়টি শুরু হয়েছিল আরো কয়েক মাস আগে থেকে। বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যে জানা যায়, একাত্তরের ২৫ মার্চের পর পাকিস্তানী দখলদার সেনাবাহিনী তাদের এ দেশীয় দালালদের স্বাধীনতাযুদ্ধের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে গঠন করেছিল বেশ কিছু বেসামরিক বাহিনী। এদের প্রায় সবাই ছিল তৎকালীন জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রসংঘ থেকে সংগৃহীত সদস্যদের নিয়ে গঠিত। এদের মধ্যে রাজাকার কিংবা সাধারণ মুজাহিদ বাহিনী ছাড়াও ছিল একটি বিশেষায়িত আলবদর বাহিনী। একাত্তরে দখলদার পাকিস্তানী আর্মি গঠিত এই বাহিনীটি ছিল বিশেষভাবে পপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একটি সশস্ত্র 'কিলিং স্কোয়াড' বা রাজনৈতিক দিক থেকে উল্লেখযোগ্য বুদ্ধিজীবীদের তালিকা করে হত্যা করার বেসামরিক বাহিনী। প্রথমে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিহত ও হত্যা করার জন্য জামালপুরে ময়মনসিংহ জেলা ইসলামী ছাত্রসংঘের তৎকালীন সভাপতি মোহাম্মদ আশরাফ হোসেনের নেতৃত্বে একাত্তরের এপ্রিলে গঠন করা হয়েছিল আলবদর বাহিনী এবং স্থাপন করা হয়েছিল সাতটি ক্যাম্প। আন্তর্জাতিক ক্রাইম ট্রাইব্যুনালের বিচারে মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত মওলানা মতিউর রহমান নিজামী একাত্তরে ছিলেন পাকিস্তান আলবদর বাহিনীর প্রধান। আর পূর্বাঞ্চলের অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন আরেক মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামি আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ। পূর্ব পাকিস্তানে আনুষ্ঠানিকভাবে আলবদর বাহিনী গঠন করার পেছনে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিশেষ অবদান ছিল বলে বেশ কিছু তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়। আর এই বাহিনীর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানে নিয়োজিত তৎকালীন মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী খান। এবং তাঁকে সাহায্য করতেন তৎকালীন সিভিল আর্মড ফোর্সের অপর উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার জেনারেল জামসেদ।

পেশাগত জীবনের সূচনায় তরুণ রাও ফরমান আলী একজন চৌকস ও সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল অফিসার হিসেবে ওপরমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পাকিস্তানের ক্ষমতার রাজনীতি ও সামরিক বাহিনীর স্বার্থ নিয়ে তাঁর ছিল বিশেষ উৎসাহ। পরবর্তী পর্যায়ে পাকিস্তানী জেনারেলদের মধ্যে রাও ফরমান আলী সবচেয়ে বেশিদিন বাংলাদেশে কর্মরত ছিলেন। একপর্যায়ে ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকায় ছিলেন। সামরিক বাহিনীতে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে বেসামরিক প্রশাসনের দেখাশোনা করেছেন সবচেয়ে বেশি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালী নেতৃস্থানীয় রাজনীতিকদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল বলে রাও ফরমান নিজেই উল্লেখ করেছেন। সে কারণে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের স্বাধিকার আন্দোলন তীব্রতর হয়ে ওঠার আগেই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জেনারেল হামিদ তাঁকে মেজর জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি দিয়ে রাজনৈতিক বিষয়াদি দেখার ভার দিয়েছিলেন। ফরমান আলী তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান, ফজল মুকিম খান ও টিক্কা খানের একজন ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্থ অফিসার ছিলেন। জেনারেল নিয়াজির সঙ্গেও যুদ্ধের সময়ে তিনি কাজ করেছেন। উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের পর থেকে পুরো সত্তর ও একাত্তরের সূচনায় পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি উত্তাল তরঙ্গের মতো আন্দোলিত হতে থাকে। সে সময় পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকার আন্দোলন ক্রমেই স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়ে পড়ছিল। সে কারণে পাকিস্তান আর্মির গোয়েন্দা বাহিনী ও জনপ্রশাসন বিভাগও তাদের কর্মকৌশল দ্রুত বদলাতে শুরু করেছিল। সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অসামান্য বিজয়, পশ্চিম পাকিস্তানে পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলীর ক্ষমতা হস্তান্তরে তীব্র বিরোধিতা এবং সব শেষে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খানের ২৫ মার্চের 'মিলিটারি ক্র্যাক ডাউনে' একটি রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের অষ্তিত্ব অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। এবং ২৫ মার্চ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে তারা পরিষ্কারভাবে একটি সশস্ত্র লড়াইয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। জেনারেল ফরমান আলী ও তাঁর কিছু সহযোগী তাঁকে প্রথম প্রথম যতই 'সিভিল ওয়ার' বলে আখ্যায়িত করুন না কেন, শেষ পর্যন্ত তাঁরা বুঝে নিয়েছিলেন, সেটি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীদের এক সশস্ত্র স্বাধীনতার লড়াই।

একাত্তরের নভেম্বরের মাঝামাঝি আলবদর বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালী রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবীদের পরিকল্পিতভাবে হত্যার এক তালিকা প্রণয়ন শুরু করেছিল। বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জানা গেছে, তার দায়িত্বে ছিলেন তৎকালীন জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামিক ছাত্রসংঘের উঠতি নেতা চৌধুরী মঈনউদ্দীন, আশরফুজ্জামান খান, আবদুল খালেক মজুমদার প্রমুখ। তাঁদের পরিকল্পনা মতো ১৪ ডিসেম্বরের আগেই তাঁরা সিরাজুদ্দীন হোসেন, সন্তোষ ভট্টাচার্য, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, ডা. আমিনউদ্দিন, সিরাজুল হক খান, আনোয়ার পাশা, মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন ও অধ্যাপক মোর্তাজাসহ অনেককে ঘর থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। সাংবাদিক শহীদুল্লা কায়সারসহ কয়েকজনকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে শেষের দিকে। স্বাধীনতার পর অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বর দেশ মুক্ত হওয়ার পর শহীদুল্লা কায়সারকে খুঁজতে গিয়ে প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা জহির রায়হান নিজেই উধাও হয়ে যান। নির্ভরযোগ্য তথ্য অনুযায়ী আলবদরদের হাতে ১০ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, পাঁচজন বিশিষ্ট সাংবাদিক, দুজন প্রভাষক ও ২৬ জন চিকিৎসক প্রাণ হারিয়েছেন। তা ছাড়া দখলদার পাকিস্তানী বাহিনী ও তাদের অগণিত সশস্ত্র রাজাকার বাহিনীর হাতে তখন পর্যন্ত লাখ লাখ মানুষ নিহত হয়েছে। বুদ্ধিজীবীদের অনেককে আটক অবস্থায় বিজয় দিবস আসার আগেই হত্যা করা হয়েছিল। তবে বেশির ভাগকে ১৪ ডিসেম্বরের দু-এক দিন আগে। তা ছাড়া ঢাকার বাইরেও রাজনীতিকসহ বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ভাষা আন্দোলনখ্যাত কুমিল্লার বাবু ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তালিকাভুক্ত অনেককে, বিশেষ করে ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জেলায় অপারেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত পাকিস্তানী সামরিক অফিসাররা বাড়ি থেকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে, তাঁদের কেউ আর ফিরে আসেননি। ঢাকাসহ পূর্ব পাকিস্তানব্যাপী এই অপারেশনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী খান। যদিও তিনি সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছেন যে রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবীসহ সিভিলিয়ানদের কোনো হত্যাকান্ডের সঙ্গে তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন না; কিন্তু কোনোভাবেই শেষ পর্যন্ত সে অভিযোগ তিনি খন্ডন করতে পারেননি। কারণ মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর লেখা ডায়েরি থেকেও এসব অভিযোগের প্রমাণ পাওয়া যায়। তা ছাড়া জামায়াত নেতা গোলাম আযম, নেজামে ইসলামীর মওলানা ফরিদ আহমদ ও বিশেষ করে মুসলিম লীগ নেতা নূরুল আমীনের পরামর্শে রাও ফরমান ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় শান্তি কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং বিশেষ করে তাঁরই নির্দেশে আলবদর ও রাজাকারদের প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হতো।

একাত্তরের স্বাধীনতাসংগ্রামকালে বাঙালী বুদ্ধিজীবীসহ নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের পৈশাচিক ও লোমহর্ষক হত্যাকান্ড এবং গেরিলাযুদ্ধে অপমানজনক পরাজয়ের জন্য পাকিস্তানী জনগণের কাঠগড়ায় তখনকার দায়িত্ব পালনরত জেনারেলদের অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন লিখেছেন, 'সে অপরাধবোধ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য অনেক জেনারেলই তাঁদের লিখিত বইপুস্তকে একাত্তরের যুদ্ধে নিজেদের সাফাই গাইতে চেষ্টা করেছেন। জেনারেল রাও ফরমান আলী তাঁর ব্যতিক্রম নন।' সে সময় রাও ফরমান 'How Pakistan Got Divided' নামে একটি অত্যন্ত বিতর্কিত বই প্রকাশ করেছিলেন। সে বইটি পরে ঢাকা থেকে দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড বাংলাদেশের জন্ম নামে বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করে। তাতে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ভূমিকা লিখেছেন অধ্যাপক মামুন। রাও ফরমান তাঁর পেশাগত জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য সময় কাটিয়েছিলেন পূর্ব পাকিস্তানে। সে সূত্র ধরে তাঁর প্রকাশিত পুস্তকে তিনি বলেছেন, 'অন্য অনেকে যা দেখেছেন বা দেখতে পেয়েছেন, আমি তার চেয়ে অনেক বেশি দেখেছি।' তিনি এ-ও বলেছেন যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তা ছাড়া আতাউর রহমান খান ও মশিউর রহমান যাদু মিয়ার সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। তাঁর লিখিত পুস্তকে রাও ফরমান বলেছেন, ২৫ মার্চ 'অপারেশন সার্চলাইটের' ব্যাপারে জেনারেল হামিদ ও জেনারেল ফরমান ইচ্ছুক ছিলেন না। অথচ অপারেশন সার্চলাইট সম্পর্কে তদানীন্তন সিভিল সার্জেন্ট হাসান জহির তাঁর লিখিত 'The separation of East pakistan' বইয়ে বলেছেন, 'মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী ছিলেন অপারেশন সার্চলাইট অর্থাৎ ২৫ মার্চ ঢাকা অংশের কালরাতের বিভীষিকার হোতা।' অধ্যাপক মামুন বলেছেন, 'ফরমান অন্যান্য পাকিস্তানী জেনারেলের মতোই সত্য গোপন করেছেন। ফরমান লিখেছেন, 'কথা ছিল ২৫ মার্চ শুধু নেতাদের ধরা হবে এবং কোনো রক্তপাত হবে না। এই নির্দেশও ছিল- ইয়াহিয়া করাচি না পৌঁছা পর্যন্ত যেন অপারেশন শুরু করা না হয়। কারণ তাদের ধারণা ছিল, তাহলে ভারতীয় জঙ্গিবিমান প্রেসিডেন্টের প্লেন আটকে দিতে পারে।' ফরমান আরো বলেছেন, পূর্ব পাকিস্তানে রক্তপাত ছাড়াই হয়তো একটি রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছা যেত; কিন্তু জেনারেল নিয়াজি চেয়েছিলেন অন্য রকম। নিয়াজির ধারণা ছিল তৎকালীন বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে (বাকি অংশ ৮ পাতায়)



সৌন্দর্যের শহর সিডনি



হাবিব রহমান

ওশেনিয়া অঞ্চলে অবস্থিত অস্ট্রেলিয়ার অঙ্গরাজ্য ছয়টি। যেমন, তাসমানিয়া, ভিক্টোরিয়া, নিউসাউথওয়েলস, কুইন্সল্যান্ড, দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া এবং পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া। এবারকার ভ্রমণে ইতোমধ্যে আমি ভিক্টোরিয়া এবং কুইন্সলান্ড ঘুরে এসেছি। বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ দেখে আজ বিকেলে এসে পৌচেছি সিডনি। হ্যামিল্টন আইল্যান্ড এয়ারপোর্ট থেকে সিডনি পৌছাতে সরাসরি ফ্লাইটে সময় লেগেছে মাত্র আড়াই ঘন্টা। আগেই খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম এয়ারপোর্ট থেকেই ট্রেনে সিডনি বিজন্যাস ডিস্ট্রিক্ট এলাকায় আমার হোটেল সিডনি হিলটনের খুব কাছেই নামা যায়। আসলেই তা হলো। ট্রেন থেকে নামতেই চোখে পড়লো সিডনি হিলটনের সাইন। ট্যাক্সি নিতে হলোনা। সুটকেস ঠেলে নিজেই পৌছে গেলাম হোটেলে। হিলটন আমার প্রিয় হোটেলের একটি। শুধু সেবার মানের জন্য নয়। অন্য কারণেও এই হোটেলটির প্রতি আমার দুর্বলতা রয়েছে। আমি জন্মসূত্রে বাংলাদেশী হলেও বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। বসবাস করি নিউইয়র্কে। এই হোটেলের প্রধান কার্যালয় আমার পাশের স্টেট ভার্জিনিয়ার ম্যাকলিনে। যেজন্য বিদেশে কোথাও গেলে এই হোটেলটিকে আমার আপনজনের মত মনে হয়। হিলটন হোটেলস অ্যান্ড রিসোর্টস, সংক্ষেপ 'ব্র্যান্ড' নাম হিলটন আন্তর্জাতিক হোটেল চেইন। ১৯১৯ সালে কোনার্ড হিলটন এটি প্রতিষ্ঠা করেন। বিশ্বব্যাপী চার হাজার ৮৭৫টি শাখা রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির। এসব হোটেলের রুমসংখ্যা সাত লাখ ৯৬ হাজার ৪৪০টি।

হোটেলে লাগেজ রেখে বের হলাম লাঞ্চ করার জন্য। যদিও সকালে আমি গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ হোটেল থেকে পেট পুরে নাস্তা করেই বিমানে উঠেছিলাম। তারপর বিমানেও আতিথেয়তার কমতি ছিলোনা। তারপরও খেতে বের হবার অন্য কারণ ছিলো। তাহলো আমি বিশ্বের যেখানেই যাই সেখানে রিভলভিং রেস্টুরেন্ট পেলে তার খাবার টেস্ট করতে ভুলিনা। সিডনিতে আমার হোটেল বুক করার সময়ই জেনেছিলাম এর পাশেই আছে 'সিডনি টাওয়ার আই'। এটি বিশ্বের সাতটি উঁচু টাওয়ারের একটি। এটি সিডনি সিটির শুধু অন্যতম সৌন্দর্য ই নয় এর অবজারভেশন টাওয়ার থেকে পুরো সিডনি শহরটি দেখা যায়। ৩৬০ ফুট উচ্চতার এই টাওয়ারটিতে রয়েছে একচি ঘুর্নায়মান রেস্টুরেন্ট। এখান থেকে সূর্যাস্তও দেখা যায়।

হোটেলে ঢোকার সময়েই বাইরে থেকে টাওয়ারের চূড়া চোখে পড়েছিলো। নীচে সুন্দরী রিসেপসানিস্টকে টাওয়ারে যেতে একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে বল্লে জানালো হোটেল থেকে বের হয়ে ডান দিকে মোড় নিলেই সিডনি টাওয়ার। একেবারেই হাঁটা দূরত্ব-ট্যাক্সির প্রয়োজন নেই। তার কথামতই সামান্য হেঁটেই দেখা মিল্লো টাওয়ারের।

টাওয়ার ভবনে একটি বিরাট মল। মলে ঢুকতে কোন ফি দিতে হয়না। তবে টাওয়ারে উঠতে বড়দের ২৬ আর টিনেজ হলে ১৪ অস্ট্রেলিয়ান ডলার দিয়ে টিকিট কাটতে হয়। ৩৬০ ফুট উচ্চতার টাওয়ারে উঠতে সময় লাগলো মাত্র ৫ মিনিট। খাওয়ার আগে গেলাম অবজারভেশন টাওয়ারে। কাঁচের জানালা দিয়ে খালি চোখে দেখলাম সিডনি হারবার, অপেরা হাউজ, বোটানি বে, ও প্রশান্ত মহাসাগর। এছাড়া একটু পর পর লাগানো আছে বাইনাকুলার। এতে চোখ রেখে দেখা গেল অদূরের ফুটবল ক্রিকেট স্টেডিয়াম, মাদাম তুসোর যাদুঘর, সিডনি যাদুঘর সহ আরো অনেক স্থাপনা। এরপর খেতে গেলাম ঘুর্নায়মান টাওয়ার রেস্টুরেন্টে। এটা লেভেল ফোরে। নাম -৩৬০ বার এন্ড ডাইনিং। বুফে খাবারের দাম ৯৫ অস্ট্রেলিয়ান ডলার। যে কোন দেশের বুফেতে সে দেশের সব রকম খাবার টেস্ট করা যায়। তা ছাড়া যেহেতু চয়েস অনেক থাকে সেজন্য হালাল হারামের ভয় থাকেনা। এখানেও তার ব্যতিক্রম ছিলোনা। তবে সবচেয়ে মজার ব্যাপার ছিলো আনিত মহাদেশীয় অন্যান্য খাবারের সাথে সাদা ভাতের সাথে ছিলো ঘন ডাল। নানা খাবারে উদরপুর্তি করে খাওয়া হলো। খাওয়ার মাঝখানে এলো ফটোগ্রাফার। আমার চেহারা দেখেই বাংলায় কথা বল্লো। নাম বল্লো আজিম। বাংলাদেশের সিলেটের ছেলে। ইচ্ছে না থাকলেও দেশী ভাই বলে ফটো তুলতে রাজী হলাম। বল্লাম একটু পর আসতে। খাওয়া শেষ হলে ছবি তুলবো।

খাওয়া শেষে কফি খাচ্ছি এমন সময় এলো আজিম। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্ন অ্যাংগেল থেকে ছবি তুল্লো। আমাকে বসিয়ে রেখেই ছবি গুলো প্রিন্ট করে একটা এ্যালবাম বানিয়ে নিয়ে এলো। অনেকগুলো ছবি কোনটার ব্যাকগ্রাউন্ডে সিডনি হারবার, কোনটার সিডনি অপেরা আরো নানা ভিউ। বুঝলাম দেশী ভাই বলে আদর শুধু যত্ন করে ছবিই তুলেনি মনযোগ দিয়ে প্রিন্ট ও করেছে। পেমেন্ট করে নীচে নামার জন্য বের হলাম। আজিম বল্লো একটু অপেক্ষা করতে। আজ তার ডিউটি শেষ। আমার সাথে সেও নীচে নামবে। টাওয়ারের অন্যান্য ফ্লোরগুলোও সে ঘুরে দেখাবে।

আজিম জানালো আমি ইচ্ছে করলে এখানে টাওয়ার



সিনেমা হলে ছবি দেখতে পারি। এটার একটা আলাদা বিশেষত্ব আছে। পাঁচ মিনিটের ছবিতে যখন যে দৃশ্য আসে সে অনুভূতি সৃস্টির জন্য সে পরিবেশ তৈরি করা হয়। পানির দৃশ্য দেখালে দর্শকদের পানি ছিটিয়ে ভিজিয়ে দেয়া হয়। আবার আগুনের দৃশ্যে হলের ভেতরে ধোঁয়া ছড়ানো হয়। ইত্যাদি। টিকিটের সঙ্গে ফোর ডি চশমা দেয়া হয়। সময় নেই বলে সিনেমা দেখা থেকে বিরত থাকলাম। তা ছাড়া সিনেমা দেখার চাইতে আজিমের সাথে ঘুরে দেখা আমার কাছে বেশী আকর্ষনীয় ছিলো। আজিম জানালো সেদিনের মত তার কাজ শেষ। বাসায় যাবে। সে ব্যাচেলর মানুষ। একাই থাকে। কোন তাড়া নেই। আমি চাইলে সে আমাকে সঙ্গ দিতে পারে। শুনে খুশী হলাম। দেশী ভাইকে নিয়ে ঘুরতে পারলে অনেক দেখা এবং জানা যাবে। বিজন্যাস ডিস্ট্রিক্ট দিয়ে যাচ্ছিলাম পায়ে হেঁটে। সুপ্রশস্ত রাস্তা। এলিভেটেড হাইওয়ে। মনোরেল, সাবওয়ে সবই সবই আছে। রাস্তায় রিক্সা বা স্কুটার কিছুই নেই। ট্যাক্সি এবং বাস চলছে রাস্তায়। আজিম জানালো নিউ সাউথ ওয়েলসের রাজধানি সিডনি সবচেয়ে প্রাচীন এবং ব্যস্ত শহর। পাহাড়কেটে তৈরি এই শহরকে ঘিরে রয়েছে মনোরেল। পাহাড়ী এলাকা বলে এখানকার পথঘাট বেশ উঁচু নীচু। এমনিতেই এই শহরে বিভিন্ন জাতির বসবাস। তারপর সারা বছর সারা বিশ্ব থেকে আসা পর্যটকরা শহরটিকে আরো বর্ণময় করে তুলে।

সিডনি টাওয়ার থেকে বেরিয়ে অল্প দূরত্বে আজিম আমাকে নিয়ে গেলো চায়না টাউনে। বিশাল এলাকা নিয়ে সিডনির চায়না টাউন। তবে পৃথিবীর সব চায়না টাউনই চরিত্রগতভাবে এক। চাইনিজ রেস্টুরেন্ট, হরেকরকম চাইনিজ পন্য সামগ্রীর দোকান, ম্যাসেজ পার্লার ইত্যাদি। এসব চাইনিজ মার্কেটে ঢুকলে মনে হয় চায়নাতে আছি। চারদিকে শুধু চাইনিজ আর চাইনিজ। তাদের কিচির মিচির বাক্যালাপ। তবে ফরাসি, হিন্দী, এবং অন্যভাষার কথা বার্তাও কানে আসছিলো। পৃথিবীর সব দেশে বসবাসরত চাইনিজরা ব্যবসা বাণিজ্য করে অর্জিত অর্থ দেশে বিনিয়োগ করে। আর এজন্যই বোধহয় চায়না এখন বড় অর্থনৈতিক শক্তির দেশ হতে পরিচিত হতে পেরেছে।

আজিম জানালো চায়না টাউনে চাইনিজ ছাড়াও নানান দেশের খাবার রেস্টুরেন্ট আছে। যেমন ভিয়েতনামিজ, ইতালিয়ান, জার্মানী, মালয়েশিয়ান, ইন্দোনেশিয়ান সহ নানান দেশের খাবার। এক জায়গায় অত দেশের খাবার নাকি সিডনি তেই আছে। যা অস্ট্রেলিয়ার অন্য শহরে নেই। আমি তাকে জানালাম আমাদের নিউইয়র্কের চায়না টাউনে নানা দেশের খাবার রেস্টুরেন্ট তো আছেই। তারপরও লিটল ইতালী নামক একটি এলাকা আছে যেখানে একসাথে বহু ইতালিয়ান খাবার দোকান রয়েছে। শুনে সে খুব অবাক হলো।

আজিমের সাথে হাঁটতে হাঁটতে চলে আসি ডার্লিং হারবারে। সমুদ্রের একটা অংশ এখানে ভেতরে ঢুকে শান্ত শিস্ট হয়ে যেন চুপটি করে বসে আছে। পানি স্বচ্ছ এবং টলোমলো। পানিতে ভাসছে অসংখ্য প্রমোদ তরী। ভাসমান জাহাজগুলোয় কোনটায় পার্টি হচ্ছে। তীরে থেকেও হৈ হল্লা শোনা যাচ্ছে। আজিম জানালো দিনের বেলা আসলে জাহাজে করে পানি থেকে অপেরা হাউজ, হারবার ব্রীজ সহ আশেপাশের সৌন্দর্য উপভোগ করার ব্যবস্থা আছে। জাহাজেই ডিনার বা লাঞ্চের ব্যবস্থা আছে। সিডনির অনেক বিখ্যাত দর্শনীয় স্থান এই ডার্লিং হারবারে। যেমন সিডনি হারবার ব্রীজ, সিডনি অপেরা হাউজ, ইত্যাদি। এগুলি ঘুরে দেখার জন্য নিউইয়র্ক থেকেই গাইডেড ট্যুর বুক করে এসেছি। তবে বাইরে থেকে অপেরা হাউজ, হারবার ব্রীজ দেখলাম। রাতের রঙ বেরঙের আলোতে অপেরা হাউজ এবং হারবার ব্রীজ দেখতে খুব সুন্দর লাগছিল।

হাঁটে হাঁটতে চায়ের পিপাসা পাচ্ছিল। একটু ক্লান্তিও ভীড় করছিলো শরীরে। আর শরীরেই বা দোষ কি। গত কদিন ধরেই শরীরটাকে বিরতিহীন খাটাচ্ছি। আজিমকে বলতেই সে আমাকে অল্প দূরেই একটা কফি শপে নিয়ে গেলো। ছোট্ট দোকানটাতে মানুষের ভীড় ছিলো প্রচুর। আমাকে বাইরের একটা বেঞ্চে বসিয়ে আজিম কফি আনতে গেলো। কফির দাম দিতে চাইলেও সে নিলোনা। একটু পরেই কফি নিয়ে ফিরলো সে। সাথে একটা বড়সড় পিৎজা। পিৎজা দেখে যেন ক্ষিধেটা চাগিয়ে উঠলো। চারদিকে ঘুরে দেখার আনন্দে এতই মগ্ন ছিলাম যে একক্ষণ ক্ষুধা অনুভব করিনি। কে যেন বলেছিলো ক্ষুধা পেটে সৌন্দর্য উপভোগ করা কঠিন। তাই দেরী না করে খেতে বসলাম। পেট পুরে পিৎজা খেয়ে আয়েশ করে চুমুক দিলাম কফিতে। আজিম বল্লো, অস্ট্রেলিয়ানরা কফি পাগল। মিটিং য়ে কফি, বেড়াতে গেলে কফি, আড্ডায় কফি। কফি না হলে তাদের চলেই না। ঘড়ির কাঁটা তখন রাত ৯টা ছুঁই ছুঁই করছে। আজিমকে বল্লাম হোটেলে পৌছে দিতে।

লেখক: সাংবাদিক, সিইও বাংলা ট্যুর।

ফন্দিবাজি যখন ফেতনা সৃষ্টি করে



গোলাম মাওলা রনি

আপনি যদি বাংলাদেশের কোনো ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিকে মূর্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, তবে তারা একবাক্যে বলবেন, মূর্তি ধর্মবিরোধী এবং মূর্তির বিস্তার যা কিনা ফেতনার সৃষ্টি করে তাতে বাধা দেয়া মুসলমানের দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাদের কথা শুনে আপনি যদি পাল্টা প্রশ্ন করেন যে, দেশী-বিদেশী ভিন্ন ধর্মের মানুষ যারা মূর্তিপূজা করেন অথবা কেউ যদি নিজের টাকায় নিজ বাড়িতে শখ আহ্লাদের বশবর্তী হয়ে কোনো মূর্তি স্থাপন করেন তবে আপনাদের ধর্মে বিষয়টি কিভাবে মূল্যায়ন করে। আপনার কৌশলী প্রশ্ন শুনে মুমিন-মুত্তাকিরা হাসবেন এবং নিম্নের কথাগুলো বলবেন-

ইসলাম কোনো দিন পরের ধনে পোদ্দারি, কারো ব্যক্তিগত ও গোপনীয় বিষয়াদি নিয়ে বাড়াবাড়ি এবং অন্যের ধর্মের বিষয়ে নাক গলায় না। পুরো ভারতবর্ষ মুসলমানরা যে সময়ে এবং যে শক্তিমত্তা ও কর্তৃত্ব নিয়ে প্রায় আট শ' বছর ধরে শাসন করেছে তখন যদি কোনো মুসলিম সম্রাট-সুলতান-বাদশাহ বা নবাবের মন-মানসিকতা আজকের নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শাহদের মতো হতো তাহলে এই অঞ্চলে অন্য কোনো ধর্মমত থাকত না। অথবা রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহার করে সম্রাট অশোক যেভাবে বৌদ্ধ ধর্মকে সার্বজনীন করার চেষ্টা করেছেন তেমনটি হলেও ভারতবর্ষের ৯০ শতাংশ লোকই মুসলিম থাকত। সুতরাং ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা জোর করে শক্তি প্রয়োগ করে অথবা রাষ্ট্রশক্তিকে ব্যবহার করে নিজ ধর্মের প্রচার-প্রসার এবং অন্য ধর্মের অবমাননার কথা কল্পনা করে না। কারণ এসব কর্ম ধর্মমতে নিষিদ্ধ এবং যারা এগুলো করবে তারা ধর্মীয় দৃষ্টিতে গুনাহগার বলে বিবেচিত হবে।

ইসলাম কেবল নিজ ধর্মের অনুসারীদের মূর্তিপূজা থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেয়। যারা নিজেদের মুসলিম বলে পরিচয় দেয় অথচ মূর্তির তাঁবেদারি করে এবং মূর্তিকেন্দ্রিক কর্মকান্ড করে বেড়ায় তাদের বিরোধিতা করে। কোনো রাষ্ট্রে মুসলমান জনগণের ট্যাক্সের টাকা যদি মূর্তি তৈরির কাজে ব্যয় হয় এবং সেসব মূর্তি যদি আবার সর্বসাধারণের দর্শনের জন্য জনগণের সম্পত্তি বলে বিবেচিত পাবলিক প্লেসে স্থাপিত হয় তবে মুসলিম মন-মানসে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অন্য দিকে, যদি ক্ষমতাধর রাজনীতিবিদরা কোনো জীবিত অথবা মৃত মুসলমানের মূর্তি তৈরি করে যা দেশে মানুষ মূর্তিটিকে তোয়াজ-তদবির মায়া-মহব্বত করতে বাধ্য হয় তবে তা মুসলমানদের জন্য শিরকের মতো ভয়াবহ এবং অমার্জনীয় গুনাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে এমনতরো পরিস্থিতিতে মুসলমানদের নেতা বলে পরিচিত আলেম-ওলামাদের জন্য এমন সব মূর্তির বিরোধিতা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ফরজে আইন হয়ে দাঁড়ায়।

আপনি যদি মূর্তিবাদী অথচ মুসলিম নামধারী এবং ধর্মকর্মহীন অথচ টাকা-পয়সাওয়ালা ক্ষমতাধর রাগচন্ডাল স্বভাবের মানুষ হন তবে আলোচনার এই পর্যায়ে আপনার মাথা কিঞ্চিৎ গরম হয়ে যেতে পারে। আপনি হয়তো বলতে পারেন, আমি আমার পকেটের টাকা দিয়ে আমার বাবার মূর্তি বানাব এবং সেই মূর্তি আমার মালিকাধীন জমি-জিরেত-বনজঙ্গল-পাহাড়-পর্বত অথবা প্রাসাদে স্থাপন করব, তাতে কার কী আসে যায়! আপনার এই রাগতস্বর উত্তেজিত আচরণ এবং দাম্ভিকতা দেখার পর কোনো মুমিন-মুত্তাকি সবার আগে 'লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা' শিরোনামের দোয়াটি পড়বেন এবং সংযত হয়ে বলবেন, ঠিক আছে, আপনার টাকা দিয়ে ব্যক্তিগতভাবে যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন। আমরা শুধু আমাদের টাকা দিয়ে আপনার বাবার মূর্তি বানিয়ে আমাদের মালিকানাধীন জায়গাতে স্থাপনের বিরোধিতা করেছি মাত্র।

ইসলাম কোনো দিন পরের ধনে পোদ্দারি, কারো ব্যক্তিগত ও গোপনীয় বিষয়াদি নিয়ে বাড়াবাড়ি এবং অন্যের ধর্মের বিষয়ে নাক গলায় না। পুরো ভারতবর্ষ মুসলমানরা যে সময়ে এবং যে শক্তিমত্তা ও কর্তৃত্ব নিয়ে প্রায় আট শ' বছর ধরে শাসন করেছে তখন যদি কোনো মুসলিম সম্রাট-সুলতান-বাদশাহ বা নবাবের মন-মানসিকতা আজকের নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শাহদের মতো হতো তাহলে এই অঞ্চলে অন্য কোনো ধর্মমত থাকত না।

মুমিন, ধর্মপ্রাণদের কথায় যদি আপনি সম্বিত ফিরে পান এবং আপনার মনে সামান্যতম আল্লাহভীতি থাকে তবে হয়তো জিজ্ঞাসা করতে পারেন, কুরআনের কোথায় মূর্তিবিরোধী আয়াত রয়েছে এবং সেসব আয়াতের তাৎপর্য কী? আপনার কথার জবাবে তারা সবার আগে পবিত্র কালামে পাকের সূরা ইবরাহিমের ৩৫ এবং ৩৬ নম্বর আয়াতের উদ্ধৃতি দেবেন, যেখানে বলা হয়েছে, ৩৫. আর যখন ইবরাহিম বলল, হে আমার রব। এ শহরকে নিরাপদ করো এবং আমাকে ও পুত্রদেরকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখো। ৩৬. হে আমার রব। এই মূর্তি রাহু অনেক মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে.....। পবিত্র কুরআনের অত্যন্ত তাৎপর্যময় আয়াত দু'টির সাথে যদি আপনি সূরা লোকমানের ১৩ নম্বর আয়াতটির অর্থ মিলিয়ে পড়েন তাহলে সার্বিক অবস্থা অনুধাবন করা আপনার জন্য সহজতর হবে।

সূরা লোকমানের ১৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'লুকমান স্বীয় পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন, হে বৎস! আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করো না, নিশ্চয়ই শিরক হচ্ছে মস্তবড় জুলুম। এখন আপনি বুঝার চেষ্টা করুন, হজরত ইবরাহিম আ: আল্লাহর কাছে যে দোয়া করেছেন, ৩৫ নম্বর আয়াতে যেখানে তার প্রথম নিবেদন ছিল– 'এই শহরকে নিরাপদ করো' এরপর নিরাপদ শহর হওয়ার জন্য মানুষের যে চরিত্র হওয়া দরকার সেই বিষয়টি প্রতিভাত হয়ে ওঠে নিবেদনের পরবর্তী অংশে, যেখানে তিনি বলেন, 'আমাকে ও পুত্রদেরকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখো।' একটি শহরের জীবনযাত্রার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয়াদিতে মূর্তি কী প্রভাব ফেলতে পারে তার ইঙ্গিত রয়েছে ৩৬ নম্বর আয়াতে যেখানে বলা হয়েছে, 'এই মূর্তি রাহু অনেক মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে।' এখন আপনি যদি প্রশ্ন করেন, কিভাবে বিভ্রান্ত করেছে, তখন মুমিন-মুত্তাকিরা সূরা লুকমানের ১৩ নম্বর আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে বলবেন, 'মূর্তিকে যারা প্রধান্য দেয়, মূর্তি নিয়ে যারা বাড়াবাড়ি করে এবং মানুষকে যারা মূর্তির প্রতি শ্রদ্ধা-ভালোবাসা-বিনয়-ভদ্রতা-সৌজন্যতা প্রদর্শনের জন্য বাধ্য করে তারা সরাসরি শিরকের মতো মহাপাপে নিজেরা জড়িয়ে পড়ে এবং অন্যদের জড়ায় ও জমিনে শিরকের মতো অমার্জনীয় গুরুতর পাপ দ্বিতীয়টি নেই।'

আপনি যদি মুমিন-মুত্তাকিদের সাথে বিতর্কে জড়াতে চান তবে অবশ্যই আপনাকে প্রমাণ করতে হবে যে, তারা ভুল বলেছেন এবং আপনি সঠিক পথে রয়েছেন। অধিকন্তু আপনার যদি মনে হয় যে, মূর্তিসংক্রান্ত যেকোনো বিষয়াদি আপনার কাছে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ পাকের হুকুমের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ সে ক্ষেত্রে মুমিন-মুত্তাকিদের কী করা উচিত তা ইসলামী শরিয়তে বিধিবদ্ধ রয়েছে। অন্য দিকে, আল্লাহর হুকুমের কথা শোনার পর আপনার দিলে যদি কোনো পরিবর্তন আসে এবং আপনি যদি মূর্তির রাহুগ্রাস এবং মূর্তিজাত ফেতনা সম্পর্কে আল কুরআনে বর্ণিত বিখ্যাত কোনো কাহিনী শুনতে চান, যা কিনা বাইবেলেও বর্ণিত রয়েছে এবং আধুনিক দুনিয়াও অতীতের যেসব বিখ্যাত ঘটনাপঞ্জির সভ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছে সেসব কাহিনীর মধ্যে নিম্নবর্ণিত মশহুর কাহিনীটি আপনাকে শুনিয়ে দেবে।

ঘটনাটি ঘটেছিল হজরত মূসা আ:-এর জমানার সবচেয়ে স্পর্শকাতর ও বিপদসঙ্কুল (বাকী অংশ ৯ পাতায়)


বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্সি
ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
SUPER
WINTER
SALE
আমরা
IATA
অনুমোদিত
ফোন: 718-721-2012
উমরাহ্ স্পেশাল
• হোটেল • ভিসা • ট্রান্সপোর্টেশন
QATAR
Emirates
SAUDIA
আমাদের অফিস ওধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
2578, 31st Street, Astoria, NY 11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেন 30th Avenue Station
Cell: 917-459-7181
website: www.digitaltraveltour.com

অলৌকিক মানুষেরা

(১২ পাতার পর)

সেলিনা পারভীন

তিনি সাপ্তাহিক বেগম, সাপ্তাহিক ললনা ও শিলালিপি পত্রিকায় সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৫ সাল থেকেই তিনি লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৫৮ সালে তিনি ঢাকা আসেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের হল পরিচালক হিসেবে চাকরি নেন।

পরবর্তী সময়ে ললনায় কাজ করার সময় ১৯৬৯ সালে বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে বের করেন 'শিলালিপি' নামে একটি পত্রিকা। তিনি নিজেই এটি সম্পাদনা ও প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করতেন। শিলালিপি ছিল সেলিনার নিজের সন্তানের মতো। দেশের প্রায় সব বুদ্ধিজীবীর লেখা নিয়ে প্রকাশিত শিলালিপি সবারই নজর কেড়েছিল। স্বাধীনতার পক্ষের পত্রিকা শিলালিপি।

এই সুবাদে ঢাকার বুদ্ধিজীবী মহলে অনেকের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেন তিনি। ১৯৬৯-এর রাজনৈতিক আন্দোলনে উত্তাল বাংলাদেশ। নিজেও শরিক হন গণঅভ্যুত্থানের আন্দোলনে। ছেলেকে সঙ্গে নিয়েই বেরিয়ে পড়তেন '৬৯-এর ২১ ফেব্রুয়ারী পল্টনের জনসভায় বা শহীদ মিনার থেকে বের হওয়া নারীদের মিছিলে যোগ দিতে। শরিক হতেন বুদ্ধিজীবীদের প্রতিবাদসভায়ও। অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, শহীদুল্লাহ কায়সার প্রমুখদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুবাদে সমাজতন্ত্রের প্রতিও আগ্রহী হয়ে ওঠেন তিনি।

এরই মধ্যে শুরু হয় ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের সময় সেলিনা পারভীন ঢাকায় ছিলেন। তার বাসায় মাঝে মাঝে রাত হলে কয়েকজন তরুণ আসতেন। এ তরুণদের সবাই ছিলেন স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা। খাওয়া-দাওয়া করে চলে যাওয়ার আগে এরা সেলিনা পারভীনের কাছ থেকে সংগৃহীত ওষুধ, কাপড় আর অর্থ নিয়ে যেতেন।

শিলালিপির বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়েই তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করতেন। চারদিকে তখন চলছে আক্রমণ, পাল্টা আক্রমণ, প্রতিরোধ। চারপাশে শুধু বুলেটের শব্দ আর বারুদের গন্ধ, চিৎকার, গোঙানি, রক্তস্রোত আর মৃত্যু। এরই মাঝে ললনা প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। শিলালিপির ওপরও নেমে আসে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর খড়্গ।

হাশেম খানের প্রচ্ছদ করা একটি শিলালিপির প্রকাশিতব্য সংখ্যা নিষিদ্ধ করে দেয় পাকিস্তান সরকার। পরে প্রকাশের অনুমতি মিললেও নতুনভাবে সাজানোর শর্ত দেয়া হয়। সেলিনা পারভীন বরাবরের মতো প্রচ্ছদ না নিয়ে তার ভাইয়ের ছেলের ছবি দিয়ে প্রচ্ছদ করে আগস্ট-সেপ্টেম্বরের দিকে শিলালিপির সর্বশেষ সংখ্যা বের করেন। কিন্তু এর আগের সংখ্যার জন্যই সেলিনা পারভীন পাকিস্তানী ও তাদের দালালদের নজরে পড়ে যান- যেটাতে ছিল দেশবরেণ্য বুদ্ধিজীবীদের লেখা এবং স্বাধীনতার পক্ষের লেখা। তা-ই কাল হল।

শিলালিপির আরেকটি সংখ্যা বের করার আগে নিজেই হারিয়ে গেলেন। ১৩ ডিসেম্বর ১১৫নং নিউসার্কুলার রোডে তার বাড়িতে থাকত তিনজন মানুষ- তার মা, পুত্র সুমন আর ভাই জনাব উজির। শহরে তখন কারফিউ। রাস্তায় মিলিটারি।

পাকিস্তানী বাহিনীকে আত্মসমর্পণের জন্য বিমান থেকে চিঠি ফেলা হচ্ছে। হঠাৎ দূরে একটা গাড়ির আওয়াজ হল। সেলিনার বাড়ি এসে কড়া নাড়ে তারা। তিনি নিজে দরজা খুলে দেন। লোকগুলো তার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয় এবং তারা সেলিনা পারভীনকে তাদের সঙ্গে ধরে নিয়ে যায়। ১৮ ডিসেম্বর সেলিনা পারভীনের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ পাওয়া যায় রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে। খুব শীতকাতুরে সেলিনার পায়ে তখনও পরা ছিল সাদা মোজা। এটি দেখেই তাকে শনাক্ত করা হয়।

আরও কত শত অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী মানুষের কথা বলা বাকি রয়ে গেল। সবার কথা বলতে গেলে এক মহাকাব্য রচনা হয়ে যাবে জানি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ঝাপসা হলেও তাদের অপার্থিব কাজগুলো বাংলাদেশের ইতিহাসের পাতা ঝলমলে আলোয় আলোকিত করে রেখেছে।

আপনাদের জন্য বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ভালোবাসাময় ঝুড়ি নিয়ে অপেক্ষায় থাকি, আপনাদের সঙ্গে দেখা হলে সব সঞ্চিত ভালোবাসাগুলো তুলে দেব সবার হাতে। অলৌকিক ক্ষমতার মানুষ আলতাফকন্যা আমি, আলোকিত হই সদা, আপনাদের অপার্থিব ভালোবাসায়।

লেখক: শহীদ আলতাফ মাহমুদের কন্যা

একাত্তরে বুদ্ধিজীবী হত্যায় রাও

(৫ পাতার পর)

বাঙালিদের জয় করা সম্ভব হবে না। 'He wanted to change the racial character of the Bengalees', অর্থাৎ নিয়াজি চেয়েছিলেন বাঙালীদের সম্প্রদায়গত চরিত্র বদলে দিতে। ফরমান বলেছেন, তাঁর সঙ্গে কখনো নিয়াজির মতের মিল কিংবা বনিবনা হয়নি। নিয়াজি নিজেকে সর্বেসর্বা মনে করতেন। ভাবতেন তাঁর নেতৃত্বে তখন কলকাতা দখল করাও সম্ভব হতে পারে।

নিয়াজির বিরুদ্ধে এত কিছু বলা সত্ত্বেও ফরমান সে দীর্ঘ সংঘাতময় সময়টি নিয়াজি ও টিক্কা খানের সঙ্গে কাজ করেছেন এবং তাঁদের নির্দেশ বিনা বাক্যে বাস্তবায়িত করেছেন। এবং অনেকের মতে, আর্মির তদানীন্তন পাকিস্তানী সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের প্রধান হিসেবে 'অপারেশন সার্চলাইট' ও পরিকল্পিতভাবে বুদ্ধিজীবী হত্যা তাঁর চূড়ান্ত অনুমোদন ছাড়া সম্ভব হতো না। পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যা চালানো ও বুদ্ধিজীবী হত্যার পেছনে জনপ্রশাসনের প্রধান হিসেবে ফরমান কতটুকু জড়িত ছিলেন সে প্রশ্ন আজও প্রাসঙ্গিক এবং তদন্তসাপেক্ষ। ফরমান নিজের দায়দায়িত্ব কিংবা অপরাধ সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে বলেছেন, 'পাকিস্তান এক ছিল। যেকোনো কারণেই দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছে, যার জন্য মূলত রাজনীতিবিদরাই দায়ী। দুই পক্ষই হত্যাকান্ড সংঘটিত করেছে। পাকিস্তান ভাঙার জন্য তিনি বঙ্গবন্ধু ও ভুট্টোকে দায়ী করেছেন। অথচ তিনি বহুবার বলেছেন যে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। যদি তা-ই হয়ে থাকে, তাহলে পাকিস্তান ভাঙার জন্য তিনি বঙ্গবন্ধুকে কিভাবে দায়ী করতে পারলেন? অধ্যাপক মামুন বলেছেন, ফরমান কিছু সত্য, কিছু অর্ধসত্য ও কিছু মিথ্যা মিলিয়ে বইটি রচনা করেছেন। উদ্দেশ্য ছিল এ কথা বলা যে পূর্ব পাকিস্ড্রানে যে হত্যাকান্ড চালানো হয়েছে তার সঙ্গে ফরমানের কোনো যোগ নেই। কারণ তিনি যুক্ত ছিলেন বেসামরিক কাজের সঙ্গে। অথচ ১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী হত্যার সঙ্গে ফরমান জড়িত ছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। হামুদুর রহমান কমিশনও এই অভিযোগের বিচার করেছিলেন। তাতে ফরমান বলেছেন, 'তিনি তো ননই, পাকিস্তান বাহিনীও নয়, বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছিল মুক্তিবাহিনী অথবা ভারতীয় বাহিনী। সেসব কারণে যুদ্ধবন্দি হিসেবে পাকিস্তানে ফেরত গেলে প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো রাও ফরমান আলীকে পদোন্নতি দিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে পুনর্নিয়োগ দিয়েছিলেন। ২০ জানুয়ারী ২০০৪-এ রাও ফরমান আলী পাকিস্তানে মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু গণহত্যা ও বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী হত্যার দায় থেকে তিনি আজও মুক্ত হতে পারেননি। এরই মধ্যে জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'আন্তর্জাতিকভাবে গণহত্যা দিবস' পালন করা শুরু হয়েছে। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ 'আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল' গঠন করেছে এবং তা আমাদের সংবিধানেও সন্নিবেশিত করা হয়েছে বলে জানা গেছে। বাংলাদেশের মানুষ মনে করে, একদিন সেই ট্রাইব্যুনাল বুদ্ধিজীবী হত্যার মূল হোতাদের বিচার করতে সমর্থ হবে।

লেখক: মুক্তিযোদ্ধা, শব্দসৈনিক স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, সাবেক প্রধান সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)
e-mail: gaziulhkhan@gmail.com

EFFICIENT MEDICAL CARE DHAKA DENTAL P.C.
ডা. বর্ণালী হাসান এমজি ও ডেন্টিস্ট মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস
যুগ্ম অফিসের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছেন
JAMAICA SUNNY SIDE
Dr. Hasan Gandhi, D.D.S
Dr. Frederik Fisher, D.D.S

আমাদের শাখা যুগ্ম
বাংলাদেশী এটর্নী
মোহাম্মদ এ. আজিজ
For Appointment: (917)-434-3338

অশোক কুমার কর্মকার
Law Offices of Ashok K. Karmakar, P.C.

SHARIF TAX SERVICE
IRS Authorize e-file provider
37-47 77th Street,
Jackson Heights, NY 11372
PH: 917-547-7298
917-858-4249
e-mail: shariftaxservice@gmail.com
SHARIF Q. ALAM (HIRA)
B.Sc. (Hons), MS, DU
20 Years experience
Tax Prepare
NYS-Lic! Real Estate Sale agent
SERVICES:
● Tax Service
● Immigration
● Real Estate



ফন্দিবাজি যখন ফেতনা সৃষ্টি করে

(৬ পাতার পর)

সময়ে। ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল তখন যখন হজরত মূসা আ: তার বংশীয় ১২ লাখ বনি ইসরাইলিকে নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিলেন। আল্লাহর হুকুমে যখন বনি ইসরাইলিদের জন্য সমুদ্রের মধ্যে রাস্তা তৈরি হয়ে গেল অলৌকিকভাবে, তখন ১২ লাখ মানুষ প্রাণের ভয়ে স্থান-কালপাত্র ভুলে দৌড়ে সমুদ্র পাড়ি দিতে লাগল। কারণ ফেরাউন সৈন্যসামন্ত নিয়ে তাদের পেছনে এমনভাবে তাড়া করছিল যার পরিণতি কল্পনা করতে গিয়ে ওই সময়ে সমুদ্র পাড়ি দেয়া লোকজনের হুঁশ ছিল না। সমুদ্রের মধ্যে সৃষ্ট পথটিকে চিনিয়ে দেয়ার জন্য স্বয়ং হজরত জিবরাইল আ: ঘোড়া ছুটিয়ে হজরত মূসা আ:কে অনুপ্রেরণা দিচ্ছিলেন। হজরত জিবরাইল আ: এবং তার ঘোড়া সাধারণ বনি ইসরাইলিদের দৃষ্টিগোচর না হলেও ঘোড়ার খুরের আঘাতে মাটিতে যে দাগ হচ্ছিল তা মুহূর্তে স্বর্ণ রেণুতে পরিণত হয়ে যাচ্ছিল তা কারো কারো দৃষ্টিতে পড়ে।

উল্লিখিত আশ্চর্য ঘটনা হারুন আস সামেরি নামক জনৈক বনি ইসরাইলির নজরে এলো। তিনি কৌতূহলবশত সেখান থেকে কিছু স্বর্ণালি মাটি তুলে নিলেন এবং যথারীতি সমুদ্র পাড়ি দিয়ে তিহ ময়দানে উপস্থিত হলেন। পরবর্তী সময়ে বহু ঘটনা পরিক্রমা এবং অসংখ্য কার্যক্রমের মাধ্যমে হারুন আস সামেরি হজরত মূসা আ:-এর বড় ভাই হজরত হারুন আ:-এর নৈকট্য লাভ করলেন। একদিন হজরত হারুন আ: কোনো একটি সেবার কারণে হারুন আস সামেরির প্রতি অতিশয় দয়ার্ত হয়ে তার একটি ইচ্ছা পূরণের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে চাইলেন। হারুন আস সামেরি হজরত হারুন আ:-এর কাছে নিবেদন করলেন যে, এই মুহূর্তে তার মনে কোনো ইচ্ছা জাগছে না। সুতরাং আগামী দিনে যখন তার মনে কোনো ইচ্ছা জাগবে তখন সেটি যেন আল্লাহ কবুল করেন এমন দোয়ার জন্য তিনি হজরত হারুন আ:কে অনুরোধ করেন এবং আল্লাহর নবী সেভাবেই দোয়া করেন। তিহ ময়দানে যখন নজিরবিহীনভাবে ১২ লাখ বনি ইসরাইলি সম্প্রদায়ের মানুষ আশ্রয় নিলো তখন সেখানে বাস্তব জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক হাজারো সমস্যা দেখা দিলো। হজরত মূসা আ: এবং তার ভাই হজরত হারুন আ: সাধ্যমতো চেষ্টা করলেন তাদের জাতিকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য। কিন্তু কলহপ্রিয় বনি ইসরাইলিরা বিভিন্ন রকম অহেতুক কথাবার্তা বলে এবং মন্দ কাজ করে সার্বিক পরিস্থিতি ঘোলাটে করতে আরম্ভ করল। তাদের একটি ঐশী কিতাবের বিধানের আওতায় আনার জন্য আল্লাহ তায়ালা হজরত মূসা আ:কে ৪০ দিনের জন্য নির্দিষ্ট পাহাড়ে যেতে বললেন। হজরত মূসা আ: আল্লাহর নির্দেশে সেখানে যাওয়ার আগে তার কওমের নেতৃত্ব বড় ভাই হজরত হারুন আ:-এর ওপর ন্যস্ত করলেন। হজরত হারুন আ: নরম প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। ফলে হজরত মূসা আ:-এর অবর্তমানে বনি ইসরাইলিরা যে যার ইচ্ছেমতো চলতে আরম্ভ করল এবং ফেরাউন রাজ্যে তারা যেসব কুকর্ম করত সেগুলোর পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন শুরু করল। ঠিক এই সময়ে হারুন আস সামেরি যে কিনা ফেরাউন রাজ্যে মূর্তির কারিগর ছিল সে ছোট-বড় আকর্ষণীয় মূর্তি বানাতে আরম্ভ করল। হঠাৎ তার মনে পড়ল সুমুদ্র পাড়ি দেয়ার সময় সংগৃহীত স্বর্ণমাটির কথা। হারুন আস সামেরি সেই মাটি দিয়ে একটি গরুর মূর্তি তৈরি করল এবং হজরত হারুন আ:-এর দোয়ার কথা স্মরণ করে সে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করল যে, তার তৈরি গরুর মূর্তিটি যেন হাম্বা হাম্বা রবে ডাকতে পারে। আল্লাহ তার প্রার্থনা কবুল করলেন আর অমনি হারুন আস সামেরির গরুর পুতুলটি হাম্বা হাম্বা রবে ডাকতে আরম্ভ করল।

সোনালি রঙের একটি গরুর পুতুল হাম্বা হাম্বা করছে এই খবর মুহূর্তের মধ্যে বনি ইসরাইলিদের মধ্যে রাষ্ট্র হয়ে গেল। দলে দলে লোক ভিড় করল। তাদের মধ্যে কোনো এক ফন্দিবাজ বলে উঠল, মূসা যে খোদার কাছে গিয়েছে সেটি আসল খোদা নয়, আসল খোদা হলো হাম্বা হাম্বা ডাক দিতে সক্ষম এই স্বর্ণের গরু। ফুর্তিবাজ এবং দুরাচার বনি ইসরাইলিরা গরুর প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে আদিম রীতিতে গরুপূজা শুরু করল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে গরুপূজারীদের সংখ্যা এতটা বেড়ে গেল যা কিনা হজরত হারুন আ:-এর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল। তিনি আর বাধা দিতে পারলেন না। মূর্তিপূজারীদের দৌরাত্ম্যে তিনি যখন রীতিমতো অসহায় হয়ে পড়লেন, ঠিক সেই সময়ে তাওরাত কিতাবসহ হজরত মূসা আ: ফিরে এলেন। তিনি দেখলেন মহা সর্বনাশ হয়ে গেছে। অনেক মেহনত করে তিনি বনি ইসরাইলিদের ওপর পুনরায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করলেন এবং আল্লাহর হুকুমে মূর্তিপূজারী বনি ইসরাইলিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিলেন।

আপনি যদি উল্লিখিত কাহিনীর সাথে যুগ যুগান্তরের বাহারি মূর্তি এবং সেসব মূর্তিকে কেন্দ্র করে ফন্দিবাজদের ফন্দি-ফিকির পর্যালোচনা করেন তবে খুব সহজেই বুঝতে পারবেন, ফন্দিবাজদের প্রধান ধান্দা থাকে মূর্তিকে জীবন্ত মানুষের চেয়ে বেশি ক্ষমতাশালী ও গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠা করা। পরবর্তী ধাপে ফন্দিবাজরা কখনো কখনো মূর্তিকে অলৌকিক ক্ষমতার প্রতিভূ, দোয়া কবুলকারী এবং খোদায়ী শক্তির প্রতিভূ বলে প্রচার করে এবং মূর্তিকে ব্যবহার করে নিজেদের মকসুদ হাসিলের চেষ্টা চালায়। এর ফলে সমাজে অন্যায়-অনাচার, বিভেদ-বিসম্বাদ এবং অশ্লীলতা ও দুর্নীতির পাহাড় সৃষ্টি হয়। মানুষ তার সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে মূর্তিকে শক্তির আধার কল্পনা করে এবং নিজেকে শিরকের মধ্যে জড়িয়ে ফেলে। ফলে পরিস্থিতি এমন অবস্থায় পৌঁছে যায় যখন আসমানি গজব ছাড়া পরিস্থিতি উন্নয়নের কোনো বিকল্প থাকে না।

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য



ইমিগ্রেশন ও আপনি



এটর্নী শফিক এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো ইংরেজী নববর্ষের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্যে। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনার এতটুকু হলে আমরা আনন্দিত হবো।

প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

নিউইয়র্ক থেকে মিতালী হকের প্রশ্নঃ

আমার বোন গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে এসেছিলো। তারপর বাংলাদেশে তার বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ের বিষয়টি এম্বেসীকে জানানো হয়নি। এরপর আমার বোন এদেশে এসে থাকার পর আবার বাংলাদেশে গেছে। আমার বোনের এবারের বাংলাদেশে অবস্থানের মেয়াদ এক বছর পেরিয়ে গেছে। তাই আমার জানার ইচ্ছা আমার বোনটি স্বাভাবিকভাবে ইচ্ছা করলে আবার এদেশে চল আসতে পারবে? সে কি ঢাকা ইউএস এম্বেসীতে গিয়ে প্রয়োজনে রি-এন্ট্রির জন্যে আবেদন করতে পারবে? আমার বোন তার স্বামীকে এদেশে আনতে চায়। এসব বিষয়ে আপনার পরামর্শ পাবার প্রত্যাশায় রইলাম। এমন প্রশ্ন আগেও দেখেছি বলে আজ আমিও লিখলাম।

মিতালী হকের প্রশ্নের উত্তরঃ

একজন গ্রিনকার্ডধারী তার স্পাউসের জন্যে আবেদন করতে পারেন। তবে গ্রিনকার্ডধারীরা বিনা অনুমতিতে এক বছরের কম সময় এদশে বাইরে অবস্থান করতে পারেন। এক বছর বা তার বেশি সময় এদশের বাইরে অবস্থান করলে গ্রিনকার্ড নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ইমিগ্রেশন ইউএস এর প্রবেশ প্রত্যাখ্যান করতে পারে।

তবে রি-এন্ট্রির ব্যাপারে যা বলতে চাই সেটা হচ্ছে একজন গ্রিনকার্ডধারী ইউএস এর বাইরে গিয়ে একবছর বা তার বেশি সময় অবস্থান করতে চাইলে দুই বছরের জন্যে অনুমতি সাপেক্ষে রি-এন্ট্রি লাভ করা যেতে পারে। কিন্তু গ্রিনকার্ডধারীকে এদেশের বাইরে যাবার আগেই এখান থেকেই তাকে রি-এন্ট্রির জন্যে আবেদন করতে হবে।

এই রি-এন্ট্রির আবেদনের সময় আবেদনকারীকে অবশ্যই এদেশে উপস্থিত থাকতে হবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্যে প্রয়োজনে একজন এটর্নির সাথে সাক্ষাতে গিয়ে কথা বলা যেতে পারে।

আপনি আপনার বোনের বিষয়ে আরো যা জানতে চেয়েছেন সে ব্যাপারে স্পস্ট করে করে সবকিছু উল্লেখ করতে হবে। যা হয়তো সাক্ষাতে আলোচনা ক রার সময় আপনি উল্লেখ করতে পারবেন। এসব ব্যাপারে সুস্পষ্ট করে কিছু বলতে চাইলে এ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আরো কিছু তথ্য জানা দরকার।

একজন গ্রিনকার্ডধারী তার স্পউসের জন্যে ইমিগ্রেশনের আইন অনুযায়ী আবেদন করতে পারেন। কিন্তু সেই আবেদনকারী স্পাউসকে অবশ্যই এদেশে যথাযথ গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে বসবাস করতে হবে।

নিউইয়র্ক থেকে আবু হামিদের প্রশ্নঃ

আমি আজ এই চিঠিটি লিখছি আমার এক বন্ধুর জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে। আমার বন্ধুর চাচা একজন ইউএস সিটিজেন। তিনি আমার বন্ধুর বাবার জন্যে অর্থাৎ তার ভাইয়ের জন্যে আবেদন করেছিলেন। এই আবেদনে ঐ ভাইয়ের সন্তানেরাও অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে আমার বন্ধুর বাবা অর্থাৎ আবেদনকারীর ভাই মারা গিয়েছেন। সে কারণে জানতে চাওয়ার বিষয় হচ্ছে এখন ঐ আবেদনের অবস্থা কেমন হবে?

আবু হামিদের প্রশ্নের উত্তরঃ



প্রথমেই আমাদের জানা থাকা দরকার যে একজন সিটিজেন এবং গ্রিনকার্ডধারী কাদের জন্যে আবেদন করতে পারেন।

একজন গ্রিনকার্ডধারী তার স্পাউস এবং অবিবাহিত সন্তানের জন্যে আবেদন করতে পারেন।

গ্রিনকার্ডধারীর সন্তানদের আবার দুটি ক্যাটেগরী আছেঃ

১। ২১ নিম্ন এবং

২। ২১ উর্ধ বয়সের সন্তান।

২১ নিম্ন বয়সের সন্তানেরা ২-এ এবং ২১ উর্ধ বয়সের সন্তানেরা ২-বি ক্যাটেগরিতে পড়ে।

একজন ইউএস সিটিজেন তার নিম্নে উল্লেখিত আত্মীয়দের জন্যে আবেদন করতে পারেঃ

স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী)

সন্তান (২১ নিম্ন/২১ উর্ধ)বিবাহিত ও অবিবাহিত

মা-বাবা এবং

ভাইবোন

ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী ইউএস সিটিজেন তার ভাইয়ের জন্যে আবেদন করতে পারেন। তবে একজন ইউএস সিটিজেনের স্পাউস, মাবাবা এবং ২১ নিম্ন অবিবাহিত সন্তানেরা প্রথম প্রেফারেন্সে পড়েন বলে এই ক্যাটেগরীর পড়েন বলে এই ক্যাটেগরীর আত্মীয়দের অপেক্ষা করতে হয়না।

তবে ইউএস সিটিজেনের ভাইবোনেরা চতুর্থ প্রেফারেন্সে পড়েন।এই ক্যাটেগরীর অপেক্ষার সময় আনুসাঙ্গিক দশ বছরের বেশি। আপনার বন্ধুর চাচা তার ভাইয়ের জন্যে আবেদন করেছিলেন।

এখন দুঃখজনক ঘটনা হচ্ছে আপনার বন্ধুর বাবা ছিলেন বেশি-ফিশিয়ারী এবং তিনি মারা গেছেন। এর ফরে অর্থাৎ বেনিফিশিয়ারীর মৃত্যুর কারণে আবেদনেরও মৃত্যু ঘটেছে। ঐ আবেদনের প্রেক্ষিতে আবেদনের অন্তর্ভূক্ত আর কেউ এদেশে আসার ব্যাপারে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন না।

কুইন্স থেকে ইমতিয়াজুল খানের প্রশ্নঃ

আমি কিছুদিন হয় পারমানেন্ট রেসিডেন্ট কার্ড পেয়েছি। সেকারণে বাংলাদেশে গিয়ে আমার পছন্দের একজন মেয়েকে আমি বিয়ে করতে চাচ্ছি। এখন আমার জানার বিষয় হচ্ছে একজন গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে বাংলাদেশে গিয়ে বিয়ে করার পর আমার স্ত্রীকে এখানে আনার ব্যাপারে আমি উপযুক্ত হবো কিনা? আর গ্রিনকার্ড নিয়ে ঝামেলাহীনভাবে দেশে গিয়ে কতদিন অবস্থান করতে পারব?

ইমতিয়াজুল খানের প্রশ্নের উত্তরঃ

একজন পারমানেন্ট রেসিডেন্ট তার স্পাউস এবং অবিবাহিত সন্তান-এর জন্যে আবেদন করতে পারেন। আপনি একজন পারমানেন্ট রেসিডেন্ট সেজন্যে আপনি আপনার বিবাহিতা স্ত্রীর জন্যে আবেদন করার ব্যাপারে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন।

পিটিশনার যদি ইউএস এর গ্রিনকার্ডধারী হন তবে শুধু আই-১৩০ রিলেটিভ পিটিশান ফাইল করতে পারেন। আর বেনিফি-শিয়ারী যদি ইউএস সিটিজেন হন আর বেনিফিশিয়ারী যদি বাংলাদেশী হন হবে আই-১৩০ পিটিশান ফাইলের দরকার নেই।

ইউএস সিটিজেনের স্পাউস হবার কারণে বিয়ের পরেই তার স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের জন্যে ফাইল করা যাবে।

গ্রিনকার্ডধারীর স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী) দ্বিতীয় প্রেফারেন্সে পড়েন। আর আপনি একজন গ্রিনকার্ডধারী তাই আপনি দেশে একবছরের কম সময় সেখানে অবস্থান করতে পারেন কোন অনুমতি ছাড়াই। আপনার যদি এক বছর বা তার বেশি সময় থাকার পরিকল্পনা থাকে তবে দুই বছরের অনুমতি নিয়ে দেশে গিয়ে অবস্থান করতে পারেন। তবে এতে করে গ্রিনকার্ড পাবার পাঁচ বছর পর সিটিজেনশীপের জন্যে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলেও আপনাকে আবারো একাধারে ক্রমাগত পাঁচ বছর এদেশে অবস্থান করতে হবে।

প্রয়োজনবোধে আপনি একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে কথা বলে আপনার প্রশ্নের সমাধান সম্পর্কে জেনে নিতে পারেন।

আর একটি কথা আমরা প্রায় সবসময় বলে থাকি আর তা হচ্ছে যে আপনার যদি নিয়মিত আমাদের এই বিভাগ পড়েন তবে তা থেকে হয়তো আপনার প্রশ্নের জবাব সম্পর্কে ধারণা নিতে পারবেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল:

kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

* Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases
* Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনার দুর্ঘটনা অথবা যদি অফিস এবং ম্যানহাটান ব্রীজ টানেল এলাকায় এল, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনে যাতায়াত করেন, ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে ব্রুকলিন পার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলিন ব্রীজ, আর ৩ এবং ৫ ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে যেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্রান্ট ও ভূমিকা ভূমিকায় দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন আলোকময় করুন।

অভিজ্ঞতার প্রতিষ্ঠানে আমাদের সিনিয়র প্রফিস করে সার্বিকভাবে কমিটমেন্টকে এগিয়ে নিন।

ডিসেম্বর মাস ও কৈশোরের স্মৃতিকথা

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika

এবিএম সালেহ উদ্দীন

ডিসেম্বর মাস। আমাদের মহান বিজয়ের মাস। ১৯৭১ সালের ষোলই ডিসেম্বর পাকিস্তানী সৈন্যদের আত্ম সমর্পণের মধ্যদিয়ে মহান বিজয় সূচিত হয়। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের ডাক আসে। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের পর একাত্তুরের ষোলই ডিসেম্বর ছিল মহান বিজয়ের একটি চুড়ান্ত দিন। এ দিন ঢাকার রেসক্রোস ময়দান অর্থ্যাৎ আজকের সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পাকিস্তানী বাহিনীর আত্ম সমর্পণের মধ্যদিয়ে পৃথিবীতে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

ডিসেম্বর মাস এলে স্বাধীন বাংলাদেশে যেমন আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়। তেমনই স্বজনহারাদের মাঝে নেমে আসে শোকের ছায়া। মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের আত্মার শান্তি কামনা আর বাংলাদেশের শান্তি-সমৃদ্ধির মধ্যদিয়ে তারা মহান বিজয় দিবসকে স্বাগত জানান। এটি বাংলাদেশের জাতীয় বিজয় দিবস। রাষ্ট্রীয় ও বে সরকারীভাবে সমগ্র জাতি মহান বিজয় পালন করেন।

আমার বাবা আলহাজ লুৎফর রহমান পন্ডিত ২০১০ সালের ২৫ ডিসেম্বর ইন্তেকাল করেন। ডিসেম্বর এলে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সৌর্যবীর্যের ইতিহাস বিধৌত স্মৃতি সম্ভারের সাথে বাবার বেশ কিছু স্মৃতি চোখে ভাসে। আর এই ডিসেম্বর মাসেই আমার বাবা এ পৃথিবী থেকে চিরকালের জন্য হারিয়ে যান। এজন্যে স্মৃতিপটের সবকিছুতেই আমার পরম শ্রদ্ধেয় বাবার ছবিটি সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। শৈশব থেকে কৈশোরের কত স্মৃতি ভেসে আসে। মনে পড়ে বাবার সাথে কৈশোর কালের কথা। কত চেনা অচেনা মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহন করে চিরতরে হারিয়ে গেছেন। আমার বাবা ছিলেন সমাজের একজন সহজ সরল আড়ম্বরহীন সাদামাটা মানুষ। জীবনে তার কোন শত্রু কখনো দেখিনি। আমাদের ইউনিয়নের সকলের মাঝে ছিল সৌহার্দ্য, ও সম্প্রীতির বন্ধন। আমাদের সমাজের মানুষের কাছে তিনি ছিলেন একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তিনি গ্রামের সবাইকে অভয় দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ এবং এদতসংক্রান্তে বিভিন্ন সহযোগিতা করেছিলেন। আমাদের বাসঝাড়ের বাগান থেকে বাস কাটিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং সংক্রান্তে লাঠি সরবরাহ করেছিলেন। দূরাগতদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কুলি-মজুর সহ যে কোন ধরণের মানুষকে পাইলেই সংগ্রামের দিন গুলোতে সাবধান ও সতর্কতার সাথে চলতে বলতেন।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ডিসেম্বরের শুরু থেকেই সমগ্র দেশময় ছড়িয়ে পড়া মুক্তিযোদ্ধাদের সৌর্য বীর্য ও সাফল্যের খবর আসতে লাগলো। গ্রাম গুলো ফাঁকা ফাঁকা। যুব সমাজের বেশির ভাগই গ্রামে নেই। কেউ মুক্তিযুদ্ধে আবার অনেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে গেছেন। ভোলা সদরে পাকিস্তানী আর্মি বহাল আছে। চরফ্যাশন, লালমোহন, বু-রহানুদ্দীন, দৌলত খাঁ সহ ভোলা মহকুমার স্পর্শকাতর স্থান সমূহে মিলিটারির হানা এবং বিভিন্ন স্থানে স্বাধীনতা বিরোধীদের উৎপাত ও হানা দেয়ার খবর আসছে। সর্বত্রই একটা চাপা উত্তেজনা এবং ভীতিকর অবস্থা বিরাজিত। নগর, বন্দর আর মফস্বলের বাজার-ঘাটে রেডিও'র খবর শোনবার জন্য উৎসুক মানুষের ভিড় লেগে থাকে। গ্রামের ছোট বাজার আর চৌরাস্তার রেস্টুরেন্ট, টোল আর দোকান-পাটগুলোতে দেশের পরিস্থিতি বিষয়ক খবর শোনার জন্য অধিক রাত পর্যন্ত মানুষকে বসে থাকতে দেখা যেতো। আমাদের বাড়িসহ হাতে গোনা কিছু বাড়িতে রেডিও ছিল। সবাই খবর শুনতে আসতো। আমাদের কাছারি আর বাড়ির সম্মূখের স্কুল ঘরে উৎকণ্ঠিত মানুষে ভরা থাকতো।



ডিসেম্বরের শুরুর দিকেও চরফ্যাশন বাজারের অনেক দোকান-পাট লুট-পাট হয়েছে। বিশেষ করে, হিন্দুদের ঘর-বাড়ি, দোকান-পাট বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সেইসাথে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্তের খবর আসছে। এছাড়া লালমোহন, দুলার হাট, গজারিয়া ঘোষের হাট, আমিনাবাদ শষিভূষণ সহ অনেক বড় বড় বাজার সমূহে ব্যাপক লুট-তরাজ হয়েছে। থানার আশে-পাশের অনেক ঘর-বাড়িতে হানাদার বাহিনী আগুন দিয়েছে। আমাদের বাড়ির দুই মাইলের মধ্যে হিন্দু পাড়া আছে। সেসব বাড়ির বেশির ভাগই জনশুন্য। দেশ ব্যাপী ঘোরতর বিপদের মধ্যেও কোন বাটপার গোছের চিহ্নিত গোষ্ঠি আশ্রয়দাতা সেজে হিন্দুদের বাড়ি-ঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের রক্ষক হিসাবে অনেক ধন-সম্পদের মালিক বনে যাচ্ছে। বিশেষ করে স্বাধীনের পর অনেক চিহ্নিত লোকজন সরকারের সরকারের লোক সেজে অনেক হিন্দুদের বাড়িঘর দখল করে নেয়। অধিকাংশই ফেরৎ দেয়া হয় নি। অবশ্য এটা ঘটেছিল বিভিন্ন বাজার সমূহে গ্রামে নয়। আমাদের গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া মানুষজন স্বাধীনের পর যার যার বাড়িতে ফিরে এসেছিলেন। তাদের খুব একটা ক্ষতি হয় নি।

পাকিস্তানী আর্মি ও হানাদারদের ভয়ে আমাদের গ্রামের অনেক বাড়ির মহিলা ও শিশুরা দুরের আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে আশ্রয় নিতে হয়েছে। ইউনিয়ন পর্যাযের বাড়ির মধ্যে আমাদের বাড়িটি আর্মিদ্বারা জ্বালিয়ে দেয়ার জন্যে তালিকাভুক্ত ছিল। এর অন্যতম কারণ ছিল সাফল্যের সাথে চরফ্যাশন থানা অপারেশনের পর অধিকৃত অস্ত্রাবলী সহ রাত্রি শেষে পরের দিন সকালের দিকে আমার বড় ভাই নুরুল হুদা মিয়াসহ হাই কমান্ড সিদ্দিকের নেতৃত্বে একদল মুক্তিযোদ্ধা (শতাধিক এবং কাধে রাইফেল)আমাদের বাড়ি এবং পার্শ্ববর্তী পাটওয়ারি বাড়িতে অবস্থান করেছিলেন। সেদিন ছিল শুক্রবার। অনেকেই আমাদের বাড়ির সামনের মসজিদে জুমার নামাজ পড়েছিলেন। স্কুলঘর এবং কাছারিতে ছিল থাকার জায়গা। সবাই দুপুর এবং রাতের খাবার খেয়েছিলেন।

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, চরফ্যাশনের থানা অপারেশন সময়ের আগের রাতে মুক্তিযোদ্ধারা মুখারবান্দায় ছিলেন। সেই ক্যাম্পে যারা খাবার পরিবেশন করতেন তাদের মধ্যে অন্যতম একজন ছিলেন পোস্ট মাস্টার সোলাইমান ভাই। আমার বাবাকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু অতীব বেদনার সাথে উল্লেখ করতে হয় যে, অপারেশনের দিবাগত গভীর রজনীতে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়দানকারী মুক্তিযোদ্ধা সোলাইমান তার গ্রুপের যোদ্ধাদের হাতে মর্মান্তিকভাবে নিহত হন।

মুক্তিযোদ্ধাদের বিপক্ষে গোয়েন্দাবৃত্তির একটি অপরিণামদর্শী ভুল তথ্যের ভিত্তিতে কোন রকম বিচার-বিবেচনা না করেই সোলাইমানকে ঘর ডেকে নিয়ে খালের পাড়ে হত্যা করা হয়। হত্যাকারীদের সেটি ছিল একটি মহা ভুল। পরে বুঝতে পারলেও কিছু করবার ছিল না। সেই গ্রামের সদা হাস্যজ্জোল পোস্ট মাস্টার সোলাইমান ভাই'র পরিবারের বিষাদ আর শোকের ছায়া কখনো কাটে নি। আমার বাবা সেই মর্মান্ড্রিক মৃত্যুর খবরটি পেয়ে খুব বিমর্ষ হয়ে শোকাচ্ছন্ন হয়েছিলেন।

আমাদের গ্রামের বাড়িসহ অধিকাংশ বাড়িতে ডিসেম্বরের দিকে কোন মহিলা ও শিশু ছিল না। আমার মা এবং বোনেরা আরো কিছু আত্মীয় আমার নানা বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন। তাদের জীবন আর মান-সন্মান বিপন্ন হতে পারে ভেবে বাবা সবাইকে দূরত্বে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। আমাকে মায়ের সাথে পাঠানোর শত চেষ্টা করেও পারেন নি। আমি কিছুতেই বাবাকে ছাড়া যাবো না। বাড়ি ভরা কাজের লোক সবাই পুরুষ। রান্না সহ সবই পুরুষেরাই করছে। এখনো মনে আছে হাড়ি-পাতিল আর ইয়া বড় ডেগে রান্না বসিয়ে এক ধরণের উৎসবময় আনন্দধারার ভিন্ন স্বাদে পূর্ণ ছিল আতংকময় আমাদের হাসান গঞ্জ গ্রাম। আমার কিশোর মন ছিল আনন্দময় এবং ভাড়ি মজা লাগছিল। তাছাড়া পুরাতন বাড়ির আমার সম বয়সি চাচাতো ভাই আয়ুব আলী, মান্নান,ফুপাতো ভাই আমির,কিশোর বন্ধু জান্টু,কাঞ্চনসহ সবাই আনন্দেই মেতে ছিলাম। কৈশোরের স্কুলবেলার আরো কত স্মৃতি মনের মাঝে উথলে উঠে।

এদিকে পরের দিন মুক্তিযোদ্ধারা আমার ভাইসহ অন্যত্র চলে গেলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের কোন বাড়িতে একদিনের বেশি থাকাটা ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। মনে আছে,বাবা সবাইকে অনেক অভয় আর্শিবাদে বিদায় দিয়েছিলেন। আমাদের বাড়ির কাছারি, স্কুলঘর, দূরস্থিত ছাড়া বাড়িতে বাবার অতি ঘনিষ্ঠ কয়েকটি হিন্দু পরিবারও ছিলেন। তাদের মধ্যে গোবিন্দ শীল, দেবেন্দ্র ডাক্তার, (আমি তাদের কাকা বলে ডাকতাম) শুনীল দা ও সুশীলসহ অনেকের কথা এখনো মনে আছে। মনে পড়ে গোবিন্দ কাকার ছোটভাই দেশের খারাপ পরিস্থিতির কথা ভেবে সম্ভবত: জীবন বিপন্ন হওয়ার ভয়ে দাড়ি রেখেছিলেন। তার পাকা দাড়ি সেইভ না করার ফলে বেশ হয়ে গিয়েছিল। এ অবস্থায় একবার বাবার কাছে এসে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা বিষয়ে তার চিন্তার কথা বললেন এবং বাবার নিকট পরামর্শ চাইলেন। বাবা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি প্রাণের ভয়েই তা করতে চাচ্ছেন। আমার বাবা বললেন ইসলাম ধর্মে কোন জোর, জবরদস্তির বিধান নেই। যা কিছু স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানেই করতে হয়, ইচ্ছার বিরুদ্ধে নয়। বাবা তাকে অভয় দিয়ে বলেছিলেন ইনশা আল্লাহ তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না। তোমরা নির্ভয়ে চলাফেরা এবং নিজেদের ধর্ম কর্ম পালন করবে। আমরা তো আছি। সেটাই হয়েছিল। আমার আব্বা বেশ ধর্মপ্রাণ ছিলেন। সবার প্রিয় ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। সবাই তাকে মান্য করতেন।

চরফ্যাশন বাজার এবং দাস কান্দিতে হিন্দুদের বাড়িঘর যখন ভস্বিভূত বে দখল হয় (!) বাবা মর্মাহত হয়েছিলেন। খুব কষ্ট পেয়েছিলেন এবং সর্বদা স্বাধীনতা বিরোধীদের বিপক্ষে ছিলেন। আমাদের গ্রামের মানুষদের পাশে ছায়ার মতো ছিলেন। চরফ্যাশনের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তার বন্ধু বিনত বাবু পাক হানাদের গুলিতে নিহত হওয়ার খবর পেয়ে বাবা জন সম্মুখে কেঁদে উঠেছিলেন।

আশ্চার্যের বিষয় স্বাধীনতার পর কতিপয় সুবিধাভোগী ভুঁইফোর বিশিষ্ট গোষ্ঠীর ভাগ্যের চাকা খুলে গেল। তারা অঢেল ধন-সম্পদের পাহার গড়ে তুললো। যাদের জীবনে সুখ আসবার কথা, তা না হয়ে অন্যদেরই ঘটলো প্রভূত উন্নয়ন। সমাজের বখাটে, ছোট শ্রেণীর বাটপারেরা কারি কারি টাকার মালিক বনে গেল। স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে যাদের ত্যাগ ছিল অবদান ছিল, তাদের অধিকাংশই ছিলেন গ্রাম বাংলার সভ্য সমাজ এবং সততা নির্ভর খাঁটি মানুষ। তারা খুব একটা কিছুই পান নি। খ্যাতি আদায়ের জন্যে কারো দ্বারস্থ হন নি। তারা আগের মতোই সহজ সাধারণই রয়ে গেলেন। বিজয় দিবস এলে সরকারিভাবে এবং যারা ধুমধামের পালন করেন তাদের কি সেই অবহেলিত মুক্তিযোদ্ধাদের কথা মনে আসে?

চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের সময় সে রকম ভোলার সহ বাংলাদেশের অনেক অবহেলিত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের করুণ স্মৃতিও আমাদেরকে কাঁদায়।

এই তো গেল বাবার কিছু স্মৃতিকথা। এছাড়া ভোলার মুক্তিযোদ্ধা সাইফুল্লাহ, জুলু, শ্রমিক লীগ নেতা রতন চৌধুরী, লালমোহন- চরফ্যাশনের তৎকালীন আওয়ামী লীগ দলীয় এমপি মোতাহার মাস্টারসহ অনেক ত্যাগী লোক রক্ষী বাহিনীর ছত্রছায়ায় মর্মান্তিকভাবে নিহত হয়েছিলেন। তাদের হত্যাকান্ডের কোন বিচার হয় নি। সেইসব হত্যাকান্ডের নেপথ্যে তৎকালীন সরকারের একজন শীর্ষনেতার (যিনি ভোলার) ইঙ্গিত রয়েছে বলে অনেকের মনে সন্দেহ ছিল। ঐসব হত্যাকান্ডের নেপথ্যের আসল রহস্য অজানাই থেকে গেল।

মনে পড়ে ডিসেম্বর মাসে খুব ছোট অবস্থায় ভোলার মুক্তিযোদ্ধাদের সবচেয়ে বেশি সাহায্যকারী পরবর্তীতে মন্ত্রী মরহুম মোশারেফ হোসেন শাজাহানের সাথে প্রথম দেখা করার স্মৃতি। পরবর্তীতে অর্থ্যাৎ জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত শাজাহান ভাই'র সাথে আমার নিবিড় সম্পর্ক ছিল। অসংখ্য স্মৃতি তাঁর সঙ্গে। এ ছাড়া অসংখ্য স্মৃতি আছে ডিসেম্বর মাসে আমার গ্রামীন জীবনের।

ফিরে আসি বাবা ও মায়ের কথায়। শৈশব এবং কৈশোর পেরিয়ে বিদ্যার্জনের আশায় যৌবন কাল থেকেই আমি বাড়ি ছাড়া এবং মা বাবার নিকট থেকে দূরে ছিলাম। কিন্তু সর্বদা মা ও বাবার সামগ্রিক সাহায্য, মায়া এবং মমতা নির্ভর ভালোবাসাই ছিল আমার জীবনের ছায়াসঙ্গী। ভোলা ও ঢাকার ছাত্র জীবনের সকল রসদের ব্যবস্থা হতো আমার প্রাণ প্রিয় মা ও পরম শ্রদ্ধেয় বাবার নিকট হতে। পরবর্তীতে প্রবাস জীবনের দীর্ঘ সময়ে বাবার সামগ্রিক অনুপ্রেরণা ও নির্দেশাবলী পালনের মধ্যদিয়ে বেঁচে থাকবার অনেক অবলম্বন ছিল জীবনের চালিকা শক্তি। তিনি সর্বদা আমাকে সাহস আর মানুষকে সন্মান জানানোর কথাগুলো বেশি বলতেন। ডিসেম্বর মাস এলেই আমরা যেমন বিজয় দিবসকে উদযাপন করি। আমার পরম শ্রদ্ধেয় বাবা এই ডিসেম্বরেরই পৃথিবী মায়া ত্যাগ করে পরপারে হলে গেছেন। তাঁকে খুউব মনে পড়ে। তেমনই কৈশোর এবং ফুলেভরা ছাত্রজীবনের ছবিসমূহ ভেসে ওঠে স্মৃতিপটে।

আসলে মানুষের জীবনতো এক ধরণের স্মৃতিরই পাঠাগার। যে যত মনে করবে আপুত হবে। কাঁদবে, হাসবে জীবনকে রোমন্থন করবে। স্মৃতি হচ্ছে এক ধরণের জীবন সঙ্গী। অস্কার ওয়াইল্ডের একটা উক্তি মনে পড়ছে– "স্মৃতি হচ্ছে জীবন পাতার ডায়েরী যা আমরা সবাই বয়ে বেড়াই।"

লেখক: কবি ও প্রাবন্ধিক।

MITU DISABILITY CENTER
IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH
State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)
Citizenship Without Exam
Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor
আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন
• স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি • ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
• পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেনশিপ।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।
37-47 73 ST. #215, JAKSON HEIGHTS NY 11372
TEL: 718-701-2666

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist
পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস স্মরণে

অলৌকিক মানুষেরা



শাওন মাহমুদ

আমাদের অন্ধকার সময়ে একমুঠো অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী মানুষ ছিলেন। তাদের সবার ছিল অপার্থিব গুণাবলি। কেউ কবিতা লিখতেন, গান বাঁধতেন, সুর তুলতেন, গান গাইতেন, সংবাদ কুড়াতেন, চিকিৎসা করতেন, শিক্ষা বিলাতেন, ঘর বানাতেন, নাটক লিখতেন, চলচ্চিত্র নির্মাণ করতেন, সবুজ ভালোবাসতেন, রাজনীতি করতেন।

সেই সময়ে এরা সবাই একটা বিষয়ে দৃঢ় ঐক্যবদ্ধ ছিলেন- দেশকে ভালোবেসে দেশ স্বাধীন করার সংকল্পের বিশ্বাসে অনড় অবস্থান। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু হয়েছিল তাদের আনাগোনা। ষাটের দশকের আন্দোলন ও যুদ্ধ চলাকালীন তারা এক হয়ে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করার জন্য অদৃশ্য শক্তিশালী ঢাল সৃষ্টি করেছিলেন।

যে যার পথে থেকেই তারা এক ধারায় প্রবাহিত হয়েছিলেন, দেশকে স্বাধীন করার প্রত্যয় জলের নদীতে। যে যার মতো দায়িত্ব পালন করে, এক দৃঢ় লক্ষ্যে সফল হওয়ার পরই আমাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ।

বীরের বেশে তারা অদৃশ্য ঢালের আড়ালে আমাদের বাঁচিয়ে রেখে, চলে গিয়েছিলেন। বেদনার ঘন কুয়াশায় ভর করে তারা নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিয়েছিলেন, বাংলাদেশের জন্য, আমাদের জন্য।

সেই অন্ধকার সময়ে আলো ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন যারা, তাদের মাঝে কয়েকজনের কথা আজ বলতে এসেছি।

আনোয়ার পাশা

কবি, ভাষাবিদ, ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক। তার সাহিত্যকর্মে ফুটে উঠেছিল দেশাত্মবোধ, মননশীলতা এবং প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনা। আনোয়ার পাশার সাহিত্যজীবনের সূচনা ছাত্রাবস্থায়। রাজশাহী কলেজে বিএ পড়ার সময় তিনি 'হাসনাহেনা' শিরোনামে একটি রম্যরচনা প্রকাশ করতেন।

বাংলাদেশের স্বাধিকার নিয়ে রচিত প্রথম উপন্যাস 'রাইফেল রোটি আওরাত' রচনা করেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অস্থায়ী প্রভাষক ছিলেন তিনি। পুরো নয় মাস নিজের অবস্থান থেকে একটুও নড়েননি, ভীত হননি।

১৪ ডিসেম্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাহায্যকারী আলবদরের একটি দল তাকে তার নিজ বিশ্ববিদ্যালয় আবাসন থেকে চোখ বেঁধে নিয়ে যায়। এরপর তুলে দেয় পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর হাতে। বর্তমান মিরপুর বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় শহীদ অধ্যাপক আনোয়ার পাশাকে।

শহীদুল্লা কায়সার

লেখক, সাংবাদিক, কমিউনিস্ট নেতা। তিনি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে সরাসরি যোগ দেন এবং ভাষা আন্দোলনে তার রাজনৈতিক ভূমিকার কারণে ১৯৫২ সালের ৩ জুন তিনি গ্রেফতার হন। এ সময় তাকে সাড়ে তিন বছর কারাদন্ড দেয়া হয়।

১৯৫৫ সালে কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পরপরই পুনরায় গ্রেফতার হন। পরবর্তী সময়ে ছাড়া পেলেও ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব খান কর্তৃক সামরিক আইন জারি হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে ১৪ অক্টোবর তাকে গ্রেফতার করা হয়।

জননিরাপত্তা আইনে তাকে এ পর্যায়ে ১৯৬২ সালের অক্টোবর পর্যন্ত আটক রাখা হয়। শহীদুল্লা কায়সার সমসাময়িক রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন। ১৯৪৭ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের মাধ্যমে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন ও ১৯৫১ সালে পার্টির সদস্য হন।

পরবর্তী সময়ে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি 'দেশপ্রেমিক' ছদ্মনামে 'রাজনৈতিক পরিক্রমা' ও 'বিশ্বকর্মা' ছদ্মনামে 'বিচিত্রা কথা' শীর্ষক উপ সম্পাদকীয় লিখতেন। সংসপ্তক, সারেং বউসহ অনেক উপন্যাস, গল্প-কবিতা লিখে রেখে গেছেন তিনি।

১৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় আলবদর বাহিনীর কজন সদস্য তাকে তার বাসা ২৯, বিকে গাঙ্গুলী লেন থেকে ধরে নিয়ে যায়। তারপর তিনি আর আমাদের মাঝে ফিরে আসেননি।

মেহেরুন্নেসা

বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির জন্য তিনি ভাষা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। তার কবিতার মধ্য দিয়ে এর পক্ষে মতামত ব্যক্ত করতেন। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সঙ্গে তিনি জড়িত হয়ে পড়েন এবং মিরপুরের অ্যাকশন কমিটির সদস্য হন।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ কবির হৃদয়ে তুলেছিল প্রতিবাদের ঝড়। তাই জয় বাংলা স্লোগান দিতে দিতে ২৩ মার্চ '৭১ নিজ বাড়িতে তিনি এবং তার দুই ভাইয়ের সহযোগিতায় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন।

২৭ মার্চ ঢাকার মিরপুরে তার বাড়িতে বিহারিদের সঙ্গে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর স্থানীয় সহযোগীরা আক্রমণ করে। কবি মেহেরুন্নেসা, তার দুই ভাই এবং মাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। কবি মেহেরুন্নেসার খন্ডিত মাথাটি দিয়ে ওরা ফুটবল খেলেছিল।

খেলা শেষে দীর্ঘ কালো কেশগুলো দিয়ে কাপড় শুকানো তারে তার মাথাটি ঝুলিয়ে রেখে গিয়েছিল তারা। সাপ্তাহিক বেগম পত্রিকায় তার মৃত্যুর ঠিক ৪ দিন আগে, ২৩ মার্চ প্রকাশিত হয়েছিল তার লেখা কবিতা, 'জনতা জেগেছে'।

সিরাজুদ্দীন হোসেন

তিনি ছিলেন দৈনিক ইত্তেফাকের কার্যনির্বাহী ও বার্তা সম্পাদক। এ দেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জনক তিনি। ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে দেশের বঞ্চিত মানুষের কথা সংবাদপত্রের পাতায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন। মহান ভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন, ছয় দফা আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন ও একাত্তরে অবরুদ্ধ নগরী ঢাকায় তার ক্ষুরধার লেখনী তাকে বিশিষ্ট করেছে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় ইত্তেফাকের পাতায় তার সাহসিকতাপূর্ণ সম্পাদকীয় ও রিপোর্টের কারণে জামায়াতে ইসলামীর মুখপত্র



দৈনিক সংগ্রাম তাকে হুমকিও দিয়েছিল। 'ঠগ বাছিতে গা উজাড়', 'অধুনা রাজনীতির কয়েকটি অধ্যায়', 'এতদিনে' ইত্যাদি তার প্রকাশিত প্রবন্ধ ও সম্পাদকীয়, যা পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎহীনতার ইঙ্গিত দেয়।

১৯৪৭ সালের দেশভাগ নিয়ে লেখা তার বই 'ইতিহাস কথা কও' বা 'লুক ইন টু দ্য মিরর' আমাদের ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। 'চিনিল কেমনে' কিংবা 'সুকুইজ্জ্যা কডে' ধরনের অসংখ্য শিরোনাম তিনি করেছেন, যেগুলো এখনও আলোচনার বিষয় হয়ে আছে।

১০ ডিসেম্বর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও তাদের এ দেশীয় দোসর আলবদর ও রাজাকার বাহিনীর সদস্যরা সিরাজুদ্দীন হোসেনকে রাজধানীর চামেলীবাগের বাড়ি থেকে অপহরণ করে। তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। তিনি ছিলেন একাত্তরের ডিসেম্বরে শত্রুর তালিকাভুক্ত বুদ্ধিজীবী নিধনযজ্ঞের প্রথম শিকার।

ফজলে রাব্বী

তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জয়েন্ট প্রফেসর কার্ডিওলজিস্ট এবং মেডিকেল রিসার্চার ছিলেন। তিনি প্রগতিশীল চিন্তা এবং আধুনিক বাংলা জাতিতে বিশ্বাস করতেন। ২৭ মার্চ '৭১ ঢাকা মেডিকেলে পাকিস্তানীদের বর্বর অত্যাচারে শত শত নিপীড়িত সাধারণ মানুষ তাকে এবং তার স্ত্রীকে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে সাহায্য করে।

পুরো নয় মাস তারা দুজন অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা এবং তাদের পরিবার, ধর্ষিতা নারীদের আশ্রয়, চিকিৎসা, সাহায্য করেছেন। তারা ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন, সে কারণে বন্ধুদের মাঝে যারা মুসলিম ছিলেন না, তাদের নিজের মতো করে শত্রু থেকে বাঁচার জন্য ঘিরে রাখতেন। ডাক্তার রাব্বী স্বপ্ন দেখতেন এক স্বাধীন বাংলাদেশের, যেখানে ধর্মনিরপেক্ষতায়, সহ্যসীমায়, সম্মানে, মর্যাদায়, শ্রেণি সমতায়, লিঙ্গ সমতায় মানুষ বসবাস করবে।

১৫ ডিসেম্বর তাকে তার নিজ বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায় আলবদর বাহিনীর সদস্যরা। প্রথমে মোহাম্মদপুর ফিজিক্যাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউটে রাখা হয়েছিল তাকে। পরবর্তী সময়ে রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে নির্মম অত্যাচারে শহীদ হওয়া তার লাশ পাওয়া যায়।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

বাঙালী আইনজীবী, সমাজকর্মী, ভাষাসৈনিক। তার পরিচিতি মূলত একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে। দেশ বিভাগের আগে ভারতীয় উপমহাদেশের ভারত অংশে এবং পরে পূর্ব পাকিস্তানে তিনি রাজনীতিবিদ হিসেবে সক্রিয় ছিলেন।

১৯৪৭ সালের পর অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিক হিসেবে পাকিস্তানের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান গণপরিষদে তিনি সর্বপ্রথম অধিবেশনের সব কার্যবিবরণী ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি বাংলাতেও রাখার দাবি উত্থাপন করেন।

পাকিস্তানে পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যাই বেশি এবং তারা বাঙালী, সেহেতু অবশ্যই বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের সব কার্য্যাবলির জন্য ব্যবহার করা উচিত এবং পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া উচিত বলে দাবি তোলেন। কিন্তু লিয়াকত আলী খান সাম্প্রদায়িক বক্তব্যের ভিত্তিতে এ দাবি নাকচ করে দেন।

পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি হওয়ার পর ১৯৬০ সালে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের ওপর 'এবডো' প্রয়োগ করা হয়। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় তাকে গৃহবন্দি করে রাখা হয় এবং তখন থেকে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন।

এতৎসত্ত্বেও বাঙালী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত গুরুত্বপূর্ণ বাঙালী নেতাদের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক বজায় রাখতেন। ১৯৭১ সালের ২৯ মার্চ রাতে কুমিল্লার কুখ্যাত যুদ্ধাপরাধী অ্যাডভোকেট আবদুল করিমের তত্ত্বাবধানে ছোট ছেলে দিলীপকুমার দত্তসহ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে গ্রেফতার করা হয় এবং তাদের ময়নামতী সেনানিবাসে নিয়ে নির্মম নির্যাতন করে হত্যা করা হয়।

জহির রায়হান

প্রখ্যাত বাংলাদেশি চলচ্চিত্র পরিচালক, ঔপন্যাসিক এবং গল্পকার। জহির রায়হান ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন এবং ২১ ফেব্রুয়ারীর ঐতিহাসিক আমতলা সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন।

ভাষা আন্দোলন তার ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল, যার ছাপ দেখতে পাওয়া যায় তার বিখ্যাত চলচ্চিত্র 'জীবন থেকে নেয়া'তে। তার রচিত প্রথম উপন্যাস শেষ বিকেলের মেয়ে ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয়।

অন্য উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল হাজার বছর ধরে ও আরেক ফাল্গুন। তার উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র হল কাঁচের দেয়াল, বেহুলা, সঙ্গম, আনোয়ারা ও জীবন থেকে নেয়া। তিনি ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে অংশ নেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি কলকাতায় চলে যান এবং সেখানে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে প্রচারাভিযান ও তথ্যচিত্র নির্মাণ শুরু করেন। জহির রায়হানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'স্টপ জেনোসাইড' প্রামাণ্যচিত্রটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতার চিত্র তুলে ধরে পৃথিবীর সব দেশে। তার নির্মিত চলচ্চিত্র 'জীবন থেকে নেয়া'র বেশ কয়েকটি প্রদর্শনী হয় এবং চলচ্চিত্রটি দেখে সত্যজিত রায়, মৃণাল সেন, তপন সিনহা এবং ঋত্বিক ঘটক প্রমুখ ভূয়সী প্রশংসা করেন। সেসময়ে তিনি চরম অর্থনৈতিক দৈন্যের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও তার চলচ্চিত্র প্রদর্শনী হতে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ মুক্তিযোদ্ধা তহবিলে দান করে দেন।

জহির রায়হান দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭১-এর ১৭ ডিসেম্বর ঢাকা ফিরে আসেন এবং তার নিখোঁজ ভাই শহীদুল্লাহ কায়সারকে খুঁজতে শুরু করেন, যিনি স্বাধীনতার ঠিক আগ মুহূর্তে পাকিস্তানী আর্মির এ দেশীয় দোসর আলবদর বাহিনী কর্তৃক অপহৃত হয়েছিলেন।

১৯৭২-এর ৩০ জানুয়ারী জহির রায়হান মিরপুরে গিয়েছিলেন, তার ভাই এবং আলতাফ মাহমুদকে খুঁজতে। এরপর থেকে তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

আলতাফ মাহমুদ

সঙ্গীতপরিচালক, ভাষাসৈনিক, সংস্কৃতিকর্মী ও মুক্তিযুদ্ধে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা। ভাষা দিবস নিয়ে রচিত আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো গানটির সুরশ্রষ্ঠা তিনি। ১৯৫০ সালে আলতাফ মাহমুদ ঢাকায় আসেন এবং ধূমকেতু শিল্পী সংঘে যোগ দেন। পরবর্তীকালে তিনি এ সংস্থাটির 'সঙ্গীত পরিচালক' পদে আসীন হন। ১৯৫৪ সালে ভিয়েনা শান্তি সম্মেলনে মাহমুদ আমন্ত্রিত হন; কিন্তু করাচিতে পাকিস্তানী সরকার তার পাসপোর্ট আটকে দেয়ায় তিনি সেখানে যোগ দিতে পারেননি। ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত করাচিতে ছিলেন এবং ওস্তাদ আবদুল কাদের খাঁর কাছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতবিষয়ক তালিম নিয়েছিলেন। এছাড়া তিনি নৃত্যপরিচালক ঘনশ্যাম এবং সঙ্গীতপরিচালক দেবু ভট্টাচার্যের সহকারী হিসেবেও কাজ করেছেন। করাচি থেকে ঢাকা ফেরার পর মাহমুদ ১৯টি বিভিন্ন চলচ্চিত্রে কাজ করেছেন।

এর মধ্যে রয়েছে বিখ্যাত চলচ্চিত্র জীবন থেকে নেয়া, ক্যায়সে কাহু, কার বউ, তানহা, বেহুলা, আগুন নিয়ে খেলা, দুই ভাই, সংসার, আঁকাবাঁকা, আদর্শ ছাপাখানা, নয়নতারা, শপথ নিলাম, প্রতিশোধ, কখগঘঙ, কুচবরণ কন্যা, সুয়োরাণী দুয়োরাণী, আপন দুলাল, সপ্তডিঙ্গা ইত্যাদি।

এছাড়া তিনি রাজনীতি এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। সঙ্গীতে প্রতিভার পাশাপাশি মাহমুদ ছবিও আঁকতে পারতেন। জাতীয় কবি নজরুল ইসলামকে নিয়ে রচিত বর্তমান সময় পর্যন্ত একমাত্র গীতিকাব্য হাজার তারের বীণার সঙ্গীত পরিচালনা করে গিয়েছিলেন।

১৯৫০ সালের পর থেকে '৭১ পর্যন্ত তিনি দেশ আন্দোলনের পক্ষে সমর্থন আদায়ের জন্য বিভিন্ন জায়গায় গণসঙ্গীত গাইতে যেতেন। গান গাওয়ার মাধ্যমে মাহমুদ গণমানুষের আন্দোলনকে সর্বদাই সমর্থন জুগিয়েছেন।

১৯৭১ সালে আলতাফ মাহমুদ মুক্তিযুদ্ধে অংগ্রহণ করেন। তিনি ক্র্যাক প্লাটুন গেরিলাদের নিয়ে তার ৩৭০ আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ বাসায় গোপন ক্যাম্প স্থাপন করেন। এ বাসাটি যুদ্ধচলাকালীন একাত্তরে দুর্গ হিসেবে পরিচিত হয়।

কিন্তু ক্যাম্পের কথা ফাঁস হয়ে গেলে ১৯৭১ সালের ৩০ আগস্ট পাকিস্তানী বাহিনী তাকে আটক করে। সেসময় তার বাসার পেছনে মাটিচাপা দেয়া দুই ট্রাঙ্ক অস্ত্রসহ তিনি ধরা পড়েন। নাখালপাড়া এমপি হোস্টেলের টর্চার সেলে তার ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হতো, রাতে রমনা থানায় আসামি হিসেবে রাখত। সেই বাসা থেকে আরও অনেক গেরিলাযোদ্ধা আটক হন।

তাদের বাঁচিয়ে এবং বাইরে থাকা পলাতক গেরিলাদের নাম বুকে নিয়ে আরও অনেকের সঙ্গে তিনিও চিরতরে হারিয়ে গেছেন। পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে তার দেশাত্মবোধক গান প্রচারিত হতে থাকে, যা অগণিত মুক্তিযোদ্ধাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। এখনও আলতাফ মাহমুদ একুশের সুরে স্বাধীন বাংলাদেশ ছাড়িয়ে বিশ্বজুড়ে ঘুরে বেড়ান প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম আর বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের হৃদয় মাজারে। (বাকি অংশ ৮ পাতায়)







ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কমিউনিটির সংগঠনের আবেদনীয়, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

সেদিন যে ভুল করেছিলাম



মতিউর রহমান চৌধুরী

মনে হয় সেদিন মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট না নিয়ে ভুল করেছিলাম। এখন প্রতিনিয়ত ভাবি, সার্টিফিকেট নেয়াই বোধকরি দরকার ছিল।প্রচন্ড আবেগ কাজ করেছিল তখন। ভাবিনি দেশের জন্য কিছু করে সুবিধা নিতে হবে। এখন হাড়ে হাড়ে তা টের পাচ্ছি। মাঝে মধ্যে অসহায়ও লাগে। একটা সার্টিফিকেটের যে কতো প্রয়োজন! এমন তো নয়, সার্টিফিকেট পাওয়া কঠিন ছিল। সুযোগ ছিল, যোগ্যতাও ছিল।

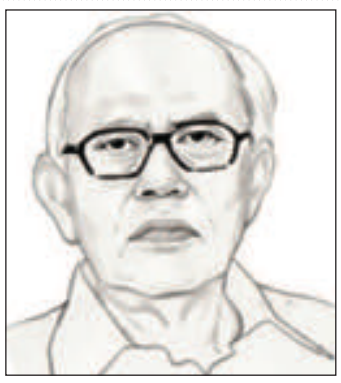
১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ। সাত বন্ধু মিলে আগের দিন বিকালেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, পাক বাহিনীকে আটকাতে রাস্তায় ব্যারিকেড দিতে হবে। গুঞ্জন ছিল, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ২৫শে মার্চ রাতে মৌলভীবাজার শহরে প্রবেশ করবে। মাত্র দু'দিন আগেই ঢাকা থেকে ফিরেছি। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভোরবেলা বন্ধুরা মিলে গাছ কেটে মৌলভীবাজার সরকারি হাইস্কুলের সামনে রাস্তায় ব্যারিকেড দিচ্ছি। এমন সময় পেছন থেকে একটা ট্রাক এসে দাঁড়ালো। 'হল্ট' বলতেই সবাই দাঁড়িয়ে গেলাম। পাক সেনারা হুড়মুড় করে ট্রাক থেকে নামলো। ভয়ে বুক কাঁপছে। আমাদেরকে একে একে ট্রাকে উঠতে বললো। চোখ বেঁধে ফেললো তখন সবার। জানি না কী হবে? ট্রাক ছুটলো পাহাড়ের দিকে। সার্কিট হাউস পার হয়ে পিটিআই ভবনে গিয়ে থামলো। পাক বাহিনী সেখানেই ক্যাম্প করেছে। ট্রাক থেকে নামিয়ে সবাইকে কাতারবন্দি হতে বললো। ভাবলাম, এই বুঝি শেষ। একটা বড় রুমে ঢুকিয়ে হাত বেঁধে ফেললো। একজন মেজর আসলেন। রেগেমেগে অস্থির। মেজরের কণ্ঠে একটা শব্দই বারবার শুনছিলাম, 'ওরা সব গাদ্দার'। বসার কোনো সুযোগ নেই। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। এক পর্যায়ে মার শুরু হলো। লাঠি দিয়ে সজোরে আঘাত হাতে-পায়ে। আমাদের চিৎকারে বাতাস ভারী হয়ে গেল। মাঝে বিরতি। আবার লাঠির শব্দ শুনে বুক কেঁপে উঠলো। দুপুর হয়ে গেছে তখন। একজন সিপাই এসে নাম-পরিচয় লিখতে বললো। লিখলাম। পরিচয় দিলাম না। এর কিছুক্ষণ পর দু'জন সিপাই এসে হাত খুলে দিলো। ভাবলাম, এখনই মনে হয় ক্রসফায়ারে নিয়ে যাবে। আশঙ্কা ভুল হলো। দু'টো রুটি, একটু হালুয়া রেখে গেল। খাবারের ইচ্ছে নেই। তারপরও বন্ধুরা খাচ্ছে দেখে একটা রুটি খেলাম। কিছুক্ষণ পর আবার হাত বেঁধে দিলো। বসার অনুমতি নেই। কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকা যায়। বাথরুমেও যেতে দিচ্ছে না। বুদ্ধি করে একযোগে আমরা শব্দ করতে থাকলাম। এরপর এলেন একজন ক্যাপ্টেন। উর্দুতে জানতে চাইলেন, কেন এই চেঁচামেচি। বাথরুমের কথা বলতেই ক্যাপ্টেনের মন গললো। কী মনে করে পারমিশন দিলেন। তবে শর্ত, একজন একজন করে যেতে হবে। সিপাই-এর কড়া পাহারার মধ্যে বাথরুমে গেলাম। এভাবেই চললো। রাতেও দু'খানা রুটি আর ভাজি। ভোর হয়ে গেল। হাত খুলে দিয়ে আবার লাঠিপেটা। অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ।



দুপুরের দিকে আমাদেরকে আলাদা করে ফেললো। কারও সঙ্গে যোগাযোগ নেই। ফিসফিস করে কথাবার্তার সুযোগও বন্ধ হয়ে গেল। একি নিষ্ঠুরতা! বন্দিদশা থেকে মুক্তি পাবো এমনটা ভাবছি না। প্রতিমুহূর্তেই মনে হচ্ছে, এই বুঝি শেষ। স্থানীয় এক গোয়েন্দা কর্মকর্তা এলেন। জানতে চাইলেন, আসলে আমরা কে, কী করি। এবার বলতে হলো, পড়াশোনা করি। রাজনীতি করি না। অথচ সে সময় আমি ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয়। তথ্য গোপন করা অপরাধ। বাঁচার তাগিদে তাই বললাম। ক্যাপ্টেনের কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো না। কারণ যারা রাস্তায় ব্যারিকেড দিতে যায় তারা নিশ্চয়ই বিচ্ছিন্নতাবাদী ও দেশের শত্রু। এবার অনেকটা নিশ্চিত হয়ে গেলাম, মুক্তি নেই। ওরা পরিচয় জেনে গেছে। বাইরের দুনিয়ায় কী হচ্ছে জানি না। শুধু এটুকু বুঝি, পাক বাহিনীর পুরো নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে মৌলভীবাজার। শক্তিও বৃদ্ধি করেছে তারা। পাক্কা দু'দিন মার খেতে খেতে একদম কাহিল। শরীরে বিন্দুমাত্র শক্তি নেই। মায়ের কথা বারবার মনে পড়ছে। গ্রামের বাড়িতে আমার গ্রেপ্তারের খবর গেছে কিনা জানি না। গেলে মায়ের কি অবস্থা! এসবই নীরবে ভাবছি। কারও সঙ্গে শেয়ারও করতে পারছি না। তৃতীয় দিন বিকালে শুনলাম, আমাদের চার বন্ধুকে ট্রাকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে সেনারা। কোথায় নিয়ে গেল জানবো কী করে! মনের ভেতর আশঙ্কা জমাট হচ্ছে। এদের ভাগ্যে না জানি কী ঘটছে! অন্যদের কথা কি বলবো! নিজের কথা ভেবেই তো অস্থির। গভীর রাতে একজন অফিসার এসে আমার হাত খুলে দিতে বললেন। মনে হলো আমাকেও অজানা কোনো এক গন্তব্যে নিয়ে যাবে। কোথায় সে গন্তব্য? রাত তিনটার কিছু পরে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আমাকে হেঁটে যেতে বললো। ভয়ে তখন হাত-পা থরথর করে কাঁপছে। শুনেছিলাম, পেছন থেকে নাকি ওরা গুলি করে। হাঁটতে পারছি না ভয়ে, আশঙ্কায়। কিছুদূর হেঁটে মনে হলো, পেছনে কেউ নেই। আমি মুক্ত। পা যে আর চলছে না। তিনদিন, তিনরাত হাত বাঁধা অবস্থায় একটা মানুষের শরীরে শক্তিইবা কতদূর থাকে! ভোরের সূর্য উঁকি দিচ্ছে। আজানের শব্দ শোনা যাচ্ছে। মৌলভীবাজার কলেজের পেছনে বর্শিজোড়া গ্রামে যখন পৌঁছেছি তখন দেখা হলো এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। মসজিদে নামাজ পড়তে যাচ্ছেন। সাত সকালে এমন একজনকে দেখে মনে হবে- চোর-ডাকাত। ভদ্রলোক পরিচয় জানতে চাইলেন। শুনে বললেন, ভাই আপনাদের কথা শুনেছি। জানেন বোধহয়, চারজনকে মনু নদীর সেতুর ওপর দাঁড় করিয়ে পাকবাহিনী ব্রাশ ফায়ার করেছে। না ভাই, জানবো কী করে? কারও সঙ্গে কারও যোগাযোগ ছিল না। ভদ্রলোক বললেন, শহরে মনে হয় এখনো আর্মি আছে। বুঝে পা ফেলবেন কিন্তু। তিনি ছোট করে এটাও বললেন, কেন ভাই আপনারা এতো বড় ঝুঁকি নিলেন? রাস্তায় ব্যারিকেড দিতে গেলেন কেন? কি আর বলবো! বঙ্গবন্ধুই তো ডাক দিয়েছিলেন যার যা কিছু আছে তাই দিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে। মগজে বঙ্গবন্ধুর সে ডাক আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। জীবনকে তুচ্ছ ভেবেই সেদিন ক্ষমতাধর পাক বাহিনীর গতিরোধ করতে চেয়েছিলাম। যাই হোক, সেটা এখন অতীত। বেঁচে আছি এটা বিস্ময়কর। কিছুটা পথ বাসে, কিছুটা পথ হেঁটে যখন বাড়ি পৌঁছলাম তখন আরেক দৃশ্য।গ্রামে ঢোকার পথে একের পর এক প্রশ্ন। 'ওমা আপনি বেঁচে আছেন! আপনার বাড়িতে কুলখানি হয়ে গেছে। সবাই জানে আপনাকে পাক বাহিনী মেরে ফেলেছে'। মায়ের আহাজারির মধ্যেই বাড়ি পৌঁছলাম।গ্রামের লোকজন তখন ভিড় করেছে। সবাই শুনতে চায়- কি হয়েছিল? বলতে বলতে ক্লান্ত। মা তখন নামাজের পাটিতে। হইচই শুনে মা তখনও বুঝতেই পারেননি, আমি এসেছি। পরের খবর আর কী বলবো। মায়ের হাসি-কান্নায় কেটে গেল অনেকটা সময়। বাড়িতেও থাকতে পারলাম না। পালিয়ে থাকতে হতো। দেশ স্বাধীন হলো। কলেজে ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়ে গেলাম। ছাত্রলীগ থেকে আমিই প্রথম ভিপি হয়েছিলাম। এর আগেই অবশ্য সাংবাদিকতায় যোগ দিয়েছি। তারও একটা ইতিহাস রয়েছে। প্রয়াত রাষ্ট্রচিন্তাবিদ ও রাজনীতিক শেখ ফজলুল হক মণির (মণি ভাই) নির্দেশেই সাংবাদিক হয়েছিলাম। তার নির্দেশ ছিল- যুদ্ধ শেষ হয়েছে। এখন নতুন করে যুদ্ধে নামতে হবে। পিকিংপন্থিদের হাত থেকে সাংবাদিকতাকে মুক্ত করতে হবে। পিকিংপন্থি এখন অতীত, ইতিহাসের অংশ। আগে অনেক লেখায় লিখেছি। ছাত্র রাজনীতিতেও ছিলাম সক্রিয়। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছি। আমাদের কমিটির প্রায় সবাই রাজনীতি করছেন। অনন্য খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। অনেকে মন্ত্রী ও এমপি হয়েছেন। আমার পথ সম্পূর্ণ আলাদা। কারও বন্ধু হতে পারলাম না। বার কয়েক চাকরি হারালাম। জেলেও গেলাম। বিদেশেও থাকতে হলো।

যাই হোক, এরমধ্যে উলেখ করতেই হয় সফল রাজনীতিবিদ ও সজ্জন ব্যক্তিত্ব প্রয়াত সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের কথা। তিনি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন। আরেক বন্ধু ওবায়দুল কাদের এখন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। তার সঙ্গে বন্ধুত্ব অটুট। আমি তার ভালো কাজে প্রশংসা করি। সমালোচনাও করি নিঃসংকোচে। অযথা প্রতিক্রিয়া দেখান না। কষ্ট পেলেও প্রকাশ করেন না। মনিরুল হক চৌধুরী ছিলেন আমাদের সভাপতি। রাজনীতি আর ব্যবসা নিয়ে ভালোই আছেন। তবে ভিন্নস্রোতে। শুরুটা করেছিলাম মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট নিয়ে। সার্টিফিকেট পাইনি। এতে কোনো দুঃখবোধ নেই। কারও প্রতি ক্ষোভও নেই। মাঝে মধ্যে শুধু মনে হয়, সার্টিফিকেট থাকলে ভালোই হতো। একটা দেশের স্বাধীনতার জন্য এটুকু অবদান খুবই সামান্য। সেদিন শহীদও হয়ে যেতে পারতাম। তখন প্রতিষ্ঠিত কেউ ছিলাম না। হয়তো কেউই মনে রাখতো না। তবে দেশের কাছে আমি ঋণী। কারণ দেশ স্বাধীন না হলে প্রধান সম্পাদক হতে পারতাম না। এটা নিশ্চিত করেই বলতে পারি।

বাইডেনের ক্ষমতাসীন হওয়া নিয়ে এখনো সমস্যা?



আহমদ রফিক

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন এবার যত বিচিত্র চমক সৃষ্টি করেছে এবং নির্বাচনে জো বাইডেনের জয় ঘোষণার পরও তার অবসান ঘটছে না, বরং বেড়ে চলেছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, জানুয়ারিতে (২০২১) হোয়াইট হাইসে বাইডেন আসীন না হওয়া পর্যন্ত এ অনিশ্চয়তার মেঘ ও চমক কাটবে না। এর কারণ একটাই। অস্বাভাবিক মানসিকতাসম্পন্ন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিদঘুটে জেদ ও একগুঁয়েমি। তিনি দ্বিতীয় দফায় প্রেসিডেন্টের পদটি ছাড়তে নারাজ; যদিও নির্বাচনে তাঁর পরাজয় সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো মহলেই কোনো প্রকার সংশয় নেই।

তা সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচনের ফলাফল মেনে নিতে নারাজ–যে কথা তিনি নির্বাচনের শুরুতেই ঘোষণার মতো করে বলেছিলেন, নির্বাচনে যা-ই ঘটুক না কেন, তিনিই দ্বিতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। আশ্চর্য, এমন উন্মাদসুলভ ভূমিকার পরও দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে এ কথার ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ দেখা যায়নি।

হয়তো মানুষ এসব কথার কোনো মূল্য দেয়নি বা বিষয়টিকে তামাশার মূল্যে গ্রহণ করেছে। কিন্তু বিষয়টি যে ট্রাম্পের দিক থেকে তামাশা নয়, তার দৃঢ় বিশ্বাসজনিত, তার পরবর্তী আচরণে তা প্রকট। এবং যত দিন যাচ্ছে ততই ট্রাম্পের পূর্বভূমিকা থেকে সরে আসার কোনো প্রকার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

অন্যদিকে ডেমোক্র্যাট শিবিরে বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা সত্ত্বেও জো বাইডেন তাঁর প্রাথমিক মানসিক দুর্বলতা এড়িয়ে ক্রমেই দৃঢ় অবস্থানে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করেছেন। যেমন প্রেসিডেন্ট হিসেবে আদর্শিক ও বাস্তবিক দায়িত্বগুলোর প্রতি সচেতনতা প্রকাশের আলামত হিসেবে তাঁর ঘোষণা এবং করণীয় তৎপরতা ঠিকই চালাতে শুরু করেছেন। শুরুতেই তাঁর একটি অসাধারণ উক্তি : তিনি 'যুক্তরাষ্ট্রের সব মানুষের প্রেসিডেন্ট।' অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি বর্ণ-শ্রেণি সব কিছুর ঊর্ধ্বে।

সম্ভাব্য বিভিন্ন বিভাগে নিয়োগ নিয়ে জো বাইডেন এক পা দুই পা করে এগিয়ে চলেছেন তাঁর সিদ্ধান্তের ঘোষণায়, তাতে কখনো চমকও সৃষ্টি করছেন। সে চমক নেতিবাচক নয়, যেমন আমাদের দেশের একটি দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদ শিরোনাম : 'প্রেস বিভাগে বাইডেনের চমক'। (১.১২.২০২০)। কী সে চমক? দেখা যাক অন্য একটি দৈনিকের সংবাদ শিরোনাম : 'বাইডেনের প্রেস টিমের শীর্ষ সব পদেই নারী' (১.১২.২০২০)।



বিবিসি প্রচারিত এক সংবাদে জানানো হয়েছে, বেসরকারিভাবে নির্বাচিত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তাঁর প্রেস টিমের জ্যেষ্ঠ সদস্যদের নাম ঘোষণা করেছেন। ঊর্ধ্বতন সব পদে তিনি নারীদের নিয়োগ দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এই প্রথম হোয়াইট হাউসে যোগাযোগবিষয়ক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সব পদে নারীরা নিয়োগ পেলেন।

এ তো গেল জো বাইডেনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সূচনাপর্বের ছায়াপাত। এরই মধ্যে বেশ কিছু অঙ্গরাজ্যে অবশেষ নির্বাচনী ফলাফলেও দেখা যাচ্ছে জো বাইডেন জুটির বিজয়। বাংলাদেশের একটি দৈনিকে প্রকাশিত খবর: 'বাইডেনের জয় আরো সুসংহত' (২.১২.২০২০)। এতে বলা হয়েছে : 'আরিজোনা ও উইসকনসিনে নির্বাচনের ফলাফল সত্যায়ন'। এই দুই অঙ্গরাজ্যে বাইডেনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে।

কিন্তু ট্রাম্প ছাড়বার পাত্র নন। তিনি তাঁর প্রতিটি পরাজয়ের ক্ষেত্রে ভোটে অনিয়ম, দুর্নীতি, জালিয়াতি ইত্যাদি অভিযোগ এনেই চলেছেন। এ ক্ষেত্রেও তাই। কিন্তু ওই দুই অঙ্গরাজ্যের প্রশাসন তা মানতে রাজি নয়। তাঁদের দাবি–অত্যন্ত সঠিকভাবে সততার সঙ্গে ভোটগ্রহণ করা হয়েছে এবং ভোট গণনা করা হয়েছে।

এর পরও রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের অভিমত: 'নাটক এখানেই শেষ নয়।' সম্ভবত তাঁরা ট্রাম্পের নানা 'প্যাঁচ', কূটকৌশল ও চাতুর্যের কথা ভেবেই এমন মতামত দিচ্ছেন।

ট্রাম্প কখনো বলছেন, 'পরাজয় মানি না', কখনো বলছেন, 'হোয়াইট হাউস ছাড়ব; তবে পরাজয় মেনে নয়।' সম্প্রতি ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন, তিনি ক্ষমতা ছাড়তে প্রস্তুত। কিন্তু এই ঘোষণার মধ্যে অন্তর্নিহিত 'প্যাঁচ' অনুমান করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। ট্রাম্প এক হাতে সবাইকে নাচিয়ে বেড়াচ্ছেন তাঁর উদ্ভট তৎপরতায়।

দুই.

ডিসেম্বও জুড়ে এই টানাপড়েন চলবে বলে আমাদের ধারণা। এর মধ্যে একটি স্বস্তির বিষয়, নির্বাচনের ফলাফলের নিশ্চয়তার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে বাইডেনের পায়ের নিচে মাটি মজবুত হচ্ছে; তাঁর সমর্থনের পরিধি ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। এবার ডেমোক্র্যাটদের বিজয়ে গোটা বিশ্ব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে একটি অনিয়ম ও উন্মাদনার হাত থেকে মুক্তির সম্ভাবনায়। বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়া।

ট্রাম্প যত অভিযোগই করুন না কেন, একের পর এক সেগুলো যথানিয়মে খারিজ হয়ে চলেছে, যেমন পেনসিলভানিয়ায় ট্রাম্পের মামলায় আদালতের বক্তব্য : 'ট্রাম্পের অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই' (২৯.১১.২০২০)। এমন করে বাইডেনের বিজয়ের নিশ্চিতি ক্রমেই মজবুত হচ্ছে এবং বাইডেনও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর কর্মপরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে চলেছেন।

তাঁর কাছে তাঁর স্বদেশের, তেমনি গোটা বিশ্বের প্রত্যাশা অনেক–বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার। দক্ষিণ এশিয়া নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের বিষয়টিও কম গুরুত্বপূর্ণ, কম জটিল এবং কম স্পর্শকাতর নয়। বাংলাদেশ এর বাইরে নয়। ট্রাম্প বাংলাদেশের নানামাত্রিক স্বার্থের দিকে ফিরে তাকাননি; বাইডেন কতটা তাকাবেন সেখানেও অনিশ্চয়তা কম নেই। বাংলাদেশ অবশ্য আশায় দিন গুনছে।

কিন্তু বৈশ্বিক স্বার্থ, আন্তর্জাতিক কূটনীতি ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে এবারের নির্বাচনে সবাই চেয়েছে ট্রাম্পের পরিবর্তে বাইডেন তথা ডেমোক্র্যাটদের বিজয়। সাধারণ হিসাবে সে বিজয় অর্জিত হয়েছে, বাকি আছে নির্বাচনের সর্বশেষ সার্বিক ফলাফলের নিশ্চয়তা এবং আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষা। এক মাসের কিছুটা অধিক সময় অস্থিরতায় কাটছে সব পক্ষের ও সমর্থকদের।

লক্ষ করার বিষয়, শুধু দক্ষিণ এশিয়াই নয়, বাইডেনকে নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের কিছু দেশেরও প্রত্যাশা রয়েছে। এমনকি অবাক হওয়ার মতো ঘটনা যে 'বাইডেনের জয় ফিলিস্তিনিদের মনে আশা জাগাচ্ছে'। কিন্তু অন্য বিষয়ে যা হোক, ফিলিস্তিনি সমস্যায় বাইডেন কতটা এগোতে পারবেন তা নিয়ে সংশয়ের বিস্তর কারণ রয়েছে। ইহুদি বাস্তবতা একটি বড় বাধা, যে বাধা উদারনৈতিক প্রেসিডেন্টরাও অতিক্রম করতে পারেননি। পেরেছেন কি বিল ক্লিনটন বা বারাক ওবামা?

তবে অন্য বিষয়ে বাইডেন হয়তো তাঁর কথিত কূটনীতিকে প্রাধান্য দিয়ে কিছুটা এগিয়ে যেতে পারেন। যেমন মধ্যপ্রাচ্যের ইয়েমেনে শান্তি প্রতিষ্ঠা, জলবায়ু সম্মেলনে বিশ্বের সঙ্গে ঐকমত্যে বিশ্বমানবের স্বাস্থ্যরক্ষা নিশ্চিত করা। এতে মধ্যবর্গীয় দেশগুলো উপকৃত হওয়ার কথা। তেমনি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সঙ্গে ট্রাম্পের গায়ে পড়া বিবাদ মিটিয়ে ফেলা ইত্যাদি।

কিন্তু বড় প্রশ্ন হবে ইরান সমস্যা নিয়ে অবস্থান গ্রহণে। এরই মধ্যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আগ্রাসী পদক্ষেপের কারণে ইরানে দু-দুটি গুরুত্বপূর্ণ মৃত্যু তাদের জাতীয় স্বার্থের ক্ষেত্রে মস্তবড় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইরান প্রশ্নে কতটা এগোতে পারবেন বাইডেন, অথবা এ বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত মতামতই বা কোন পথ ধরে চলবে? বিষয়গুলো যথেষ্ট জটিল, এখনো রাজনৈতিক বিচারে স্পষ্ট নয়।

ঘরে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ করোনা, যা বাইডেন যথার্থ গুরুত্বে প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এ সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অগোছালো এলোমেলো নীতির কারণে বিপুলসংখ্যক আমেরিকান নাগরিক করোনার আক্রমণে বলি। এখানে দরকার সব পক্ষের সর্বাত্মক সহযোগিতা, জনসাধারণসহ।

রয়েছে আরো বড় সমস্যা জাতীয় পর্যায়ে–পুলিশ ও কৃষ্ণাঙ্গ দ্বন্দ্বের বা বিরূপতার সমস্যা, যা কিছুদিন আগে ট্রাম্পের ভ্রান্তি উপেক্ষার কারণে গোটা যুক্তরাষ্ট্রে টালমাটাল অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু সব কথার বড় কথা, বাইডেনের প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হওয়ার পথে কোনো বাধা তৈরি করতে পারবেন ট্রাম্প? আর বাইডেনের সম্ভাব্য সফলতার বিষয়টি আগামী সংখ্যায় আলোচ্য। কারণ এখানে সমস্যা অনেক।

লেখক : কবি, গবেষক ও ভাষাসংগ্রামী



সিলেটে মতীন ফাউন্ডেশন'র শীতবস্ত্র বিতরণ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সিলেটের প্রথিতযশা আলিমে দ্বীন, শায়খুল ইসলাম আল্লামা মুশাহিদ বায়মপুরী রাহিমাহুল্লার একান্ত শাগরিদ, জামেয়া মুশাহিদিয়া খাগাইল মাদরাসা কোম্পানীগঞ্জ এর দীর্ঘকালীন নাজিমে তা'লিমাত, হযরত মাওলানা আব্দুল মতীন হাফিযাহুল্লাহ'র নামে প্রতিষ্ঠিত সমাজ সেবামূলক সংগঠন 'মাও-লানা আব্দুল মতীন ফাউন্ডেশন, সিলেট' এর উদ্যোগে গত ১১ ডিসেম্বর শুক্রবার বিকেল চারটায় শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচীর দ্বিতীয় পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার নন্দিরগাঁও ইউনিয়নের নন্দিরগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে গোয়াইনঘাট উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মাওলানা গোলাম আম্বিয়া কয়েছ মাওলানা আব্দুল মতীন ফাউন্ডেশন এর মানবিক এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাদের সমাজ সেবামূলক সকল কার্যক্রমকে কবুল করুক। ফাউন্ডেশনের কর্তৃপক্ষ অনেক কষ্ট করে গরীব-অসহায়দের সাহায্য-সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। তাদের এ সহযোগিতা অব্যাহত থাকুক আর আগামীতে উপজেলা-জেলা পর্যায়ে সর্বত্র ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের ছড়িয়ে পড়ুক, সেই প্রত্যাশাও করছি। এ ক্ষেত্রে গোয়াইনঘাট উপজেলা পরিষদের সার্বিক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানান। তিনি আরো বলেন, শুধুমাত্র মাওলানা আব্দুল মতীন ফাউন্ডেশন নয়, বিত্তবানরা সবাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে অসহায়, আর্ত মানবতার সাহায্যে এগিয়ে আসা উচিত। মানবসেবার কাজের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করা সকল মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্ব।

সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ও জামিয়া ইসলামিয়া দারুল সালাম নন্দিরগাঁও মাদরাসার মুহতামীম মাওলানা রফিক আহমদ মহল্লীর সঞ্চালনাq শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মানাউরা নূরানী অ্বলীমুল কোরআন মাদরাসার পরিচালক মাওলানা কুতুব উদ্দিন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ আব্দুল খালেক, সাংবাদিক আনোয়ার হোসাইন, ইত্তেহাদ টাইমস-এর সম্পাদক সুলতান মাহমুদ বিন সিরাজ, সাবেক ইউ/পি মেম্বার মদরিছ আলী শিকদার।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিলেট নগরীর বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মাশহুদুর রহমান মাসুদ, বিশিষ্ট মুরব্বি খলিলুর রহমান, করামত আলী, ৭নং ওয়ার্ডের মেম্বার প্রার্থী সিদ্দিক আহমদ, ৬নং ওয়ার্ডের মেম্বার প্রার্থী আজির উদ্দিন ও সালিক আহমদ সাদী প্রমূখ। এছাড়াও সভায় এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, ছাত্র প্রতিনিধি সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার লোকজন উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বক্তারা মাওলানা আব্দুল মতীন ফাউন্ডেশন, সিলেটের সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের ভূঁয়সি প্রশংসা করেন। বিশেষ করে ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারি, আমেরিকা প্রবাসী লেখক-সাংবাদিক মাওলানা রশীদ আহমদকে তার সমাজ কর্মে অনন্য অবদানের জন্যে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

উল্লেখ্য, ফাউন্ডেশন গত ৫ ডিসেম্বর প্রথম দফায় দুই শতাধিক মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করে। এবছর ২০২০ সালে শীতার্ত অসহায় মানুষের মধ্যে মাওলানা আব্দুল মতীন ফাউন্ডেশন, সিলেট এর পক্ষ থেকে চারটি পর্বে মোট এক হাজার কম্বল বিতরণ করা হবে।

নিউইয়র্কে শিশু, কিশোর-কিশোরী নিখোঁজ বাড়ছে!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কে শিশু, কিশোর-কিশোরীদের নিখোঁজের তালিকা দীর্ঘই হচ্ছে। এতে উদ্বিগ্ন নিউইয়র্ক শহরের বাবা মায়েরা। গত সপ্তাহে পাঁচ শিশু কন্যা ও কিশোরী নিখোঁজের রেশ কাটতে না কাটতেই বুধবার (৯ ডিসেম্বর) নিখোঁজ হয়েছে ৭ এবং ৯ বছর বয়সী আপন দুইভাই। ডাউন টাউন ব্রুকলিন থেকে নিখোঁজ হয়েছে তারা। নিখোঁজ হওয়া দুই ভাই হলো নয় বছর বয়সী ডগলিন লট্টা এবং সাত বছরের ডগলাস লট্টা। তাদের খোঁজে ব্যাপক তৎপরতা চালাচ্ছে নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ। সর্বশেষ তাদের বুধবার বিকেল ৫টায় পার্ক এভিনিউ এবং নেভি স্ট্রিটের কাছে দেখা গেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। নিখোঁজ দুই ভাই সম্পর্কে কোন তথ্য জানলে নিউইয়র্ক পুলিশের ক্রাইম স্টপার্স হটলাইন ১-৮০০-৫৭৭-টিআইপিএস এ যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হয়েছে। খবর টাইম টেলিভিশন।

সুরাইয়া জাকারিয়ার

(শেষের পাতার পর)

দুই মেয়াদের সভাপতি মরহুম কাজী জাকারিয়ার সহধর্মিনি এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের সাবেক কর্মকর্তা তইবুর জাকারিয়ার মাতা বাংলাদেশ সোসাইটির আজীবন সদস্য রুজি সুরাইয়া জাকারিয়া ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। গত ১২ ডিসেম্বর শনিবার নিউইয়র্ক সময় বিকাল ৪.৩০ মিনিটে বার্ধক্যজনিত কারণে সিটির কুইন্সে নিজ বাসায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

জানা গেছে, মরহুমা রুজি সুরাইয়া জাকারিয়ার বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। মৃত্যুকালে তিনি ৩ ছেলে, এক মে এবং নাতি নাতনী সহ বহু আত্নীয়-স্বজন রেখে গেছেন। মরহুমার নামাজে জানাজা আগামীকাল রোববার (১৩ ডিসেম্বর) দুপুরে বাদ জোহর জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। এদিকে রুজি সুরাইয়া জাকারিয়ার মৃত্যুতে সোসাইটির কার্যকরী পরিষদ ও ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যবৃন্দ এবং নির্বাচন কমিশনের সদস্যবৃন্দ গভীর শোক এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের জন্য গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন। এক শোকবার্তায় সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহিম হাওলাদার, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রুহুল আমিন সিদ্দিকী, ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আজিজ এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার জামাল আহমেদ জনি তার আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং সকল প্রবাসীদের কাছে দোয়া চান যাতে মরহুমা রুজি সুরাইয়া জাকারিয়াকে আল্লাহ জান্নাতের সর্বোচ্চ মাকাম দান করেন। আমিন।

শহীদ বুদ্ধিজীবী

(শেষের পাতার পর)

জাতি যখন বিজয়ের খুব কাছে সেই সময় পাকিস্তানী বাহিনীর সহযোগিতায় রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনী দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের ধরে ধরে হত্যা করে। ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকান্ড চালায় পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী। বাঙালী শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, আইনজীবী, শিল্পী, দার্শনিক ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদগণ এই সুপরিকল্পিত হত্যাযজ্ঞের শিকার হন।

ডিসেম্বর ১২, ১৯৭১। আর্মি সদর দফতর। প্রাদেশিক সরকারের উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী বসে আছেন। তার ডাকে উপস্থিত হয়েছেন আলবদর ও আলশামসের কেন্দ্রীয় অধিনায়করা। তার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় গোপন শলা-পরামর্শ। এই বৈঠকে চূড়ান্ত তালিকা তুলে দেওয়া হয়। প্রণয়ন করা হয় বুদ্ধিজীবী হত্যার মূল পরিকল্পনা। এই হত্যাকান্ড যে সংঘটিত হবে অনেক আগে থেকেই তার নীলনকশা চলছিল। পরাজয় নিশ্চিত জেনে এদিনই চূড়ান্ত আঘাত হানার পরিকল্পনা করে পাকবাহিনী। তাদের অস্ত্র নিয়ে সে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মাঠে নামে আলবদর, আলশামস বাহিনী।

যদিও এর আগেই সারা দেশেই শুরু হয়ে গেছে বুদ্ধিজীবী নিধনযজ্ঞ। ১০ ডিসেম্বর এই আলবদর বাহিনীর সদস্যরা তুলে নিয়ে যায় দৈনিক ইত্তেফাকের কার্যনির্বাহী সম্পাদক সিরাজুদ্দীন হোসেন ও পিপিআই-এর চিফ রিপোর্টার সৈয়দ নাজমুল হককে। ১৪ ডিসেম্বর পৃথিবীর ইতিহাসের এক কালো অধ্যায়। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর নির্দেশনা ও মদতে একশ্রেণির দালালরা এই হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত করে। পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের নিশ্চিহ্ন করার এই নীলনকশা প্রণয়ন করে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের সামরিক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী। পাকবাহিনীর অস্ত্র সহায়তা নিয়ে তাদেরই ছত্রছায়ায় আধাসামরিক বাহিনী আলবদরের ক্যাডাররা এই বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত করে।

বুদ্ধিজীবীদের প্রকৃত সংখ্যা আজ পর্যন্ত গণনা করা হয়নি। ১৯৭২ সালে প্রকাশিত 'বাংলাদেশ' শীর্ষক গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, এদের মধ্যে ৯৯১ জন ছিলেন শিক্ষাবিদ, ৪৯ জন চি-কিৎসক, ৪২ জন আইনজীবী এবং ১৬ জন সাহিত্যিক, শিল্পী ও প্রকৌশলী। বুদ্ধিজীবী নিধনের এ তালিকায় ঢাকা বিভাগে ২০২ জন শিক্ষক ও ১০ জন আইনজীবীকে হত্যা করা হয়। চট্টগ্রাম বিভাগে ২২৪ জন শিক্ষক ও ১০ জন আইনজীবীকে হত্যা করা হয়। খুলনা বিভাগে ২৮০ জন শিক্ষক ও ছয়জন আইনজীবীকে হত্যা করা হয়। রাজশাহী বিভাগে ২৬২ জন শিক্ষক ও ১৫ জন আইনজীবীকে হত্যা করা হয়। তবে এ তালিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নাম ছিল না।

যাঁদের হত্যা করা হয়েছিল তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন এ এন এম মুনীর চৌধুরী, ড. জিসি দেব, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, আনোয়ার পাশা, ড. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, আবদুল মুকতাদির, এস এম রাশীদুল হাসান, ড. এন এম ফয়জুল মাহী, ফজলুর রহমান খান, এ এন এম মুনীরুজ্জামান, ড. সিরাজুল হক খান, ড. শাহাদাত আলী, ড. এম এ খায়ের, এ আর খান খাদিম, মো. সাদেক, শরাফত আলী, গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন অধ্যাপক মীর আবদুল কাইয়ুম, হবিবর রহমান, সুখরঞ্জন সমাদ্দার, ড. আবুল কালাম আজাদ। সাংবাদিকদের মধ্যে ছিলেন সিরাজুদ্দীন হোসেন, শহীদুল্লাহ কায়সার, খোন্দকার আবু তালেব, নিজামুদ্দীন আহমদ, আ ন ম গোলাম মোস্তফা, শহীদ সাবের, শেখ আবদুল মান্নান (লাডু), সৈয়দ নজমুল হক, এম আখতার, আবুল বাসার, চিশতী হেলালুর রহমান, শিবসদন চক্রবর্তী, সেলিনা পারভীন। এছাড়া শিল্পী আলতাফ মাহমুদ, সাহিত্যিক পূর্ণেন্দু দস্তিদার, মেহেরুন্নেসা, দানবীর রণদাপ্রসাদ সাহাসহ আরো অসংখ্য নাম।

বছর ঘুরে আবারও এসেছে ১৪ ডিসেম্বর, শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস। নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জাতি আজ স্মরণ করবে একাত্তরে অকালে প্রাণ হারানো জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের।

নিউইয়র্ক সিটিতে ইনডোর

(শেষের পাতার পর)

সব রেষ্টুরেন্টের ইনডোর ডাইনিং বন্ধ ঘোষণা করা হয়। সিডিসি আশঙ্কা করছে যে আগামী দুই তিনমাস নিউইয়র্কে কোভিড-১৯ সংক্রানমণ আর মৃত্যুর সংখ্যা খুব বেড়ে যাবে।

গভর্নরের সিদ্ধান্ত মোতাবেক নিউইর্ক সিটির রেষ্টুরেন্টগুলো শুধুমাত্র আইটডোর ও টেক আউট চালু রাখতে পারবে। গত শুক্রবার আলবেনী থেকে ভার্চুয়ার প্রেস ব্রিফিং-এ নতুন সিদ্ধান্তের কথা জানান।

এদিকে ১৫ ডিসেম্বর মঙ্গলবার থেকে যুক্তরাষ্ট্রে করোনাভাইরাস ভ্যাকসিন প্রদান শুরু হচ্ছে। ফুড এন্ড ড্রাগ এডমিনিষ্ট্রেশন (এফডিএ) গত শুক্রবার এই ভ্যাকসিন অনুমোদন দিয়েছে। সিডিসি ও বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের গাইডলাইন অনুযায়ী এই ভ্যাকসিন শট দেয়া হবে। নিউইয়র্ক ষ্টেট প্রশাসন বলেছে ১৬ বছরের বেশী বয়সীদের এই ভ্যাকসিন দেয়া হবে।

অপরদিকে এসিটোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ সোমবার (১৪ ডিসেম্বর) জ্যাকসন হাইটসে বিনামূল্যে একটি জরুরী খাদ্য ও মাস্ক বিতরণের আয়োজন করেছে। জ্যাকসন হাইটস ডাইভার্সিটি প্লাজায় বেলা আড়াইটায় এসব খাবার ও মাস্ক ফ্রি বিতরণ করা হবে।

গভর্নর এন্ড্রু কুমোর বিরুদ্ধে

(শেষের পাতার পর)

ডেভেলপমেন্টের এক্সিকিউটিভ ভাইস-প্রেসিডেন্ট লিন্ডসে বয়লান যৌন হয়রানীর অভিযোগ করেন।

লিন্ডসে বয়লান টুইট করে বলেন, গভর্নর এন্ড্রু কুমো আমাকে বছরের পর বছর যৌন হয়রানি করেছেন। যৌন হয়রানির ঘটনা অনেকে দেখেছে বলেও দাবী করেন লিন্ডসে বয়লান। তবে, যৌন হয়রানির বিষয়টি অস্বীকার করেছেন গভর্নর। গভর্নরের প্রেস সেক্রেটারি ক্যাটালিন গিরোয়ার্ড অ্যাসোসিয়েটস প্রেসকে বলেছেন, বয়লানের এই দাবীর কোন সত্যতা নেই। ৩৬ বছর বয়সী বয়লান গভর্নর কুমোর প্রশাসনে ২০১৫ সাল থেকে ২০১৮ সালের অক্টোবর পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। কুমোর ইকোনমিক ডেভলপমেন্টের উপদেষ্টাও ছিলেন লিন্ডসে বয়লান। লিন্ডসে বয়লান ডেমোক্র্যাটিক দল থেকে মেনহাটন ব্যুরো প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী হচ্ছেন। এদিকে, নিউইয়র্ক গভর্নর এন্ড্রু কুমো নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের অ্যাটর্নি জেনারেল হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন বলে গণমাধ্যমে খবর বেরিয়েছে। তার বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ সে দৌড় থামিয়ে দেবে বলে মনে করা হচ্ছে। খবর টাইম টেলিভিশন'র।

আল্লামা নূর হোসাইন কাসেমীর

(শৈষের পাতার পর)

আলামা নূর হোসাইন কাসেমী (৭৬) ফুসফুসে রোগে আক্রান্ত হয়ে রোববার (১৩ ডিসেম্বর) দুপুর একটার দিকে রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র ও ২ কন্যা সন্তানসহ বহু আত্মীয় স্বজন,ভক্ত ও ছাত্র রেখে গেছেন। ১৯৪৫ সালের ১০ জানুয়ারী রোজ শুক্রবার বাদ জুমা কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ থানার চড্ডা নামক গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মাওলানা আবদুল ওয়াদুদ। সোমবার (১৪ ডিসেম্বর) সকাল নয় টায় রাজধানীর জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে আল্লামা নূর হোসাইন কাসেমীর নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য, আল্লামা নূর হোসাইন কাসেমী গত ১ ডিসেম্বর ঠান্ডাজ-ণিত কারণে হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েলে তাকে রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতাল ভর্তি করা হয়। হাসপাতালের আই-সিইউতে তাকে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছিল। কর্মজীবনে তিনি ফরিদাবাদ মাদরাসা ও মালিবাগ মাদরাসায় শিক্ষকতা করেছেন। তিনি ১৯৮৮ সালে রাজধানীর অন্যতম জামিয়া মাদানিয়া বারিধ-ারা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯৯৮ সালে তুরাগ থানায় জামিয়া সুবহানিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত তিনি এই দুই প্রতিষ্ঠানে প্রিন্সিপাল ও শায়খুল হাদীসের দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

এছাড়া জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও আল হাইআতুল উলিয়ার কো-চেয়ারম্যান এবং বেফাকের সিনিয়র সহসভাপতির দায়িত্ব পালন তিনি করেন। দীর্ঘ শিক্ষকতার জীবনে তার অসংখ্য ছাত্র-শিষ্য সারাবিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। যারা ইসলামের খেদমতে অনন্য ভূমিকা রেখে চলেছেন। দেশ জাতি ইসলাম ও মানবতার জন্য এই বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ আলেম একজন খানাকার পীর, শিক্ষাঙ্গনের ওস্তাদ, সংগ্রামী সাধক ও ময়দানে বীরের ভূমিকা রেখে গিয়েছেন। তিনি প্রতিটি আন্দোলনে আপোষহীনতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। বাতিল যখনি মাথাছাড়া দিয়ে উঠেছে, তিনি তখন গর্জে উঠেছেন। অতীত যুগের আলেমদের মতো বহুমাত্রিক অবদানের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে ইসলামী অঙ্গনে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

আল্লামা নূর হোসাইন কাসেমীর ইন্তেকালে বিভিন্ন ইসলামী দল ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দ পৃথক পৃথক বিবৃতিতে গভীর শোক প্রকাশ, তার রূহের মাগফিরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন কররেছেন। বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, আল্লামা নূর হোছাইন কাসেমী ছিলেন মাঠে ময়দানে ইসলামের পক্ষে অকুতোভয় আপোষহীন লড়াকু সৈনিক ও দ্বীনি অঙ্গনের বিশ্বস্ত অভিভাবক। দেশের অভ্যন্তরীন ও আন্তর্জাতিক ইস্যুগুলোতে ঢাকার রাজপথে তার নেতৃত্ব আমাদের জন্য প্রেরণার উৎস ছিল। আল্লাহ তাকে জান্নাতের উচু মাকাম দান করুন।

এলোমেলো ভাবনা

(শেষের পাতার পর)

সবাই ভালো?

নাহ মনটা ভালো নেই।

-কেন কি হয়েছে?

আরে কি অস্থির সময় চারপাশে। সবকিছু কেমোন যেনো অনিশ্চিত! এরমধ্যে কেমনে ভালো থাকা যায় বলো?

-ভরসা রাখো। সময়ের উপর সব ছেড়ে দাও। দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।

তুমি ঠিক বলেছো চিন্তা করে লাভতো নাই। শুনেছো, সুপ্রিম কোর্টও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পক্ষে করা টেক্সাস অ্যাটর্নী জেনারেল পেক্সটনের মামলা খারিজ করে দিয়েছেন! প্রেসিডেন্টের কত আশা ভরসা ছিল সুপ্রিম কোর্টের উপর। তিনি ভেবে ছিলেন সুপ্রিম কোর্ট তাকে নিরাশ করবেন না।

-ইউএস সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ে আবার প্রমাণ হলো যুক্তরাষ্ট্র একটি আইনের দেশ। আইন সবার উপরে। সুপ্রিম কোর্টের এই রায় ঐতিহাসিক। শেষ পর্যন্ত গণতন্ত্র রক্ষা পেল বলা যায়।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প শুরু থেকেই তাঁর মামলাগুলো সুপ্রিম কোর্টে নিয়ে যেতে চাইছিলেন যে কোন ছুঁতোয়। কিন্তু ফল, মাত্র এক বাক্যের স্বাক্ষরবিহীন আদেশ!

-শোন, কোর্টে মামলা স্ট্যান্ড করতে হলেতো ম্যারিট চাই। তা এসব মামলার কোন গ্রহণযোগ্য ভিত্তিই যেখানে নেই, তা টেকে কেমনে?

হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছো। আইনের বিশেষজ্ঞরা তেমোনইতো বলছেন। আচ্ছা একজন অ্যাটর্নী জেনারেল সেটা কি বুঝেন না।

-একজন নয়। তাঁকে আরো ১৭ জন অ্যাটর্নী জেনারেল সমর্থন জানালেন। সাথে ১শ ২৬ জন কংগ্রেসম্যান!

তাঁরাই যুক্তরাষ্ট্রের আইন প্রণেতা! তাঁরা নিজেরা যে ভোটে জয়লাভ করে কংগ্রেসে এলেন সেই ভোটকেই চ্যালেঞ্জ! সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্রেসির বিরুদ্ধে অবস্থা। তাঁরা কি জেনে বুঝে এটা করেছেন না প্রেসিডেন্টকে খুশি করতে কে জানে? ডালিয়া যোগ করলো।

-হ্যাঁ, তাঁরাই আমাদের জন্য আইন প্রণয়ন করেন। তবে সিএনএন বলছে অন্য কথা। সিএনএনের

রিপোর্ট হচ্ছে চাঁদা তুলতে এই জালিয়াতির নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে।

ইতিমধ্যে নাকি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কয়েক শ মিলিয়ন ডলার ডোনেশন তুলে ফেলেছেন! আচ্ছা রুডি

জুলিয়ানীর হঠাৎ কি হলো। তিনি কি ভাবে করোনা আক্রান্ত হলেন। আবার তাঁর আক্রান্তের এই খবর এলো প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কাছ থেকে। তিনি হাস-পাতালে ভর্তি হলেন আবার বেরিয়ে এলেন। ঘটনা কি?

-যেমন?

জুলিয়ানীর বয়স ৭৬ বছর। তিনি এত তাড়াতাড়ি কোভিড-১৯ থেকে সুস্থ হয়ে উঠলেন কিভাবে? চোখের সামনেই কতো অল্প বয়েসের মানুষ মারা যাচ্ছে, অনেকে মাসের পর মাস মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা

লড়ছে। এই জায়গায় তিনি এত দ্রুত-এই বয়সে! নাহ কোথায় যেন গড়বড় মনে হচ্ছে।

আচ্ছা, শুনলাম প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রধান আইনজীবী জুলিয়ানী সাহেব মিশিগানের ল্যান্সিংয়ে রিপাবলিকান আইন প্রণেতাদের এক শুনানিতে উপস্থিত হয়ে মজার ঘটনার জন্ম দিয়েছেন। সেখানে তিনি এক সাক্ষী হাজির করেছিলেন যিনি ছিলেন পাঁড় মাতাল। মিডিয়া জুলিয়ানীর সাক্ষীকে ষ্টার উইটনেস আখ্যা দিয়েছে। তা ছাড়া তিনি এতো প্রচন্ড শব্দে তাঁর বায়ু চাপের উদগীরণ ঘটান উপস্থিত মানুষজন প্রথমে ভেবে ছিলেন ককটেল বিস্ফোরণ! এনিয়ে একটি বেরসিক মিডিয়া রীতিমত রিপোর্ট ফেঁদে বসে।

-তা নিন্দুকেরা কতো কথাই বলছে। শোন, তাঁকে একই ককটেল দেয়া হয়েছে যা আমাদের মহামতি প্রেসিডেন্টকে দেয়া হয়েছিল। অবশ্য এটা হয়েছে স্বয়ং প্রেসিডেন্টের চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী। এই দুর্দান্ত ককটেল নিয়েই জু-লিয়ানী সাহেবের প্রতিক্রিয়া ছিল- ওয়াও! প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এই মহৌষধ নেয়ার পর জুলিয়ানী নিজেই বলেছেন মনে হচ্ছে যেন বয়স দশ বছর কমে গেল!

তাই নাকি। তা এই ককটেল সাধারণ মানুষকে দেয়া হচ্ছে না কেন ?

-এটা সর্ব সাধারণের জন্য নয়। কেবল যাঁরা একদম অসাধারণ তাঁরাই পাবেন। যেমোন প্রথম তা পেয়েছেন আমেরিকার মহান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প!

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হাসপাতাল থেকে ফেরার পর একটি পত্রিকা লিখেছিল যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টই এই গ্রহের একমাত্র ব্যক্তি যিনি এই মহৌষধ পেলেন। সেই হিসেবে নিসন্দেহে মিষ্টার জুলিয়ানী দ্বিতীয়। তা এই মহৌষধ এলো কোন গ্রহ থেকে?

আচ্ছা, সুপ্রিম কোর্টে দুইটা মামলা হারার পরও প্রেসিডেন্টের মতের পরিবর্তন হচ্ছে না কেন। এখন

তিনি আর কি করবেন, কি করতে পারেন?

-অনেক কিছুই পারেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে অনেক ক্ষমতার অধিকারী তিনি। আরো প্রায় পাঁচ সপ্তাহ থাকবেন। এই পাঁচ সপ্তাহ কি কম সময়?

হ্যাঁ তা ঠিক। তবে আমি অন্যকিছু ভাবছি, তিনিতো অনেক কিছুই পারেন। যদি রাগের মাথায় তিনি

কোন অঘটন ঘটিয়ে ফেলেন!

-যেমন কি রকম?

আমি বলছি যে কোন কিছুই। যা কারো কাম্য নয়। সে রকম কিছু। তবে ২০ জানুয়ারী পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট এই ভোগাস জালিয়াতির দাবী থামাবেন না তা নিশ্চিত।

-হম! তিনি এখন আগামী দিনের অংক কষেই অগ্রসর হচ্ছেন। এই ভূয়া দাবী তিনি কোন সময়েই

পরিত্যাগ করবেন না! এর দুটি কারণ প্রথমত ফান্ড রাইজিং এবং দ্বিতীয়ত ট্রাম্প ইজম। এই দুটি ছাড়া তিনি নিজেইতো অচল। তবে শেষ পর্যন্ত কতদিন এই ট্রাম্প ইজম জিইয়ে রাখা যাবে সেটা বলা মুশকিল। তবে যতদিন রিপাবলিকানদের ঘাড়ে বসে থাকবেন ততদিন নিশ্চিন্তে।

তাতো না হয় বুঝলাম। তিনি তো বাইডেনের শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠানে থাকছেন না, এটা অনেকটা নিশ্চিত। কিন্তু হোয়াইট হাউস কবে ছেড়ে যাবেন, কি মনে হয় তোমার। -ক্রিসমাসের ছুটির পর তিনি আর হোয়াইট হাউসে আর নাও ফিরতে পারেন! নিরবেই হয়তো প্রস্থান হবে। হয়তো এমনই ঘটবে শেষ পর্যন্ত। শোয়েব বললো। হতে পারে। এখনতো তাঁর যাবার পালা। এরপর টুইটারেও আর আগের প্রিভিলাইজ পাবেন না। কিছুটা থামবে এই মিথ্যার বেসাতি। তখন টুইটার কোন সিদ্ধান্ত নেবে কে জানে! ডালিয়া থামলো।

-ডেট লাইন জানুয়ারী কোন এক সময়। সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এক-সময়কার অতি প্রিয়পাত্র ব্যক্তিগত প্রধান আইনজীবী রুডলফ জুলিয়ানী রুমে ঢুকে দেখলেন বিমর্ষ ট্রাম্প বিষন্ন বদনে বসে আছেন। রুডি বললেন, স্যার গুডমর্নিং ট্রাম্প কোন জবাব দিলেন না। জুলিয়ানী বলে চললেন, আপনি আমার জন্য যা করেছেন তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। জানেন স্যার আপনি আমার জন্য যে ককটেলটা ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন এর বদৌলতে আমার বয়স কমকরে দশ বছর কমে গেছে স্যার। আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ স্যার। ট্রাম্প বললেন- কিন্তু আমারতো বিশ বছর বেড়ে গেছে! সেটা কিভাবে স্যার জু-লিয়ানী জানতে চাইলেন। ট্রাম্প ভাবলেশ হীন ভঙ্গিতে বললেন, তোমার মতো (!) কে আমার প্রধান আইনজীবী নিয়োগ করেছিলাম এজন্য! (চলবে)

AFFORDABLE SENIOR CARE OF NEW YORK LLC

Licensed Home Health Care Agency

আমরা বাংলায় কথা বলি

CDPAP

বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কমুনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি।
মেডিকেইড সেবা কভার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে।



CDPAP প্রোগ্রামের আওতায় HHA /প্রশিক্ষণ ছাড়াই আপনার বৃদ্ধ, অসুস্থ বা শারিরীকভাবে অক্ষম মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে আয় করতে পারেন।

✓ প্রশিক্ষণ ও HHA সার্টিফিকেট থাকলে আপনি আমাদের মাধ্যমে মেডিকেইড রোগীকে কাজ দিতে পারেন।
✓ আপনি কি HHA অথবা PCA হিসেবে চাকুরী খুঁজছেন?
তাহলে আপনি আমাদের প্রতিষ্ঠানে খুব সহজেই মেডিকেইড রোগী কাজ পাবেন।

CDPAP

CDPAP Specialist: Tarin: 347-383-1525, Off: 718-851-0325

Brooklyn OFFICE

Jackson Heights OFFICE

Email: info@AASCofNY.com

Affordable Senior Care of New York, LLC is a Licensed Home Health Care Agency by the New York State Department of Health

মেট্রোপলিটন ল্যার্নিং ইন্সটিটিউট, ইন্ক

নিউইয়র্ক স্টেট শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত
কাউন্সিল অন অকুপেশনাল এডুকেশন (সিওই) কর্তৃক এক্রেডিটেশনপ্রাপ্ত
একটি অলাভজনক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান







সাহিত্য সাময়িকী

ভাগাড়ে মরার ভাগ
ফরিদ আহমদ দুলাল

চরে যদি মরা গরু ফেলে যায় কেউ
প্রথমত শুনি নেড়িকুত্তার সরব ঘেউ ঘেউ,
দ্বিতীয়ত দৃশ্যপটে আসে ধূর্ত-চতুর চামার
দক্ষ হাতে খোলে আচ্ছাদন মৃত গরুর জামার ;
অত:পর আসে ভীড় কাক শকুনেরা
অন্ধকারে দেখি শেয়ালের ঘোরাফেরা ;
অবশিষ্ট যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ চলে ভোজন উৎসব
কালের আবর্তে মিশে যায় জানি মাটিতেই সব!
স্বার্থান্ধ শকুন-শিয়াল-কাকেরা খোঁজে মরা গরু
দাও মেরে চলে যায় চামার ধুরন্ধ-স্বার্থগুরু।
বুভুক্ষু প্রাণিকুলের খাদ্যের সন্ধান
মানুষেরা শেয়াল-শকুন হলে করো অবধান!

স্বার্থান্ধের কাছে রবীন্দ্র-পর্ষদ-নাগরিক সভা সব মরা গরু
সুযোগ পেলেই তাদের ভোজনোৎসব শুরু,
ওয়য়ানটাইম মানুষেরা খাবার জন্য
বাঁচে প্রাজ্ঞেরা বাঁচার জন্য খায়
দ্যুতিহীন জীবনে দুর্বৃত্ত খায় এবং ঘুমায়;
সমুখে যা পায় তাই খেতে চায়,
বৃথা চাটে অযথা কামড়ায়
সম্ভাবনার দুয়ার এঁটে প্রগতির গতিটি আগলায় ;
ভাগাড়ে মরার ভাগ খেয়ে মুর্খেরা সবাই ঘরে ফিরে যায়
সুরা পান করে ক'দিন চামার বোগল বাজায়
আর মরে সভ্যতা লজ্জায়!

জন্মের মানচিত্র
মোখলেসুর রহমান

ঘুম থেকে উঠলেই সুবেহ সাদেকের দিগন্ত রেখা
আরাধ্য জীবন পাঠ করে
পৃথিবীর নেটে পা রাখতেই হয়
ঘোর লাগা চোখে দেখি নাড়ির স্পন্দন মাখা মাটি।
যে মাটিতে পুঁতে আছে জন্মের ফুল
যতই দূরে সরে আসি তবুও জন্মের মানচিত্র।

পৃথিবীর অন্ধকার খুঁড়ে দেখো মানচিত্র
মানচিত্রে মানচিত্রে রাজ্যশাসনের মন্ত্রপাঠ।
আমি আটলান্টিকের পারে জলের আয়নায় দেখি
বোধের স্বপ্ন সরোবর জন্মের মানচিত্র।

সুখের চুম্বনে ছাপ ছাপ ছায়ায় মানচিত্রে খুঁজি সুখের নহর
সুখমনে স্বপ্নের ভেতর স্বপ্ন, স্বপ্নরা গুনগুন পরাণের গান।
জীবন্ত জীবনে মানুষ স্বপ্ন দেখে। কার দহনে আগুন জ্বলে।
দুমুখী সাপের লুডু খেলা। সংক্রমিত বহ্নিশিখা লেলিহান।

আমিতো মানচিত্র বান্ধব হয়ে মায়জালে খুঁজি লোকালয়।
বিমুগ্ধ আহবানে কিছুই বলতে পারি না
কিছুই বুঝতে পারি না
চারদিকে মুখের ছবিতে সমাজসংসারে চাতকের হাহাকার।
কে যেন বলে মানচিত্র সার্কাসি খেলোয়াড়ের বিপনি বিতান
মানচিত্রের প্রতিচ্ছায়া ভাসে বঙ্গোপসাগরে
আটলান্টিকের পারে তুলে আনি তাপস মনে।

গুছিয়ে নেবার গল্প
জাকির আবু জাফর

বাবার হুকুম ছিলো- সবকিছু ঠিকঠাক গুছিয়ে নেবে
ভোর হলে চোখ থেকে ঘুমগুলো গুছিয়ে নিতাম
স্বপ্নগুলো গুছিয়ে রাত রেখে দিতাম মশারীর ভাঁজে
রাতের সমস্ত দাগ ঝেড়ে বিছিয়ে দিতাম দিনের তরিকা

মক্তব-শিক্ষক বলতেন চুলগুলো গুছিয়ে নাও
চুল গোছগাছ করে গুছিয়ে নিতাম মুখও
কেননা উস্তাদ মুখে দেবেন খোদার কালাম

এত কণ্ঠ, ডানে বাঁয়ে, এত যে শব্দের ধ্বনি
শিক্ষক একাই ধ্বনিগুলো গুছিয়ে নিতেন
বলতেন মনটি গুছিয়ে রেখো বুকের ভেতর
কেননা মনই বেসামাল হয় আজীবন
কৈশোরের সকালগুলো আজো জ্বলে স্মৃতির জেহেনে

উঠোনের রোদগুলো গুছিয়ে নিতাম নাস্তার টেবিলে
মা বলতেন- টেবিলের ছায়াগুলো ঝেড়ে
রোদগুলো রেখে দাও
আমরা ছায়া ঝেড়ে রেখে দিতাম টেবিলের নীচে
রাস্তায় রোদের ঝোল ঢেলে জুড়িয়ে নিতাম ঝাল
শরীর গুছিয়ে নিতে গোগ্রাসে গিলতাম দিনের প্রথম আহার

দর্পিত দুপুর চারিদিক থেকে ছায়াগুলো গুছিয়ে
রেখে দিতো গাছেরবুকের কাছে
গাছও গুছিয়ে নিতো ছায়ার শরীর
ভাবি আলো তীর্যক হলেই কেনো ছায়াগুলো ছোট হয়ে যায়

পাখির ফিরতি সুর মিশে বাঁশবন থেকে নামতো সন্ধ্যা
সন্ধ্যার মৌনতা গুছিয়ে রাখতাম বইয়ের ভাঁজে
গভীর হলেও মশারিতেই থেকে যেতো রাত
কেবল জীবন গুছিয়ে নেবার তৃষ্ণায়
জাবর কেটেছি বইয়ের পাতায়

সবাই জীবন গুছিয়ে নেবার কথাই বলে
জীবন গোছাতে গোছাতে দেখি-
মৃত্যুই গুছিয়ে রাখে মানুষ !

নিঃসঙ্গ যাত্রা
পলি শাহীনা

পিচঢালা রাস্তা পুড়ছে সূর্য তাপে নাকি অবরুদ্ধ মানুষের দীর্ঘশ্বাসে; কি জানি!
দেয়ালের এপাশ থেকে ওপাশ ঠিক ঠাওর করতে পারছি না।
বাইরের পৃথিবী অস্বাভাবিক লাগে, টুংটাং শব্দরা কানে এসে আঘাত হানে।

ঘরের দেয়ালগুলো ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে আসছে। আমি সংকুচিত হয়ে আসি।
বেশ বুঝতে পারছি। মারা যাচ্ছি। একটু একটু করে মারা যাচ্ছি।
দেয়ালগুলো আরো ঝুঁকে আসে। ভয়ে থরথর কাঁপছি। হিমশীতল
একাকী অন্তিম অনুভূতি।
কাঁপছি অদৃশ্য অণুজীবের ভয়ে। গুমরে মরছি মুক্ত বাতাসে শ্বাস নেয়ার জন্যে ।
ঝাল্সা হয়ে উঠে চারপাশ। মাথাটা বড্ড ভারী লাগে।

আয়নায় নিজেকে দেখি, একদম অন্য কেউ, অন্যরকম লাগে। চিনতে পারি না।
শঙ্কায় চিৎকার করে উঠি। শব্দ হয় না। নিসঙ্গ অনুভূতি। নিজের ভেতর শুয়ে পড়ি।
কোথাও কেউ নেই। এই বেদনা কেউ টের পায় না।

মাছ ও গাছদের কথা
সায়ীদ আবুবকর

যেখানে অনেক গাছ ছিলো,
আকাশ খামচে ধরা গাছ
সেখানে এখন বিল্ডিং;

যেখানে বিপুল মাছ ছিলো,
বুনো মহিষের মতো মাছ
সেখানে এখন ট্রাক চলে।

বন্দী ইটের ভাঁজে ভাঁজে
বাজে কত গাছের কান্না,
শোনা যায় কান পাতলেই;

বাতাসেরা নাচতো যেখানে,
হয় আজ সেখানে রান্না
হরিয়াল ঘুঘুর মাংস।

ইটের রাস্তা গেছে ছুটে
যেখানে ছুটতো একদিন
জল কেটে কেটে বুনো মাছ;

ছোটে ট্রাক, ওড়ে ধুলোবালি
যেখানে উঠতো একদিন
উথালপাতাল নীল ঢেউ।

জেগেছে ইটের সভ্যতা,
নেই অরণ্য, নেই নদী–
কত গাছ-মাছ কয় কথা
মরা ইতিহাস ফুঁড়ে ফুঁড়ে।

বিদগ্ধ আড়াল
বেনজির শিকদার

সেই কবে ছুঁয়েছিলে আঙুল-
সমূলে বাড়তে বাড়তে সে এখন মস্ত এক বটবৃক্ষ!
ফুলেদের নৃত্য, পাখিদের কুচকাওয়াজ, পাতার মর্মর
আর স্বপ্নখচিত যৌবন যেন ছুঁয়ে যাবে আকাশ!

একবার ধরেছিলে হাত-
আঙুল জলে মিশে হয়ে গেছে সুবিস্তৃত নদী!
আন্দিজ পর্বতমালার মিশমিচূড়া হতে
নেমে আসা আমাজন ছাড়িয়ে-
মিসিসিপি, নীলনদ, ইয়াংজি, হোয়াংহো, যমুনা;
দূর কে কাছে করতে বেড়েছে অসংখ্য শেকড়!

ডুবতে চাইনি বলেই-
চোখের দিকে তাকাতেই সরিয়ে নিয়েছিলাম দৃষ্টি।
নীলগিরিতে লোভ আমার বরাবরই!
প্রভাতে মেঘের ভেলা, সূর্যোদয়ে আলোর খেলা।
গোধূলিতে সূর্যাস্ত কিংবা জ্যোৎস্নারাতের নেশাতুর চারপাশ!
পাহাড় ধ্বসও-তো বোবা কান্নায় ব্যথিত-শীলার দীর্ঘশ্বাস!

সেই যে কদমতলার মেলা!
ফেরার পথে বলেছিলে একদিন-
আমার বুকের মাঝে, সকাল সাঝে, কার নাম বাজে?
চৌমাথাটা পেরিয়ে হনহন করে হেঁটে গিয়েছিলাম।
স্মৃতিভারাতুর চাঁদ আর অজস্র কর্পূরমিশ্রিত রাত জানে
থাকতো যদি ভেনিসের মতো রক্ষাকবচ?
গন্ডোলা ভাসাতামড় পৃথিবীর ওই তিনভাগ জলের উপর।

ভরসন্ধ্যা, খোলাচুল, শরীরের ঘ্রাণ আর
দেবদারু মায়ায়, ছুঁয়েছিলে একদিন চিবুকের তিল!
ধ্বংসস্তুপের বিদ্ধস্ততায় নির্লিপ্ত একখন্ড পাথরের মতো বসেছিলাম;
কবরের নিস্তব্ধতায় শ্রাবণের ধারার মতো বেজেছিলো খুব;
সাতমহলা দুঃখের নদী-ঝরা বকুলের ব্যকুলতায়
বড় আলগোছে সামিয়ানাহীন-
হৃদয়তন্ত্রীতে নেচেছিলো বিদগ্ধ ক্ষতের অদৃশ্য আড়াল!

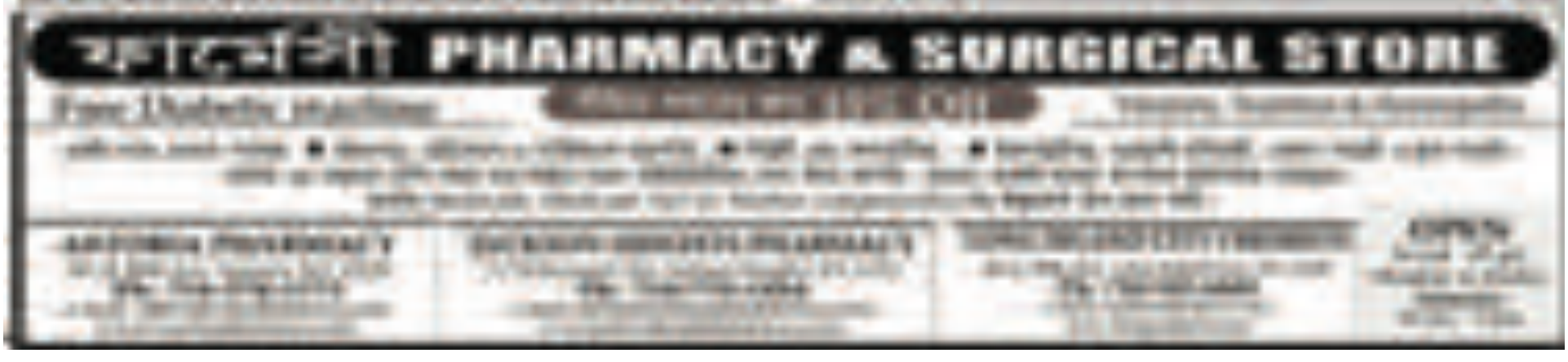

STAR
Photography




Homeopathy & Herbal
ডাঃ এস.কে.শর্মা


পার্কচেস্টারে
172 East 204th Street, Bronx, NY 10467


ALL YOUR NEED REAL ESTATE
BUYING & SELLING.
Orbitz
Tushar Bhargava


PHARMACY & SURGICAL STORE

LAW OFFICES

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

ARMAN CHOWDHURY, CPA

718-475-5696

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC
CPA & Enrolled Agent

Mohammad Hasan, F.A. MBA
CPA & Enrolled Agent

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights



ছবিতে চার ভাইয়ের মাঝে (বা থেকে তৃতীয়) ইফতেখার আহমেদ খসরু। পারিবারিক ছবি

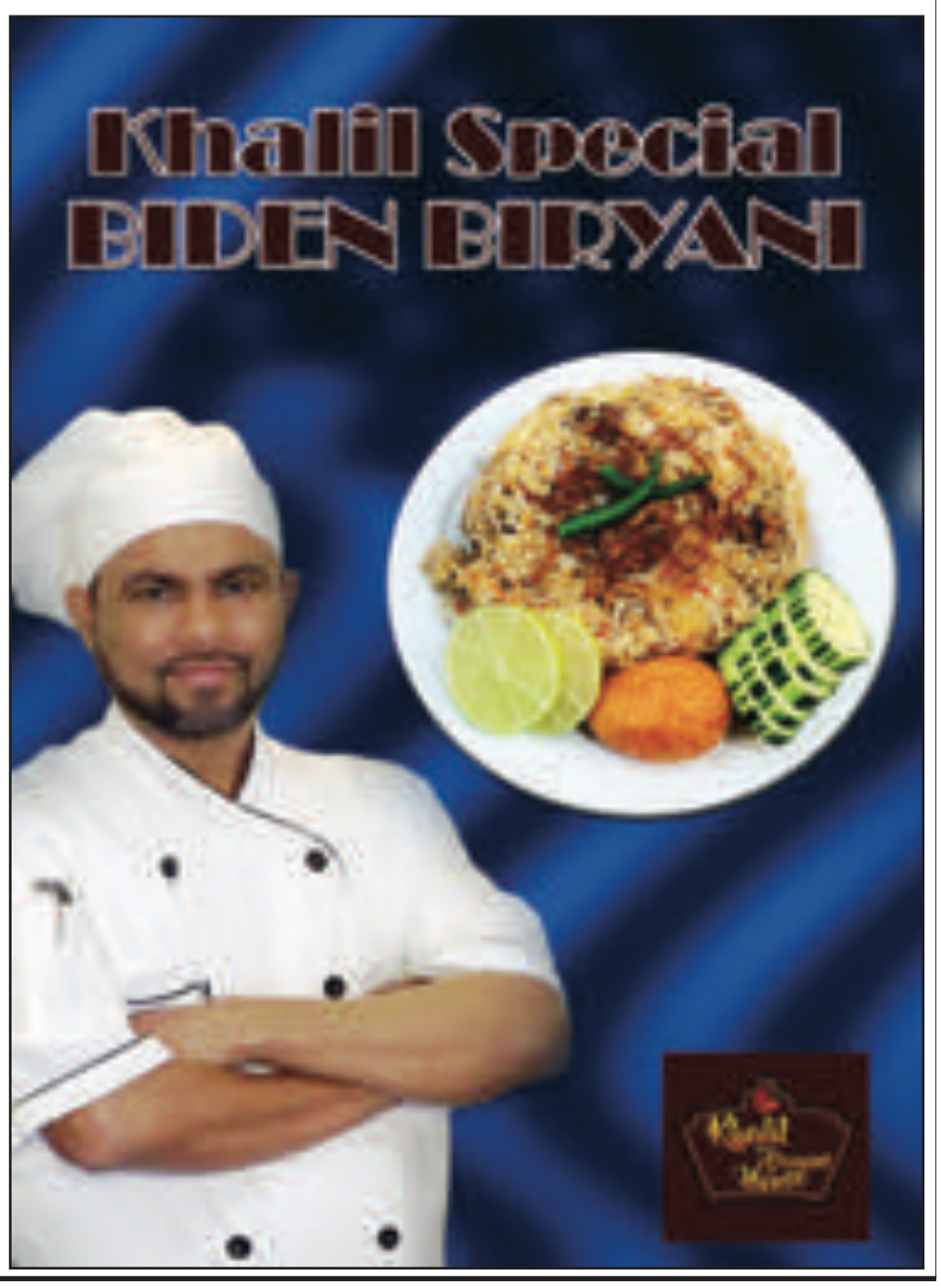
করোনায় ইফতেখার আহমেদ খসরু'র ইন্তেকাল

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের বিশিষ্ট লেখক ইশতিয়াক আহমেদ রুপু'র বড় ভাই, মেট্রো ওয়াশিংটন আওয়ামী লীগ-এর সবেক সাধারণ সম্পাদক ইফতেখার আহমেদ খসরু'র লাইভ সাপোর্ট খুলে নেয়া হয়েছে। পারিবারিক সিদ্ধান্তে বুধবার (৯ ডিসেম্বর) সকাল ১১টা ০২ মিনিটে তার লাইভ সাপোর্ট বিচ্ছিন্ন করা হয়। তার শরীরের কোন অঙ্গ কাজ না করায় চিকিৎসদের পরামর্শেরই এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র ও এক কন্যা, নাতনী এবং তিন ভাই সহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। তিনি মেরিল্যান্ড ষ্টেটের মন্টগোমারী হাসপাতালে কভিড-১৯ পজিটিভ সনাক্ত হয়ে লাইভ সাপোর্টে ছিলেন। এছাড়াও তিনি অন্যান্য শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন। প্রায় চার সপ্তাহ আগে তিনি করোনায় আক্রান্ত হন। সুনামগঞ্জ শহরের সন্তান ইফতেখার আহমেদ খসরু ১৯৮৮ যুক্তরাষ্ট্র আগমন করেন। মেরিল্যান্ডের আর ফেরদৌস মেমোরিয়াল গার্ডেনস এ বুধবার বাদ জোহর নামাজে জানা শেষে মেরিল্যান্ডেই তার মরদহ দাফন করা হয়। মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায় ছোট ভাই ইশতিয়াক আহমেদ রুপু সবার দোয়া কামনা করেছেন। এদিকে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ এক শোক বার্তায় ইফতেখার আহমেদ খসরু'র মৃত্যুতে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন।











বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে অস্ত্র সমর্পণ করছেন বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকী। বঙ্গবন্ধুর পাশে (ডানে) দাঁড়িয়ে আনোয়ারুল আলম শহীদ। ছবি: সংগ্রহ

রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন সম্পন্ন

প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ার উল আলম-এর ইন্তেকাল





বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আনোয়ারুল আলম শহীদ। সাথে বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকী ও ড. নুরুন নবী। ছবি: সংগ্রহ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বিজয়ের মাসেই চলে গেলেন প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা, অ্যাম্বাসাডর ও সচিব কর্নেল আনোয়ার উল আলম শহীদ (৭৩)। টাঙ্গাইল তথা দেশের এই কৃতি সন্তান বৃহস্পতিবার (১০ ডিসেম্বর) দুপুর ১২টা ৪০ মিনিটে ঢাকার ইউনাইটেড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউন)। তাঁর বড় সখ ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের বিজয়ের ৫০তম বার্ষিকী পালন করা। মরণঘাতি করোনা তাঁর শেষ ইচ্ছা পূরণ হতে দিলো না। তিনি সেক্টর কমান্ডারস ফোরামের সহ সভাপতি ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যা সহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও শুভাকাঙ্খী রেখে যান।

জানা যায়, গত ১ নভেম্বর তার মাথায় টিউমারের জটিল অপারেশন হয় ১১ ঘন্টা ধরে। তিনি পরবর্তিতে সুস্থ হয়ে উঠছিলেন। কিন্তু সপ্তাহ খানেকের মধ্যে হাসপাতালে থাকাকালেই তিনি করেনাক্রান্ত হন। এরপর থেকে তিনি লাইফ সাপোর্টে ছিলেন।

টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলার বাংড়া ইউনিয়নের ইছাপুর গ্রামে ১৯৪৭ সালে কর্নেল আনোয়ার উল আলম শহীদ-এর জন্ম। তাঁর পিতা ছিলেন বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, আলেম, টাঙ্গাইলে ব্রিটিশবিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনের অন্যতম নেতা এবং শের ই বাংলা একে ফজলুল হকের সহচর মৌলভী আব্দুর রহিম ইছাপুরী এবং মাতার নাম বেগম ঈদ উন নেছা।

আনোয়ার উল আলম শহীদ ১৯৬২ সালে ছাত্ররাজ-নীতিতে যুক্ত এবং বাঙালীর স্বাধিকার আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ (বর্তমানে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ) টাঙ্গাইল জেলা শাখার সভাপতি ছিলেন তিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন আনোয়ার উল আলম এসএম হলের জিএস ছিলেন। সে সময় বঙ্গবন্ধুসহ জাতীয় নেতাদের সঙ্গে তার পরিচয় গড়ে ওঠে। বঙ্গবন্ধু'র ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের সময় তিনি মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাঁর নিজ এলাকা টাঙ্গাইলে কাদের সিদ্দিকীর সাথে 'কাদেরিয়া বাহিনী' গড়ে তোলেন। তিনি ছিলেন ওই বাহিনীর উপ প্রধান। মুক্তিযুদ্ধের পর তাঁকে রক্ষী বাহিনীর উপ পরিচালক হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়। ১৯৭৫- এর পর আনোয়ার উল আলমকে সেনাবাহিনীতে লে. কর্নেল হিসাবে আত্মীকরণ করা হয়। ১৯৭৭ সালে তাঁকে কর্নেল পদে পদোন্নতি দিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ে তাঁর চাকুরী ন্যাস্ত করেন তদানীন্তন সরকার। সেই থেকে চাকুরী শেষ দিন পর্যন্ত তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের বিভিন্ন পদে দেশে-বিদেশে কাজ করেছেন।

আনোয়ার উল আলম জাকার্তায় বাংলাদেশ দূতাবাসে ফার্স্ট সেক্রেটারী ছিলেন। জাকার্তা থেকে বদলি হয়ে যান কুয়ালালামপুরে, পরে ব্রুনাই, হংকংয়ে বাংলাদেশ দূতাবাসেও চাকরি করেন তিনি। শেষে সচিব মর্যাদায় বাহরাইন ও স্পেনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করেন। বাহরাইন, স্পেনে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্বপালন সহ তিনি ১৯৯১ সালের পর পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের চীফ অফ প্রটোকল ছিলেন। ২০০৭ সালে সচিব হিসাবে অবসরগ্রহণ করেন। চাকরি থেকে অবসরে যাওয়ার পর টাঙ্গাইলে পৈতৃক ভিটায় 'শহীদ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর' গড়ে তোলেন আনোয়ার উল আলম।

মহান মুক্তিযুদ্ধে আনোয়ার উল আলম শহীদের অবদান অপরিসীম। মুক্তিযুদ্ধের সময় কাদেরীয়া বাহিনীর বেসামরিক প্রধান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। একই সাথে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও মনোবল বৃদ্ধির জন্য ১৯৭১ সালে কাদেরীয়া বাহিনীর হেডকোয়ার্টার থেকে প্রকাশিত মুক্তিবাহিনীর মুখপত্র 'রণাঙ্গন' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 'রণদূত' ছদ্মনামে আনোয়ার উল আলম শহীদ সেই পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। মরহুম আনোয়ার উল আলম শহীদের স্ত্রী ডা. সাঈদা আলম মিডিয়াকে জানান, তিনি (আনোয়ার উল আলম শহীদ) দীর্ঘ দিন ধরে বিভিন্ন জটিল রোগে ভুগছিলেন। শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) বাদ জুমা ঢাকার বনানী আর্মি কবরস্থানে তার মরদেহ দাফন করা হবে। **জানাজা ও দাফন:** এদিকে প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা, সাবেক সচিব ও অ্যাম্বাসাডর কর্নেল আনোয়ারুল আলম শহীদ-এর নামাজে জানাজা শুক্রবার বাদ জুম্মা অনুষ্ঠিত হয়েছে। করোনা পরিস্থিতির কারণে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত লোকের উপস্থিতিতে জানাজা ও দাফন সম্পন্ন করা হয়। জানাজা শেষে যথাযোগ্য রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বনানী সামরিক কবরস্থানে তার মরদেহ দাফন করা হয়। এর আগে বাদ জুমা ঢাকা সেনানিবাসে কেন্দ্রীয় মসজিদে জানাজার নামাজ আদায় করা হয়। সেখান থেকে তাঁর মরদেহ কামানবাহী শকটে কবরস্থান এলাকায় নিয়ে আসা হয়। মরদেহ দাফনের পর বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান সহ অন্যান্য প্রতষ্ঠান/সংস্থা'র পক্ষ থেকে ফুলের তোড়া দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়। এছাড়াও টাঙ্গাইল জেলা সমিতি, ঢাকার পক্ষ থেকেও তাঁর কবরে ফুলের তোড়া দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়। **শোক প্রকাশ:** টাঙ্গাইলের কৃতি সন্তান, বীর মুক্তিযোদ্ধা, অ্যাম্বাসাডর ও সচিব কর্নেল আনোয়ার উল আলম শহীদ-এর ইন্তেকালে তাঁর রণাঙ্গনের সাথী, একুশে পদকপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, নি-উজার্সীর প্লেইন্স বরো সিটির কাউন্সিলম্যান ড. নুরুন নবী এক শোক বার্তায় গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন। এছাড়াও টাঙ্গাইল প্রেসক্লাব ও নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবিএম সালাহউ-দ্দিন আহমেদ এক শোক বার্তায় গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন।





আমরা আপনাদের জন্য এখানে রয়েছি

এমনকি অনির্দিষ্ট সময়েও, আমরা আপনাকে কভার করে রেখেছি।

আপনার পরিস্থিতি যাই হোক বা আপনার জীবনে যেকোন পরিবর্তনই হোক না কেন কোন অসুবিধা নেই, NY State of Health আপনাকে উচ্চ-গুণমান সম্পন্ন স্বাস্থ্য পরিচর্যা কভারেজ খুঁজতে সাহায্যের জন্য এখানে রয়েছে:

- বিনামূল্যের প্রতিরোধমূলক পরিচর্যা
- কম বা কোন প্রিমিয়াম নেই
- কম আনুষঙ্গিক খরচ

প্ল্যানগুলি তুলনা করার জন্য, আপনার খরচ কম করতে আর্থিক সহায়তার আবেদন করার জন্য, এবং আপনার জন্য উপযুক্ত প্ল্যানটি বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে স্থানীয় স্বাস্থ্য বীমা সহায়কদের কাছ থেকে বিনামূল্যে সাহায্য পেতে ফোন করুন বা অনলাইনে যান।

1 জানুয়ারী, 2021 থেকে কভারেজ শুরু করার জন্য আপনার প্ল্যানটি খুঁজুন এবং 15 ডিসেম্বরের মধ্যে নথিভুক্তি করুন।

ফোন করুন: 1-855-355-5777
TTY: 1-800-662-1220

এই সাইটে দেখুন: nystateofhealth.ny.gov

nystateofhealth™
The Official Health Plan Marketplace

অত্যাধুনিক 'মিনি শহর' হচ্ছে ফেঞ্চুগঞ্জ

(শেষের পাতার পর)

মিল-ইন্ডাস্ট্রি। সরকার সংশ্লিষ্টদের অসহযোগিতা, তথ্যগত ঘাটতি, নিরাপদ পরিবেশ প্রতিবেশে, ঝুঁকির কারনে বর্তমানে বিনিয়োগ বিমুখও হচ্ছেন বেশিরভাগ প্রবাসী। একান্ত প্রয়োজন না হলে কোন প্রবাসী দেশে কিছু করতে চাচ্ছেন না। কারন বিনিয়োগ অভিজ্ঞতা সুখকরও নয় তাদের। ত্যক্ত এহেন পরিস্থিতির মধ্যে বদলে দেয়ার মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে এসেছেন এক প্রবাসী। দেশের জন্য 'বদলাও - বদলে দাও' যেন তার অন্তরাত্মার শ্লোগান। ঘটনা যেন এমনই, তার নি:স্বার্থ বিনিয়োগে বদলে যাচ্ছে সিলেটের শিল্প নগরী ফেঞ্চুগঞ্জ। এ নগরী এখন বিদ্যুৎ উৎপাদনে দেশের এক মডেলও। এখন নতুন রূপ পাচ্ছে উন্নয়ন নগরীতে। এরূপের রূপকার স্যার এনাম উল ইসলাম।

ফেঞ্চুগঞ্জ বাংলাদেশের সিলেট জেলার অন্তর্গত একটি উপজেলা। দেশের সর্ববৃহৎ হাওর হাকালুকি ও কুশিয়ারা নদীর তীরে অবস্থিত এ উপজেলাটি। ১৯০৭ সালে গঠিত হয় ফেঞ্চুগঞ্জ থানা। ১৯৮০ সালে উপজেলার স্বীকৃতি ফেঞ্চুগঞ্জ। এ উপজেলার ৫টি ইউনিয়ন। এর মধ্যে একটি ফেঞ্চুগঞ্জ ইউনিয়ন। স্থানীয় থানা রোড হয়ে সামান্য সামনেই ১নং ফেঞ্জুগঞ্জ ইউনিয়নের অবস্থান। ইউনিয়নের প্রসিদ্ধ গ্রাম হলো কেএমটিলা। এজনপদের যশ-খ্যাতি থাকলেও শিগগিরই নতুন মাত্রিকে পরিচিত পেতে যাচ্ছে এক 'মিনি শহর' হিসেবে। কেএমটিলার কৃতিমান ব্যক্তিত্ব হলেন স্যার এনাম উল ইসলাম। দাদা-পিতার মতো তিনিও বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত বৃটিশ। ৩৫ বছর পূর্বে কলেজ পড়ুয়াকালীন সূদূর সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারে টেমস নদীর পারে নোঙ্গর টেনেছিলেন। সেখানে গড়েছেন জীবনের কর্মবীরত্ব। তার নামের পূর্বে বৃটিশ সরকার জুড়ে দিয়েছে 'স্যার' পদবীর অলংকার। একনামে পরিচিতি এখন তার 'স্যার এনাম'। নিজ উদ্যোগেই শুরু করেছেন এলাকায় উন্নয়ন বিপ্লব। তার ছোঁয়ায় আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধার সমন্বয়ে দেশে উন্নয়নের অনন্য মডেল হতে যাচ্ছে কেএমটিলা। এ টিলায় তাঁর উদ্যোগে নিমার্ণযজ্ঞ চলছে বহুমুখী উন্নয়ন প্রকল্পের। প্রাক্কলিত ব্যয় ৫ (পাচ) শত কোটি টাকা হলেও এখন ১১ (এগার) শত টাকা ব্যয়ে যেয়ে দাঁড়িয়েছে। গৃহিত চলমান এ প্রকল্পে রয়েছে ৩তলা বিশিষ্ট সেন্ট্রাল এসি সমৃদ্ধ হাজী আব্দুল জলিল গ্রাউন্ড মসজিদ, স্যার এনামুল ইসলাম ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট স্যার এনামুল ইসলাম ফাউন্ডেশন হাসপাতাল (হেলিপ্যাডসহ), দশ তলা বিশিষ্ট বহুতল মার্কেট, দশতলা বিশিষ্ট শিক্ষা ভবন, বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক এলাকা হাজী আব্দুল মছব্বির পল্লী। এ স্থাপনার কার্যক্রমে উপকৃত হবে স্থানীয় সাধারন মানুষ। এছাড়া ফেঞ্চুগঞ্জ কলেজের পাশে প্রস্তাবিত ফাইবার অপটিকেল ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠার কাজও অগ্রসরমান।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, মসজিদ কেবল মসজিদ নয়, গবেষণার কেন্দ্র হিসেবে রূপ দেয়া হবে। স্যার এনাম নিজ দাদার নামে নির্মাণাধীন 'হাজী আব্দুল জলিল গ্রান্ড মসজিদ' দেশী বিদেশী বিভিন্ন উপরণ দিয়ে আরামদায়ক ও পরিবেশবান্ধব করে গড়ে তোলা হচ্ছে। মুসল্লীরা যাতে স্বস্তিতে সালাত আদায় করতে পারে সে ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এ কমপ্লেক্সের অধীনে থাকবে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে মেধার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের স্কলারশীপের ব্যবস্থাও থাকবে। মুসলমানদের প্রাত্যহিক জীবনের অনেক কিছু জানা যাবে এখানে। এছাড়া স্যার এনাম উল ইসলামের সম্পুর্ন ব্যক্তি উদ্যোগে নির্মিত এ



প্রকল্পের আওতায় আরও রয়েছে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট অত্যাধুনিক হাসপাতাল যেখানে হেলিপ্যাডের ব্যবস্থা থাকবে মুমূর্ষু রোগীদের উন্নত জায়গায় পাঠানোর জন্য। বহুতল মার্কেটে ও শিক্ষাভবনে থাকবে অফিস, ব্যাংক, বীমা, দোকান ফিমেল কলেজ, মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ইত্যাদি। স্থানীয় আবাসিক পল্লীতে থাকার সুব্যবস্থা থাকবে সর্ব সাধারনের। এছাড়া একজন ক্রীড়ামোদি হিসেবে সুপরিচিতি পেয়েছেন স্যার এনাম উল ইসলাম। ইতিমধ্যে একাধিক টুনামেন্টের আয়োজন করে ব্যাপক সাড়া পেয়েছেন। চলতি মাসের ১২ই ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে স্যার এনাম উল ইসলাম ফাউন্ডেশন নাইট ক্রিকেট টুর্ণামেন্ট। জমকালো পরিবেশে নিরাপদ ব্যবস্থায় এ টুর্ণামেন্টের আয়োজন করছেন। একই সাথে আকর্ষণীয় পুরুস্কার ঘোষনা করেছেন তিনি। নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, উচ্চশিক্ষিত স্যার এনাম অনন্য মেধার পাশাপাশি বিত্ত বৈভবও ব্যাপক। জনকল্যানে কাজ করার ইর্ষনীয় মানসিকতা তার। ইংল্যান্ডে ফিন্যান্সিয়াল ট্রেডার্স ও বিল্ডার্স ব্যবসার সাথে জড়িত তিনি। ব্যবসায়ী স্যার এনাম ব্রিটেনের সর্বোচ্চ এক করদাতা। তারপরও মনে টেনে নিয়ে এসেছে জন্মভূমির জন্য কিছু করার। সেই অভিপ্রায়ে শুরু করেন উন্নয়ণ গাথাঁ। স্থানীয় মানুষের সহযোগীতা সমর্থনও তাকে এ উন্নয়ন কাজে আপ্লুত ও অনুপ্রানীত করেছে। কর্মসংস্থান, অসহায়দের সহায়তা ও জাতি ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের পাশে নিরলসভাবে কাজ করছেন তিনি। তার স্যার এনাম উল ইসলাম ফান্ডেশন নামে আন্তর্জাতিক একটি চ্যারেটি সংগঠন রয়েছে তার। যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টারে তার হেড অফিস। এ সংগঠন ফিলিস্তিন, সোমালিয়া সহ পার্শ্ববর্তী দেশ কলকাতার অসহায় মুসলমানদের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা খাতে রাখছে অবদান। নিজ দেশে বাংলাদেশে উন্নয়ন প্রকল্পে বিনিয়োগের আহবান পেয়েছেন বর্তমান সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকেই তিনি। সেই আহবানে সাড়া দিয়ে, পরামর্শক্রমে নিজ জন্মভূমিতেই প্রকল্প শুরুর উদ্যোগ নেন। আগামী বছর থেকে প্রতি বছরে ১০০টি গৃহহীন পরিবারকে গৃহ নির্মান করে দেয়ার উদ্যোগ গ্রহন করেছেন তিনি। করোনাকালীন প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলেও তিনি এক কোটি টাকা অনুদান দিয়েছেন। বৃটেনে স্যার উপাধিপ্রাপ্ত চার জন বাঙালীর একজন হলেন স্যান এনাম উল ইসলাম।

এদিকে, বিশাল এই প্রকল্পের প্রধান প্রকৌশলী কফোর্ট বিল্ডিং ডিজাইনের সত্ত্বাধিকারী ইঞ্জিনিয়ার মঈনুল ইসলাম চৌধুরী জানান, এ প্রকল্পটি বহুমুখী এবং অনেক বিশাল। বড়। প্রকল্পের গুণগত মানের আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, এতে দেশের ও স্থানীয় মানুষের ভাগ্য বদলের যাবে, সেই সাথে নিশ্চিত হবে উন্নত চিকিৎসা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেবা।

প্রকল্প পরিচালক খলিলুর রহমান চৌধুরী বলেন, জণকল্যানে মানসিকতা নিয়ে এ প্রকল্পগুলোর অবকাঠমোগত উন্নয়ন শুরু হয়েছে। প্রতিদিন ২০০/২৫০'শ শ্রমিক নির্মাণযজ্ঞে কাজ করছে।

প্রবাসী স্যার এনাম উল ইসলাম জানান, এ উন্নয়ন প্রকল্প স্যার এনাম উল ইসলাম ফাউন্ডেশনের মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রিত হবে। একান্ত ফি সাবিলিল্লাহ বা সদকায়ে জারিয়া হিসেবে এ প্রকল্পগুলো। ব্যক্তিগত কোন লাভে এ প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে তোলছেন না তিনি। তার গৃহিত প্রকল্পে ১১শ কোটি টাকা ব্যয় হবে বলে জানান তিনি। তিনি এই বলেন, বাংলাদেশে প্রচুর সমাজ উন্নয়ন ও জনকল্যাণ মুলক জনসেবা ধর্মী কাজ করতে চান। তিনি বলেন, ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার প্রকল্পে একাধিক মুফতি কাজ করবেন। এখানে শরীয়াহ গবেষণাগার, ইসলামী মিউজিয়াম, লাইব্রেরী, মহিলাদের নামাজের স্থানসহ বিভিন্ন বিভাগ থাকবে।

স্থানীয় ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা নূররুল ইসলাম বলেন, যুগান্তকারী এ উন্নয়ন পদক্ষেপ গ্রহন কেবল নয়, বাস্তবে কাজ শুরু করে দিয়েছেন স্যার এনাম। অঁজেয় পাঁড়া গায়ে এ উন্নয়ন অবিশ্বাস্য। আমরা সর্বাত্নকভাবে তার সফলতা কামনা করি। প্রস্তুত রয়েছি সহযোগীতার। ফোকাস হওয়ার জন্য নয়, একান্ত জন-হিতকর এ উদ্যাগ তার। ব্যবসায়িক কোন দৃষ্টি ভংঙ্গি নয়, মানুষের কল্যানে এ পদক্ষেপ নিয়েছেন স্যার এনাম। এ গুনী ব্যক্তির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। এলাকাটি শিগগিরই উন্নয়ন বিপ্লবের মডেল হতে চলছে দেশের। একজন প্রবাসীর অর্থ শুধু নয়, মেধার পরিচয় ফুঠে উঠছে গৃহিত প্রকল্পের কর্মযজ্ঞে। তিনি বলেন, স্যার এনামের পথ ধরে হয়তো আগামীতে নিজ এলাকার উন্নয়নে এগিয়ে আসবেন অনেক প্রবাসী। তাদের হাতে উন্নতির শিখরে পৌছে যাবে স্থানীয় জনগোষ্টি ও দেশ। সেই সাথে কর্মসংস্থানের সুযোগে উপকৃত হবে বেকার শিক্ষিতরা।

নিউ ইয়র্কবাসীগণ মন দিয়ে শুনুন:
COVID-19 এর বিস্তার রোধ করুন



nyc.gov/health/coronavirus

NYC Health
Bill de Blasio মেয়র
Dave A. Chokshi, MD, MSc হেলথ কমিশনার



দ্যা নিউইয়র্ক টাইমস-এ প্রতিবেদন

আবারো আলোচনায় বাংলাদেশী আলেম মুফতি ইসমাঈল





বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: মহামারী করোনাভাইরাস শুরুর দিকে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে করোনায় মৃতদের জানাজা পড়িয়ে প্রশংসিত হয়েছিলেন বাংলাদেশী আলেম, নোয়াখালীর কৃতি সন্তান, নি-উইয়র্ক আন-নূর কালচারাল সেন্টারের প্রিন্সিপাল মুফতি মুহাম্মদ ইসমাঈল। তখন দেশী ও আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় বিষয়টি ব্যাপক আলোচিত হয়। তবে, শুধু জানাজায় সীমাবদ্ধ ছিলেন না এই আলেম। করোনা মহামারিতে বিপর্যস্ত নিউইয়র্কবাসীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। ঘরবন্দি মানুষের বাড়ী বাড়ী গিয়ে পৌঁছে দিয়েছেন হালাল খাবার। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রিয় গণমাধ্যম 'নি-উইয়র্ক টাইমস' পত্রিকার একটি প্রতিবেদনে তিনি আবারো আলোচনায় আসেন।

গত ৩ ডিসেম্বর বিশ্বখ্যাত নিউইয়র্কের প্রভাবশালী পত্রিকা 'দ্যা নিউইয়র্ক টাইমস'-এ যুক্তরাষ্ট্রের করোনা স্বেচ্ছাসেবীদের সেবা কাযক্রম নিয়ে একটি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সেখানে অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবীদের সাথে মুফতি ইসমাইলের করোন-াকালীন মানবসেবার সাহসী ভূমিকার ভূয়শী প্রশংসা করা হয়। এতে বলা হয়, করোনাকালে মানবিক সেবাদানের জন্য বাংলাদেশের এক ইমাম তাঁর মসজিদ আন-নূর কালচারাল সেন্টারকে একটি অস্থায়ী স্টোর হাউসে রূপান্তর করেন; স্টোর হাউজে তিনি হালাল খাদ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মজুদ করে বিনামূল্যে নিউইয়র্কের ঘরবন্দি মানুষের ঘরে ঘরে পৌছে দেন। এছাড়াও প্রতিদিন সোশাল মিডিয়ায় করোনা সংক্রান্ত বিভিন্ন ভিডিও এবং খবরাখবর পোষ্ট করে মানুষকে সচেতন করেন। বর্তমানেও বিরতিহীনভাবে মানুষকে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন এই সাহসী আলেম।

জানা গেছে, জনদরদী মুফতি ইসমাঈল করোনা আক্রান্তদের সেবা দিতে গিয়ে নিজেও করোনায় আক্রান্ত হন। নিউইয়র্কে করোনায় দ্বিতীয় ঢেউ আঘাত হানায় ফের তিনি জোর সেবা কার্যক্রম শুরু করেছেন। নিজ উদ্যোগে করোনায় মৃতদের জন্য কবর খরিদ করে মৃত লাশ দাফন করছেন।

বাংলাদেশেও করোনার শুরু থেকে তার প্রতিষ্ঠিত সেবা সংস্থা 'আন-নূর হেল্পিং হ্যান্ড' আলেম-উলামা, অসহায় পথশিশু, বেকার শ্রমিকসহ দরিদ্রদের মাঝে ত্রাণ সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। গত ঈদুল আযহায় উত্তরবঙ্গসহ বেশ কয়েকটি জেলায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে কুরবানীর গোশত বিতরণ করা হয়। বর্তমানে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও মুন্সিগঞ্জে বেদে পল্লীতে অসহায় বেদে সম্প্রদায়কে খাদ্য, নলকূপ স্থাপনসহ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে যাচ্ছে সংস্থাটি। এছাড়াও শীতে দরিদ্র মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণের উদ্যোগ নিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশী আলেম মুফতি ইসমাইল বলেন, 'মানবসেবাকে আমরা ইবাদত ও ঈমানী দায়িত্ব মনে করি। করোনার শুরু থেকেই নিউইয়র্ক ও বাংলাদেশে আমাদের সেবা কার্যক্রম চলমান। তিনি আরও বলেন, করোনায় দ্বিতীয় ঢেউ শুরু হওয়ায় আন-নূর মসজিদ ও আন-নূর কালচারাল সেন্টারকে নিউইয়র্কবাসীর জন্য উন্মোক্ত করে দেয়া হয়েছে। দাতাদের অনুদানে বিনামূল্যে খাদ্য, স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি দাতা ও শুভাকাঙ্খীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, আমরা সকল শুভাকাঙ্খী ও দাতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, মহান আল্লাহর কাছে তাদের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সার্বিক কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করছি'।



নিউইয়র্ক প্রবাসী বাপনের মাতৃ বিয়োগ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্ক প্রবাসী শেখ আবু সাদিক (বাপন)-এর মাতা মোসাম্মৎ কুসুম (৯০) ঢাকায় ইন্তেকাল করেছেন। বাংলাদেশ সময় বুধবার (৯ ডিসেম্বর) রাত আড়াইটার দিকে মোহাম্মদপুরস্থ মিলিনিয়াম হাসপাতালে চিকিৎ-সাধীন অবস্থায় শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউন)। মৃত্যুকালে তিনি ৪ কন্যা ও একমাত্র পুত্র সহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। খবর ইউএনএ'র।

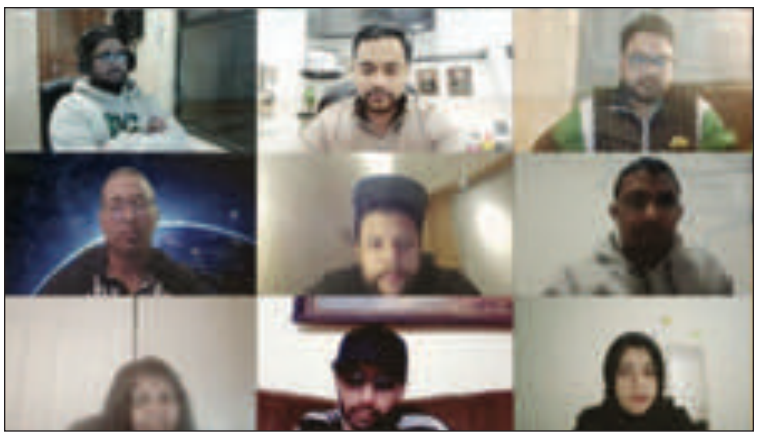
নিউইয়র্ক সিটির উডসাইডে বসবাসকারী শেখ আবু সাদিক (বাপন) জানান, শারীরিকভাবে অসুস্থবোধ করায় এক সপ্তাহ আগে তার মা মোসাম্মৎ কুসুম-কে মিলিনিয়াম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি নিমোনিয়ায় ভুগছিলেন। মরহুমা মিরপুরস্থ পুত্রের বাসায় বড় কন্যার সাথে বসবাস করতেন। তার মরদেহ বাগেরহাট জেলার কুচুয়া উপজেলার যোশোর্দী গ্রামের পারিবারিক কবর স্থানে দাফন করা হবে। শেখ আবু সাদিক (বাপন) তার মায়ের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায় সবার দোয়া কামনা করেছেন।





কোর্স শেষে ইন্টার্নশিপের সুযোগ দিচ্ছে ট্রান্সফোটেক একাডেমি

আকিব মাহমুদঃ পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে এ সময়ের তরুণরা একটু অন্যভাবে চিন্তা-ভাবনা করেন। তারা আজকাল এমন কোনো পেশায় যুক্ত হতে চান, যেখানে শুধু অর্থ নয়, পেশাগত চ্যালেঞ্জও উপভোগ করার সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া সময়ের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে বিশ্ব, পরিবর্তন আসছে শিক্ষা ব্যবস্থায়। কারণ শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি ছাড়া দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব হয় না। তাই শিক্ষা ক্ষেত্রেও এসেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া। ফলে নিজের ভবিষ্যৎকে সম্ভাবনাময় করে তুলতে শিক্ষার্থীরা ঝুঁকছেন আইটি সেক্টরে। আর তরুনদের সঠিক নির্দেশনা দিয়ে তাদের ক্যারিয়ার বিল্ডআপ করতে কাজ করে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের মেইনস্ট্রিম আইটি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ট্রান্সফোটেক একাডেমি। নিজস্ব ক্যাম্পাস, দক্ষ ইন্সট্রাক্টর এবং ইউনিক সিক্স স্টেপ প্রসেসের মাধ্যমে প্রশিক্ষন প্রদান করে একাডেমিটি তাদের সক্ষমতা প্রমান করেছে ইতিমধ্যেই। সম্প্রতি নিউইয়র্কের "কিউএ ইঞ্জিনিয়ারিং" প্রশিক্ষন প্রদান করা একাডেমিগুলোকে পেছনে পেলে শীর্ষস্থান দখল করে নিয়েছে ট্রান্সফোটেক একাডেমি।



বর্তমানে পপ্রশিক্ষন প্রদানের পাশাপাশি কোর্স/প্রশিক্ষন শেষ হবার পরে ইন্টার্নশিপের সুযোগ দিচ্ছে ট্রান্সফোটেক একাডেমি। তাছাড়া থাকছে লাইফটাইম ক্লাসরুম এক্সেস। কোর্স শেষ হবার পরেও কোনো বিষয়ে নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হলে শিক্ষার্থীরা চাইলে সরাসরি ক্লাসরুমে এসে ক্লাস করতে পারবেন।

এই ব্যাপারে জানতে চাইলে ট্রান্সফোটেক একাডেমির পরিচালক আশরাফ সিদ্দিকি বলেন, "প্রশিক্ষন দিলেই একাডেমিগুলোর দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না, শিক্ষার্থীদের জবপ্লেসমেন্ট নিশ্চিত করা, তাছাড়া কর্পোরেট সেক্টরের বিভিন্ন রীতিনীতির সাথে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেয়াও একাডেমিগুলোর দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পরে। আমরা শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নশিপের সুযোগ এবং কোর্স শেষে জব ফেয়ারের মাধ্যমে চাকরিদাতা ও চাকরিতে আগ্রহীদের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরির মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছি। তাছাড়া আমরা প্রশিক্ষনের পাশাপাশি জবপেসমেন্ট এর জন্যেও প্রস্তুত করে থাকি। " তাই কোর্স শেষ হবার পরে ইন্টার্নশিপ এর জন্য ট্রান্সফোটেক একাডেমিকেই বেছে নিতে পারবে শিক্ষার্থীরা। ইন্টার্নশিপ ভাতা এবং ইন্টার্নশিপ শেষে সার্টিফিকেটও প্রদান করবে ট্রান্সফোটেক একাডেমি বলেও জানান তিনি।

উল্লেখ্য বাংলাদেশী-আমেরিকান শেখ গালিব রহমান এর প্রতিষ্ঠিত ট্রান্সফোটেক একাডেমিতে প্রশিক্ষন নিয়ে আইবিএম, গুগল, মাইক্রোসফট, ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব লেবার সহ বিশ্বের বিভিন্ন কোম্পানীতে চাকরি করছে প্রতিষ্ঠানটির একাধিক শিক্ষার্থী। তাছাড়া আমেরিকা, বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, পাকিস্তান থেকেও প্রতিষ্ঠানটিতে চাকরি করছেন অর্ধ শতাধিকেরও বেশি কর্মী।

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



ঘরে বসেই প্রিয়জনের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

$২১ প্রতি ঘন্টা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

মুক্তিযুদ্ধ এবং ববিতা

অভি মঈনুদ্দীন: মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রখ্যাত অভিনেত্রী ববিতা পুরান ঢাকার গেন্ডারিয়ার বাসাতেই অবস্থান করেছিলেন পুরো ৯ মাস। এ সময়টায় তিনি কোনো সিনেমার শুটিংয়ে গোপনেও অংশ নিতে পারেননি। তাছাড়া তার বাবারও অনুমতি ছিল না। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ববিতা বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধ আমাদের বাংলাদেশী জাতির গর্বের ইতিহাস। এ যুদ্ধে আমরা হারিয়েছি আমাদের প্রিয়জনদের। আমাদের পরিবারও হারিয়েছে এ দেশের মেধাবী সন্তান ও জাতির গর্ব জহির রায়হান অর্থাৎ আমার বড় বোনের স্বামীকে।



মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন আপা (সুচন্দা) এবং দুলাভাই কলকাতায় চলে যান। এই জহির ভাইয়ের খোঁজেই পাক আর্মিরা প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসত। আব্বাকে জিজ্ঞেস করত, জহির ভাই কোথায়? আব্বা বলতেন, জানি না। আমরাও তাকে খুঁজছি। যুদ্ধ শুরুর আগেই কিন্তু আমি সিনেমার নায়িকা হয়েছি। পাক আর্মিরা আমার কথাও জিজ্ঞেস করতেন।' তিনি আরও বলেন, 'আমাদের বাড়িতে ছিল একটি ফ্রন্ট গেট, আরেকটি ব্যাক গেট। যখন পাক আর্মিরা বাসায় আসত আমাদের খোঁজে, তখন আমি, চম্পা ও আমার ভাই- আমরা সবাই ব্যাক গেট দিয়ে বের হয়ে অন্য বাড়িতে লুকিয়ে থাকতাম।

এভাবেই ভীষণ আতঙ্কের মধ্য দিয়েই আসলে কেটেছে মুক্তিযুদ্ধের পুরোটা সময়। প্রতিদিন নানা ধরনের খারাপ খবর আসত। কাছের মানুষের মৃত্যু সংবাদ আসত। আব্বার ভীষণ মন খারাপ হতো। আমাদেরও মন খারাপ হওয়ার পাশাপাশি ভয়ও ছিল, কখন কী হয়।

গেন্ডারিয়ার বাসা থেকেই দেশ স্বাধীনের খবর শুনেছিলাম। সেই খবর শোনার মুহূর্তটি এখনও চোখে উজ্জ্বল। মাঝে আটচল্লিশ বছর পেরিয়ে গেছে, ভাবাই যায় না। সময় এত দ্রুত চলে যায়, তা মুক্তিযুদ্ধের সময়কাল থেকে এখন পর্যন্ত ভাবলেই শিহরিত হই আমি। বাংলার সূর্য সন্তান, বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং সব বীরাঙ্গনাদের প্রতি রইল আমার পরম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।'

ববিতা জানান, মুক্তিযুদ্ধের আগেই মুস্তফা মেহমুদের 'মানুষের মন' নামের একটি সিনেমার শুটিং করেছিলেন তিনি। এতে তার বিপরীতে ছিলেন নায়করাজ রাজ্জাক। মুক্তিযুদ্ধের পর পরই শুটিং শেষ করার মধ্য দিয়ে সিনেমাটি মুক্তি দেয়া হয়। এই 'মানুষের মন'-ই ছিল স্বাধীন বাংলার মুক্তিপ্রাপ্ত প্রথম সিনেমা। মুক্তিযুদ্ধের আগেই ববিতা নায়িকা হিসেবে নায়করাজ রাজ্জাকের বিপরীতে 'শেষ পর্যন্ত' সিনেমার মাধ্যমে অভিষিক্ত হন।

১৯৭০ সালে তার অভিনীত এহতেশাম পরিচালিত 'পিচ ঢালা পথ' ও নজরুল ইসলাম পরিচালিত 'স্বরলিপি' নামে দুটি সিনেমা মুক্তি পায়। দেশ স্বাধীনের পর সুভাষ দত্ত পরিচালিত 'অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী' সিনেমায় অভিনয় করেন ববিতা। ১৯৭২ সালের ৮ নভেম্বর এটি মুক্তি পায়। এটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গল্পের সিনেমা। ১৯৭৩ সালে খান আতাউর রহমানের 'আবার তোরা মানুষ হ', আলমগীর কবিরের 'কোয়াইট ফ্লু দ্য মেঘনা' ও ইউসুফ জহিরের 'ইয়ে করে বিয়ে' মুক্তি পায়।

ববিতার লিপে সাবিনা ইয়াসমিনের গাওয়া বহুল জনপ্রিয় 'এই পৃথিবীর পরে কত ফুল ফোটে আর ঝরে' গানটি নারায়ণ ঘোষ মিতা পরিচালিত 'আলোর মিছিল' সিনেমার। এটি মুক্তি পায় ১৯৭৪ সালে। ১৯৭৫ সালে শুরু হল জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রথা।

সে বছরই মুক্তিপ্রাপ্ত ববিতা অভিনীত মোহসীন পরিচালিত 'বাদী থেকে বেগম' সিনেমায় অভিনয়ের জন্য ববিতা প্রথমবারই শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে ভূষিত হন। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৭৬ সালে আমজাদ হোসেনের 'নয়নমণি' সিনেমায় এবং এর পরের বছর অর্থাৎ ১৯৭৭ সালে সুভাষ দত্তের 'বসুন্ধরা' সিনেমায় অভিনয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়ে টানা ৩ বছর পুরস্কারপ্রাপ্ত হিসেবে হ্যাটট্রিক করেন ববিতা।

মিথিলার এক মিনিট ১০ সেকেন্ডের ভিডিও ভাইরাল, বিতর্ক!

বিনোদন ডেস্ক: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অন্যের বক্তিগত জীবন এবং ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নিয়ে আজেবাজে কথা বলা, নারীকে উত্ত্যক্ত করা, নারীর বিষয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করা দিন দিন বেড়েই চলেছে। শুক্রবার (১১ ডিসেম্বর) একটি ভিডিওর মাধ্যমে এ ধরণের অনলাইন হেনস্তার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুললেন বাংলাদেশী অভিনেত্রী ও সমাজকর্মী রাফিয়াত রশিদ মিথিলা। ১ মিনিট ৯ সেকেন্ডের সেই ভিডিওতে মিথিলা বেশ শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন।



তার কথায়, প্রত্যেকটি মানুষেরই একটি ব্যক্তিগত জীবন থাকে। সেখানে তার ভালো লাগা, খারাপ লাগা এবং নিজস্ব কিছু সিদ্ধান্ত থাকতে পারে। সেই সিদ্ধান্ত যদি অন্য কারও জীবনকে প্রভাবিত না করে, তা হলে তা নিয়ে চর্চা করাটা সম্পূর্ণ অবাঞ্ছনীয়। তিনি বলেন, কিন্তু আমরা অনেকেই আছি যারা অন্যের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে প্রচন্ড উৎসাহী। বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়াতে অন্যের বক্তিগত জীবন এবং ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নিয়ে আজেবাজে কুরুচিকর কথা বলতে দ্বিধা বোধ করি না।

সোশ্যাল মিডিয়াতে নারীকে উত্ত্যক্ত করা, নারীর বিষয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করা, এই বিষয় থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে।

এখানেই থেমে যাননি সৃজিতপত্নী। অন্যকে নিয়ে ভাবনা থামিয়ে, নিজেকে নিয়ে ভাবার বার্তা দিয়েছেন তিনি। এ পৃথিবীকে আরো সুন্দর করে তোলার জন্য অন্যের অনুভূতিকে প্রাধান্য দেওয়ার কথাও বলেন মিথিলা।

তবে মিথিলার এমন পোস্টেও বিতর্ক থেমে নেই। অনেকেই মিথিলাকে অন্যের সমালোচনার পূর্বে নিজেকে শুধরানোর পরামর্শ দিয়েছেন। সাব্বির আহমেদ নামে একজন লিখেছেন, 'এখানে পাবলিক ফিগার সেলিব্রিটি অনেকেই আছে যাদের পাবলিক ভীষণ পজিটিভ নেয়, তিশা আপুকেই দেখেন উনারে নিয়ে তো কেউ কটাক্ষ করে না। ব্যক্তিগত জীবন সবারই আছে, পাবলিক আপনারে উঠাবে পাবলিকই আপনার কুরুচিপূর্ণ কর্মকান্ডের সমালোচনা করবে। অন্যকে জ্ঞান জাহির করবার পূর্বে নিজের কর্মকান্ড ও একটু শুধরানোর অনুরোধ রইলো।'

সবুজ নামে একজন লিখেছেন, 'আদৌ নারী হতে পেরেছেন? হাত বদল হওয়া কুরুচিপূর্ণ মনোভাবাপন্ন একটা সস্তা লোক দেখানো পারসোনা বানিয়ে এসব ভারি কথা বলে কি বুঝাতে চান? আপনার সংসার, প্রেম সবই তো খেলার ছল,নারী আর হয়েছেন কই। হয়েছেন হাসির খোরাক, সস্তা মোটিভেশান সবার থেকেই নেওয়া যায়, আপনার থেকে মানায় না। মানুষ কারো খারাপ তখনি খেয়াল করে যখন তার ভালোটাও দেখে। আজ যারা আপনারে পঁচায় তারাই একসময় আপনারে আকাশে তুলছিলো। আপনি পারেন নাই এত খ্যাতি ধরতে, মনের শয়তানে চিমটি দিছিলো। আর আজকে আপনে হাসির খোরাক, নষ্টের উদাহরণ।'

মিথিলার পেশাগত সাফল্যের চেয়েও বেশি তার ব্যক্তিগত জীবনে সম্পর্কের ভাঙা-গড়া জায়গা করে নিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। বাংলাদেশি গায়ক-অভিনেতা তাহসান রহমান খানের সঙ্গে দীর্ঘ ১১ বছরের দাম্পত্য ভেঙে যাওয়ার পর কলকাতার পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে সোশ্যাল মিডিয়ায় কুরুচিকর ট্রোল, মিম ধেয়ে আসে তার দিকে। অভিনেত্রীর চরিত্র নিয়ে কুরুচিকর কথা বলতেও দ্বিধা বোধ করেনি নেটিজনদের একাংশ।



ওয়াশিংটনে গান্ধীর ভাস্কর্য ভাঙচুর

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ভারতের কৃষি আইনের প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে ভারতীয় দূতাবাসের সামনে মহাত্মা গান্ধীর ভাস্কর্য ভাঙচুর করেছে শিখ-মার্কিন খালিস্তানিরা। গত শনিবার (১২ ডিসেম্বর) ওয়াশিংটনে ভারতীয় দূতাবাসের সামনে মহাত্মা গান্ধীর একটি ভাস্কর্য ভাঙচুর করেছে শিখ-মার্কিন খাস্তিড়নিরা। খবর জি নিউজ ও ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের। ভাস্কর্যের নিচে কাটআউট এবং প্ল্যাকার্ডে নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে স্লোগান লেখা রয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, ঘটনার সময় ওয়াশিংটন পুলিশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের সিক্রেট সার্ভিসের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এ ঘটনায় তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে ভারতীয় দূতাবাস বিবৃতিতে জানিয়েছে, শান্তির প্রতীক হিসেবে বিশ্বনন্দিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে দুষ্কৃতিদের এই খারাপ কাজের কঠোর নিন্দা করছে দূতাবাস। দূতাবাস আমেরিকান আইন রক্ষাকারী সংগঠনের সঙ্গে এর কড়া প্রতিবাদ জানিয়ে ঘটনা তদন্তের জন্য আমেরিকান স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দ্বারস্থ হয়েছে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনে পদক্ষেপ চেয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০০ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর তৎকালীন আমেরিকান প্রেসিডেন্টের উপস্থিতিতে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী গান্ধীর ভাস্কর্যটির আবরণ উন্মোচন করেছিলেন।

বাড়ছে করোনা সংক্রমনের

(শেষের পাতার পর)

তারা হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে স্বাস্থবিধি মেনে চলার জন্য বিশেষ করে মাস্ক ও গ্লোভস এবং হ্যান্ড সেনিটাইজার ব্যবহার ছাড়াও অপ্রয়োজনে বাসার বাইরে না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন স্বাস্থ বিশেষজ্ঞগণ। পাশাপাশি জনসমাগম না করা, নিরাপদ দূরত্বে থেকে বাজার-সদাই করারও পরামর্শ তাদের।

ফ্লোরিডায় বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রিয়মুখ, বিশিষ্ট চিকিৎসক এবং টাইম টেলিভিশন-এর প্রতিদিনের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান 'টাইম এক্সক্লুসিভ' অন্যতম অতিথি আলোচক ডা. বিএম আতিকুজ্জামান গত সপ্তাহে করোনায় আক্রান্ত হয়ে বাসায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন। নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির পরিচিত মুখ, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক, কুলাউড়া এসোসিয়েশন অব ইউএসএ'র প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক সিরাজ উদ্দীন আহমেদ সোহাগ কভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে বর্তমানে বাসায় আইসোলেসনে আছেন। গত ৫ ডিসেম্বর তিনি করোনা পজেটিভ জানতে পারেন। তবে এখন অনেকটা আরোগ্যের দিকে বলেও তিনি জানিয়েছেন। অসুস্থতার কারণে তিনি বন্ধু-বান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীদের ফোন ধরতে পারছেন না। এজন্য তিনি সকলের কাছে দু:খ প্রকাশ করেছেন। তিনি তার আশু আরোগ্যের জন্য সকলের দোয়া কামনা করেছেন।

অপরদিকে নিউইয়র্ক সিটি মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবাদুর রহমান চৌধুরী করোনায় আক্রান্ত হয়ে বাসায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তিনি বাংলাদেশ অবস্থান করছেন। কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট, রাজনীতিক ও সাংবাদিক হাকিকুল ইসলাম খোকন করোনায় আক্রান্ত হয়ে বর্তমানে বাসায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তিনি প্রায় এক সপ্তাহ এস্টোরিয়ার মাইন্ট সিনাই হাসপাতালে চিকিৎসা শেষে গত শনিবার (১২ ডিসেম্বর) বাসায় ফিরেছেন।

বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক ও ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য, এক সময়ের বাংলাদেশের জাতীয় বক্সার সৈয়দ এনায়েত আলী করোনায় আক্রান্ত হয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, নিউইয়র্ক সিটির ৫ বরোর মধ্যে বাংলাদেশী অধ্যুষিত কুইন্সের জ্যামাইকা, কুইন্স ভিলেজ, রিচমন্ডহীন, ব্রুকলীনের চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড, ওজনপার্ক, ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার প্রভৃতি এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশীরা করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছেন। আবার এদের মধ্যে অনেকেই তার ভাইরাস সংক্রমনের খবর গোপন রাখছেন। সংশ্লিস্ট এলাকায় অনেকেই স্বস্থ্যবিধি মানছেন বলে অভিযোগ পায়ো যাচ্ছে। অনেকে অভিযোগ এসব এলাকায় বাংলাদেশী অদলে দোকানপাটে কেনাকাটা ছাড়াও ফুটপাতে আড্ডা হচ্ছে। ফলে ভাইরাস সংক্রমন ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

যে ক্ষতি করেছেন ট্রাম্প

(প্রথম পাতার পর)

রক্ষাকারীরা। রক্ষা পেয়েছে গণতন্ত্র। তবু তিনি থেমে নেই। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় এখনও তিনি সক্রিয়। তার পক্ষে দায়ের করা মামলা শুক্রবার হাইকোর্টে প্রত্যাখ্যান করার আগে তার প্রচারণা টিম ঘোষণা করে তারা ভোটে জালিয়াতির বিষয়টি প্রচার করতে অনলাইনে আরো বিজ্ঞাপন প্রচার করবে। অনলাইন সিএনএন-এ এক মন্তব্য প্রতিবেদনে এসব কথা লিখেছেন সাংবাদিক মায়েভ রেস্টোন।

তিনি লিখেছেন, শুক্রবার রাতে বড় ধাক্কা খেয়েছেন ট্রাম্প। তিনি ৫ সপ্তাহ ধরে ক্ষমতায় টিকে থাকার মোহে যে আক্রান্ত হয়ে ছিলেন তাতে বড় ছেদ ঘটেছে এতে। অন্যদিকে অপ্রতিরোধ্য বিজয় অর্জন করেছেন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত জো বাইডেন। শেষ পর্যন্ত গণতন্ত্রের রক্ষাকারীরা তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন। এ সপ্তাহে দ্বিতীয়বারের জন্য সুপ্রিম কোর্টে মামলায় হেরে গেছেন ট্রাম্প। দেশে যখন করোনা মহামারিতে একের পর এক মানুষ মারা যাচ্ছেন, প্রায় তিন লাখ মার্কিনি মারা গেছেন, সেই মহামারি রোধে তিনি সাহায্য করার পরিবর্তে পরবর্তী রাজনৈতিক পদক্ষেপ কি হবে তিনি তা নিয়ে মেতে আছেন।

এতে বলা হয়, আরো ভালভাবে বললে বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি মার্কিনিদের বিশ্বাস ও আস্থায় যে ক্ষতি তিনি করেছেন তা দীর্ঘস্থায়ী হবে। তিনি বাক্সপ্যাটরা গুছিয়ে নিয়ে চলে যাওয়ার পরেও তা থেকে যাবে। ইতিহাসে সবচেয়ে খারাপ প্রেসিডেন্সির অন্যতম হয়ে থাকবে তার প্রেসিডেন্সি। সুপ্রিম কোর্টের রায় শোনার আগে শুক্রবার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আরো একটি কান্ড ঘটিয়ে বসেছেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের আরেক প্রতিষ্ঠানকে আক্রমণ করে সেখানে এক নতুন 'যুদ্ধক্ষেত্র' সৃষ্টি করেছেন। এদিন তার প্রশাসন থেকে ফুড এন্ড ড্রাগ এডমিনিস্ট্রেশনকে (এফডিএ) চাপ দেয়া হয়েছে ওই দিনের মধ্যে ফাইজার আবিস্কৃত করোনা ভাইরাসের টিকা অনুমোদন দিতে, তা নাহলে এর প্রধানকে পদত্যাগ করার জন্য চাপ দেয়া হয়। এটর্নি জেনারেল উইলিয়াম বার এমন চাপ সৃষ্টি করেন বলে মার্কিন মিডিয়ায় খবর প্রকাশ হয়েছে। এমন চাপে পড়ে বেঁধে দেয়া সময়ের মধ্যে অর্থাৎ শুক্রবার রাতের মধ্যেই এফডিএ অনুমোদন দেয় ফাইজারের টিকা। তবে এফডিএ প্রধান এমন চাপের কথাকে অসত্য বলে দাবি করেছেন।

মার্কিনিরা যখন নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন যে, যেকোনো দিন তাদের জন্য প্রথম টিকার অনুমোদন দেয়া হবে, তখন হোয়াইট হাউজে ট্রাম্প অস্থির হয়ে পড়েন। তিনি নির্বাচনে পরাজিত হয়ে এবং জর্জিয়াতে ভোট নিয়ে মিথ্যা তথ্য সম্বলিত টুইট করেন। তাই এ দিনটিকে একটি ঐতিহাসিক দিন হিসেবে মনে করা হয়। রিপাবলিকান দলের নির্বাচনী আইনজীবী বেন গিন্সবার্গ বলেন, এর মাধ্যমে আমাদের গণতন্ত্রের জন্য একটি বিশাল চাপের পরীক্ষা সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্য দিয়ে এটাই প্রতিফলিত হয় যে, যুক্তরাষ্ট্রের কমান্ডার ইন চিফ নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে খর্ব করেছেন এবং অগণিত নির্বাচনী কর্মীর নিরাপত্তাকে ঝুঁকিতে ফেলেছেন। কারণ, তিনি নির্বাচন নিয়ে যেসব মামলা করেছেন তা প্রত্যাখ্যান করেছেন ওইসব বিচারক, যাদেরকে তিনি নিজে নিয়োগ দিয়েছিলেন। গিন্সবার্গ আরো বলেন, নির্বাচনের পর ৫ সপ্তাহ কেটে গেছে। এরই মধ্যে ওই প্রচেষ্টায় আমাদের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল অক্ষুন্ন। তারা যা করেছে, তার জন্য আমাদের গর্বিত হওয়া উচিত। শুক্রবার রাতে সিএনএনের উলফ ডিইজারের 'দ্য সিচুয়েশন রুম' অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন গিন্সবার্গ। তিনি বলেন, ট্রাম্পকে যেসব রিপাবলিকান অনুসরণ করেন তাদের এখন উচিত দেশকে নতুন করে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা, দেশের ভিত্তি এবং গণতন্ত্রে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যে ক্ষতি করেছেন তা সারিয়ে তোলা। কিন্তু তারা যে সেটা করবেন তেমনটা মনে হয় না। (সিএনএন থেকে সংক্ষেপিত)





চীন-পাকিস্তান-ইরান ভূকৌশলগত জোট

(১৪ পাতার পর)

অগ্রগতি প্রমাণ করে যে ইরান-পাকিস্তান-চীনের সব সমস্যা মিটিয়ে ফেলা একেবারে সহজ নয়। যুক্তরাষ্ট্র-ইসরাইল অক্ষ ভারতকে অ্যাডভান্স ডিফেন্স সিস্টেম দিয়েছে। মনে করা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র কোনো 'বেনিফিট' না পাওয়া পর্যন্ত পাকিস্তান বা চীনের সাথে কোনো যুদ্ধে ভারতকে সমর্থন দেবে না। যুদ্ধের যেকোনো অভিযানে যুক্তরাষ্ট্র চাইবে চীন যেন দুর্বল হয়ে পড়ে বা কোনো অঙ্গহানি ঘটে।

যুক্তরাষ্ট্র-ভারত ফ্রন্ট চীন-পাকিস্তান ইকোনমিক করিডোরের জন্য থ্রেট হিসেবে কাজ করছে। তাই ত্রিশক্তির বলয় যেন আবশ্যিক হয়ে পড়েছে। ভারতের সাথে চীনের সমঝোতা ও বন্ধুত্ব থাকলেও 'ঢিমেতেতলা ও গড়িমসি' চালের জন্য ভারত-চীন বন্ধুত্বে খরা দেখা দিয়েছে। পাকিস্তান চীন বন্ধুত্ব মজবুত। এখন ইরান যুক্ত হয়ে পাল্লা ভারী হলো। ইরানের অনেক ঝুঁকি রয়েছে। ওবামা থেকে শুরু হয়ে ট্রাম্প পর্যন্ত অবরোধের স্রোত প্রবাহিত হয়েছে ইরানের বিরুদ্ধে। ইরানবিরোধী শক্তি মুজাহেদিন খালককে ইরানের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য লেলিয়ে দেয়া হয়েছে। একটি যুদ্ধাবস্থার মধ্যে ইরান সময় অতিবাহিত করছে এবং ইসরাইল ইরানের সাথে একটি যুদ্ধ পরিচালনা করছে। বাইডেনের আমলে পরমাণু আলোচনা আবার শুরু হলেও রাতারাতি ইরানবিরোধী কার্যক্রম বন্ধ হবে এমন কোনো পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম। অন্য দিকে যুক্তরাষ্ট্র ইরানকে ঘায়েল করার জন্য ইসরাইল ও ভারতকে ব্যবহার করতে চায়। ভারত-চীন অনেক চুক্তি রয়েছে যেগুলো শুধু 'পেপার ওয়ার্ক'। যুক্তরাষ্ট্রের চাপে ইরান-পাকিস্তান-ভারত গ্যাসলাইন প্রকল্প মুখথুবড়ে পড়েছে। ত্রিশক্তি লক্ষ করেছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ এশিয়া পলিসি সবসময় ভারতের স্বার্থ রক্ষা করেছে; ফলে আঞ্চলিক শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যাহত হয়েছে এবং শক্তির ভারসাম্য পরিবর্তিত হয়েছে। এতদঅঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় খবর পাওয়া যাচ্ছে যে, আরো একটি জোট তৈরি হচ্ছে যেখানে এই ত্রিশক্তি ছাড়াও রাশিয়া ও তুরস্ক যুক্ত হচ্ছে। রাশিয়ার ডিফেন্স অ্যানালিস্ট মাইকেল বরিস পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, 'ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পলিসির কারণে রাশিয়া, চীন, পাকিস্তান, ইরান ও তুরস্ক নিয়ে এই জোট হচ্ছে এবং ভারতকে বাইরে রাখা হচ্ছ।' ভারতের সাথে কোনো পড়শির সুসম্পর্ক নেই। বরিস আরো জানান, মূলত মোদির রেসিস্ট পলিসি এই জোট গঠনের পিছনে কাজ করেছে। চীন সিপিইসিকে সার্থক ও কার্যকর করার জন্য সব কিছুই করবে। ভারত বাধা দিয়ে কোনো কূলকিনারা করতে পারবে না বরং অপদস্থ হবে। যেমনভাবে ইরানের রেল প্রকল্প থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রাশিয়ার সাথে ইরান ও পাকিস্তানের সম্পর্ক উন্নতি হয়েছে। পাকিস্তান ও রাশিয়া সম্প্রতি নর্থ-সাউথ গ্যাস পাইপলাইন প্রজেক্ট (এনএসজিপিপি)-এর ২০১৫ চুক্তি সংশোধনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। করাচি থেকে কাসুর পর্যন্ত গ্যাস পাইপলাইন স্থাপনের জন্য এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এই চুক্তি রাশিয়ান কোম্পানিগুলোর জন্য পাকিস্তানের বাজার খুলে দেবে। বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক চুক্তি ছাড়াও রাশিয়া ও পাকিস্তান সামরিক চুক্তিও স্বাক্ষর করেছে। ২০১৮ সাল থেকে যৌথ মহড়ার জন্য পাকিস্তানে অবস্থান করছে রাশিয়ান সেনারা। পাকিস্তান আর যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের অবনতি হলে ওই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, যেটার কারণে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সাথে সামরিক বিনিময় কর্মসূচি বন্ধ করে দেয়।

এই জোট গঠনে ইরানের দূত মুখ্য ভূমিকা নেন। তিনি ৫ রাষ্ট্র জোটের রূপরেখা তুলে ধরেন। জোটের মূল উদ্দেশ্য হবে আঞ্চলিক সহযোগিতা ও সমস্যা নিরসন। পাকিস্তানে ইরানের রাষ্ট্রদূত সাঈদ মোহাম্মদ আলী হোসেন ইসলামাবাদে স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ ইনস্টিটিউটে বলেন, 'উন্নত ভবিষ্যতের জন্য এই ৫টি দেশের একটি জোট গঠন করার শক্তিশালী সব উপকরণ রয়েছে। তাছাড়া জোটের অর্থনৈতিক উন্নয়নও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।'

যুক্তরাষ্ট্র গত কয়েক বছরে ইরান ও চীনের উপর কঠিন অর্থনৈতিক অবরোধ দিয়েছে। ডলারের মান ধরে রাখার জন্য যুক্তরাষ্ট্র চীনের অর্থনৈতিক উত্থান এবং বেল্ট ও রোডের বিশ্বব্যাপী বিস্তারের কর্মসূচিতে ভীত। তাই ইরানকে পরাভূত করার জন্য এবং চীনকে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল করার জন্য ওয়াশিংটনের এই প্রচেষ্টা। রাশিয়ার উপরও অবরোধ দেয়া হয়েছে তাই এই জোটে রাশিয়াও শামিল হয়েছে। ইরানের চবাহার বন্দর ও পাকিস্তানের গোয়াদর বন্দর বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কর্মকা ের সোনালি দুয়ার খুলে দিয়েছে। দুটি প্রকল্পই চীনের অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তায় হয়েছে এবং আরো সংযুক্ত উপপ্রকল্পের কাজ সমানে চলছে। এই দুটি প্রকল্পের কারণে মধ্য এশিয়া, রাশিয়া ও ইউরোপের সাথে সহজ চলাচল সম্ভব হবে।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম সচিব





বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম



১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে দেশবাসী ও প্রবাসীদের প্রতি রইল



বিজয়ের শুভেচ্ছা

২বিজয়ের এই দিনে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষক, বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তক, সৎ, নির্ভিক, দেশপ্রেমিক, আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার শহীদ রাষ্ট্রপতি

জিয়াউর রহমান (বীরত্তোম) কে



সামসুল ইসলাম মজনু

সাবেক সহসভাপতি, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Visa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

জমজম জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC

37-22 73rd Street, Suite#1C, Jackson Heights, NY 11372. Tel: 718.899-7799, 718.899-7796, Fax: 347.613-4650

After office Please Con



বিশ্বস্ততা অক্ষুণ্ণরেখে

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুন

সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়







Emirates SAUDIA ETIHAD TURKISH AIRLINES QATAR

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice



- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এপ্লাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

[illegible]
229 Broadway, Suite 430, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

আমাদের সেবা সমূহ:

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]





81-18 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: [illegible]

Jumbo Travel, Inc.

[illegible]

WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সপ্তাহে ৬৭ মুদ্রক ফরেনিক্স টিকেট জন্য আজই যোগাযোগ করুন



Ali A. Chowdhury

[illegible]

Tax & Immigration Services

Tax

Immigration

Real Estate

Mortgage

Notary



Mohammad Fair

Income Tax

Immigration Services

Real Estate

e-file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

মেঘনা ট্রাভেলস

কাস্টমারফ্রেন্ডলি ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES

International & Domestic Tickets

Hajj & Umrah Special Package

Visa Processing

Money Transfer

IATA



We Accept

VISA

KAKATUA AGENCY

কাকাতুয়া এজেন্সী

OUR SERVICES ARE:

NEW ADDRESS

এশিয়ার প্রাচ্যের বাংলাদেশী কমেডী

আমিন ফার্মেসী

আমরা মেডিকেইড (মেডিকিউ), সিনিয়র এন্ড কেয়ারমার্ক, মেডিকেয়ার, বি এন্ড বি, সহ সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি।

MONSUR CHOWDHURY

Pharm D.R.Ph.

Supervising Pharmacist

29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106

Tel: (718) 786-6611

Fax: (718) 786-6613

ট্যাক্স রিটার্ন নিয়ে ঝামেলা এড়াতে চান?



EAKUB A KHAN CPA PC

Hours:

IRS

Empire Accounting & Tax Co.



শিল্পী কাদেরী কিংবদন্তিয়া



বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন banglapatrikausa.com



যত দ্রুত সম্ভব ক্রেডিট লাইন রিপেয়ার করুন

Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suit # 206, Jackson Heights, NY 11372

Phone: 718-639-6207, 917-566-1612 Fax: 718-412-3249

917-982-5682

DEBT SOLUTIONS
BANKRUPTCY

50%

BT & T GROUP LLC

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration

SPRING IS HERE: ARE YOU WORKING IN CONSTRUCTION?

Perry D. Silver

Office: 212.661.9400

Omni Realty
The Realty People

Nurul Huda Nurun
Real Estate
Associate Broker

119-19 101 Avenue
Richmond Hill,
NY 11419

Tel: 718-441-7000
Fax: 516-441-3548
Cell: 917-238-4161

nurul@omnirealty.com


Highland Medical Care, PLLC
Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
Address
87-35, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8993


DR. M. M. ASADUR ROB D.M.S.


WELCOME TO
Your Medical Home


Vital Accounting Inc.
File your Tax
Akbar Hakeem

Income Taxes & Immigration
আমরা অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সহিত নির্ভুল তথ্যের ভিত্তিতে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ করে থাকি। অধিক রিফান্ডের লোভে ভুল তথ্য দিয়ে ফেডারেল ও স্টেটের অডিটের ঝামেলায় না গিয়ে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে ট্যাক্স রিটার্ণ করে ঝামেলা মুক্ত থাকুন।

নিউইয়র্কে বাড়ি ক্রয় বিক্রয় আবাসিক ও কমার্শিয়াল, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, নোটারী পাবলিক।
Md. Harunur Rashid (Milon)
MSS,Pol.Science
ITP/CUNY, H&R Block
Cell: 718-341-3927
Email: harunur69@aol.com
RASHID ENTERPRISE
Bangladesh Plaza, 2nd Fl., #206, 37-15,73rd Street, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-458-0575, Fax: 347-642-3276
আমাদের নিকট নিম্নলিখিত সেবা পাবেন:
ইমিগ্রেশন:
ইনকাম ট্যাক্স:
AUTHORIZED e-file PROVIDER
IRS authorised e-file provider

ধর্ষণ বন্ধে ধর্মের বয়ান

(শেষের পাতার পর)

ত্রিশের কোঠায়। এক কথায় বলা চলে, আমাদের দেশের কিছু তরুণ বিশ্বের এ ক্রান্তিলগ্নে ধর্ষণের প্রতিযোগিতায় নেমেছে। ধর্ষণ বন্ধে আমাদের করণীয়-

ধর্ষণ বন্ধে শালীন পোশাক: বর্তমান সমাজে নারী-পুরুষ সবার পোশাকেই শালীনতা আনতে হবে। পুরুষ নারীর বেশে কিংবা নারী পুরুষের পোশাক পরা যাবে না। এখানে ইসলাম ব্যক্তি স্বাধীনতাকে নষ্ট করেনি বরং অশ্লীলতাকে নিষেধ করেছে। সমাজের নারী-পুরুষ আজ পাতলা ও আঁটোসাঁটো পোশাকের মহড়া দিচ্ছে; যা তরুণ-তরুণীদের অন্যায়ে উদ্বুদ্ধ করছে। অথচ, জারির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, অনেক মানুষ পোশাক পরা অবস্থায় উলঙ্গ থাকেন, অর্থাৎ তার পোশাক পাতলা বা স্বচ্ছ হওয়ায় 'সতর' আবৃত হয় না (মাজমাউয যাওয়াইদ:৫/১৩৬)।

সংযত দৃষ্টি: নারী-পুরুষ সবার ক্ষেত্রেই চোখ নামিয়ে রাখার বিধান পবিত্র কোরআনে দেয়া হয়েছে। আমরা তা থেকে দূরে গিয়ে বরং স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় আমাদের বোনদের উত্ত্যক্ত করার জন্য দলবেঁধে ওতপেতে বসে থাকি। তরুণদের নগ্ন থাবা তরুণীদের অসহায় করে তোলে, ফলে ব্যভিচার হয়।

অথচ আল্লাহতায়ালা বলেন, (হে নবী) মুমিনদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে ..... আর মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে (সূরা আন-নূর: ৩০-৩১)।

ঠিক সময়ে বিবাহ: আমাদের সমাজ আজ বেকারত্বের অজুহাতে বিবাহকে কঠিন করে ফেলেছে; আর ব্যভিচার, পরকীয়া এমনকি ধর্ষণকেও বৈধতা দিয়েছে। বাবা-মায়ের উচিত, সন্তান প্রাপ্ত বয়সে পড়লে তাকে বিবাহ দেয়া। বিবাহ শিক্ষা বা চাকরির জন্য অন্তরায় হয় না বরং নিরাপদ হয়। বিবাহ প্রথা কঠিন হওয়ায় সমাজের তরুণ-তরুণীরা আজ অবৈধ ভালোবাসায় জড়াচ্ছে। অথচ ঠিক সময়ে বিবাহ হলে সমস্যাগুলো সমাধান সহজ হয়ে যেত। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে, তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও..... তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের সচ্ছল করে দেবেন (সূরা আন-নূর : ৩২)।

ব্যভিচারকে না বলুন: বিবাহবহির্ভূত উভয়ের সম্মতিতে দৈহিক সম্পর্ক হচ্ছে জেনা। কিন্তু পরকীয়ার মাধ্যমে দৈহিক সম্পর্ক হচ্ছে ব্যভিচার; আর বলপ্রয়োগ কিংবা অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে দৈহিক সম্পর্ক হচ্ছে ধর্ষণ। আমাদের সমাজে আজ সবই মহামারী আকার ধারণ করছে। এ থেকে বাঁচতে আল কোরআনের ছায়াতলে আসতে হবে। বলা হয়েছে, তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয়ই এটি অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ (আল-ইসরা : ৩২)।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে: যারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায় তাদের শাস্তি হচ্ছে, তাদের হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদগুলো বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটি হল তাদের জন্য পার্থিব শাস্তি আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি (আল-মায়িদাহ : ৩৩)।

নৈতিক শিক্ষায় গুরুত্ব দিন: স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে চরিত্র অবক্ষয় রোধে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে পাঠদান ও এর গুরুত্ব বাড়াতে হবে। সম্ভব হলে বিজ্ঞান বিষয়ের মতো নৈতিক শিক্ষায়ও ২০-২৫ নম্বরের ব্যবহারিক নম্বর থাকতে পারে। তবেই আমাদের তরুণ সমাজ ধর্ষণের ভয়াবহতা ও এর শাস্তি সম্পর্কে জানবে এবং নারীদের সম্মান দিতে শিখবে। রাসূল (সা.) বলেছেন, (ধর্মীয় আবশ্যিক) জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরজ (সুনানু ইবনে মাজাহ : ২২৪)।

লেখক: এমফিল গবেষক, আরবি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PUBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.
Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com

Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC
87-81 165th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4303
Board certified in Internal Medicine
Board certified in Cardiology
We perform tests in the office:
ECG
We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.
EKG/Electrocardiogram
Echocardiogram
Cardiac stress test
Vascular studies
Allergy Test
Nerve Test/Sudoscan
TB/PPD testing
Spirometry/Lung Test
Peak flow
Test for Heartburn
We provide Vaccines for:
Hepatitis A
Hepatitis B
Influenza
Meningitis
Measles
Mumps
Pneumococcal
Rubella
Tetanus/Tdap
Varicella
Physical Exam
Pre-employment Exam
Physical for school
CDL certification
TSC Certification
Home Health Aide/Aide Certification
Blood test done in the office
We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.
Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-1pm
Call us today at 718-297-4300

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার
Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু
প্যাকেজ -১
$ 7.00
প্যাকেজ-২
$ 8.00
প্যাকেজ-৩
$10.00
প্যাকেজ-৪
$11.00
148 E. 40th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212)-490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

ফিফা বর্ষসেরার সংক্ষিপ্ত তালিকায় আছেন যারা

(শেষের পাতার পর)

তবে চমৎকার এক মৌসুম কাটিয়েও এই তালিকায় ঠাঁই পাননি পিএসজি তারকা নেইমার জুনিয়র। শুক্রবার (১১ ডিসেম্বর) এক অনলাইন মিডিয়া ইভেন্টে সংক্ষিপ্ত তালিকা ঘোষণা করা হয়।

আগামী ১৭ ডিসেম্বর সুইজারল্যান্ডের জুরিখে এক ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে ঘোষণা করা হবে বিজয়ীর নাম। এ তালিকায় রয়েছে বর্ষসেরা পুরুষ ফুটবলার, সেরা নারী ফুটবলার, সেরা পুরুষ গোলরক্ষক, সেরা নারী গোলরক্ষক, সেরা পুরুষ দলের কোচ ও সেরা নারী দলের কোচের মনোনয়নপ্রাপ্তদের নাম। দেখা যাক তালিকায় আছেন কারা:

সেরা পুরুষ ফুটবলার: পর্তুগাল ও জুভেন্টাসের ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো, পোল্যান্ড ও বায়ার্ন মিউনিখের রবার্ট লেওয়ানডোস্কি এবং আর্জেন্টিনা ও বার্সেলোনার লিওনেল মেসি।

সেরা নারী ফুটবলার: ইংল্যান্ডের লুসি ব্রোঞ্জ, ডেনমার্কের



পার্নিলে হার্ডার ও ফ্রান্সের ওয়েন্ডি রেনার্ড।

সেরা পুরুষ গোলকিপার: ব্রাজিল ও লিভারপুলের অ্যালিসন বেকার, জার্মানি ও বায়ার্ন মিউনিখের ম্যানুয়েল নয়্যার এবং স্লোভেনিয়া ও অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের জ্যান ওব্লাক। সেরা নারী গোলকিপার: ফ্রান্সের সারাহ বৌহাদ্দি, চিলির ক্রিস্টিয়ানে এন্ডলার ও যুক্তরাষ্ট্রের অ্যালিসা নাহের।

পুরুষদের সেরা কোচ: লিডস ইউনাইটেডের আর্জেন্টাইন কোচ মার্সেলো বিয়েলসা, বায়ার্ন মিউনিখের স্বদেশি হ্যান্স-ডিয়েটার ফ্লিক এবং লিভারপুলের জার্মান কোচ ইয়ুর্গেন ক্লপ। নারীদের সেরা কোচ: চেলসি নারী দলের স্বদেশি কোচ এমা হায়েস, অলিম্পিক লিওঁ'র স্বদেশি কোচ জ্যঁ-লুক ভাসের ও নেদারল্যান্ডস জাতীয় দলের কোচ সারিনা উইগম্যান।

ফিফা পুসকাস অ্যাওয়ার্ড: জর্জিয়ান দে আরাস্কায়েতা, সোন হুং মিন ও লুইস সুয়ারেজ। তথ্যসূত্র: ফিফা

নিউইয়র্কে অনন্য রিকশা প্রদর্শনী

(শেষের পাতার পর)

ঐতিহ্যবাহী বাহন রিকশার ভিন্নধর্মী প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৫-৬ এবং ১২-১৩ ডিসেম্বর শনিবার ও রোববার ব্রুকলীনের ওয়াটার ফ্রন্ট আর্টিস্ট গ্যালারিতে এ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।গত ৬ ডিসেম্বর রোববার বর্ণিল এ রিকশা প্রদর্শনীতে অংশ নেন নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কনসাল জেনারেল সাদিয়া ফয়জুননেসা। তিনি প্রদর্শনীতে আগত দর্শনার্থীদের সঙ্গে আলাপ করেন এবং রিকশা ও এর নেপথ্য শিল্পীদের সম্পর্কে দর্শনার্থীদের অবগত করেন ।

এসময় সাদিয়া ফয়জুননেসা বলেন, রিকশা শিল্পকর্মটি বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের শৈল্পিক চেতনার একটি সহজাত প্রকাশ। এ ধরনের প্রদর্শনীর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার দর্শক বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি ইতিবাচক ধারণা লাভ করতে পারবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার সঙ্গে বাংলাদেশের ভিন্নধর্মী, স্বকীয় এবং অকৃত্রিম শিল্পের এ সেতুবন্ধন স্থাপনের জন্য অ্যান্ডি আইজ্যাকসনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান কনসাল জেনারেল। সাংবাদিক ও শিল্পী অ্যান্ডি আইজ্যাকসন কনসাল জেনারেলকে জানান, বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী এ রিকশার নাম দিয়েছেন 'অথেনটিক সাইকেল রিকশা'। তিনি জানান, পাবলিক আর্ট প্রজেক্টের অংশ হিসেবে 'রিক্সাএনউয়াইসি' নামে এই চমৎকার যানটি কেবল বাহনের কাজই করে না বরং এর শরীরে রিকশা শিল্পীর আঁকা ছবিতে বাংলাদেশের মানুষের স্বপ্ন, আনন্দ, বেদনা ও কল্পনা ফুটে ওঠার বিষয়টি শিল্পীকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রদর্শনীর আয়োজন।



Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

TLC/Motor Vehicle Exam,

MAMUN'S TUTORIAL
: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT
SHSAT
COMMON CORE MATH & ENGLISH

Get 25% Discount

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes



জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস
167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937

AUTHORIZED e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরণ • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, কর্পোরেশন ট্যাক্স
- সেলফ ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন সিটি বিজনেস
- ওপেন সেলফ ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী সিটিজেনশীপ
- সেলফরশীপ ফরম পুরণ
- সিটিজেনশীপ ও পাসপোর্ট
- ফ্রডেল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফটিং

সকল রিফান্ডের ট্যাক্স এবং ফরম পুরণে সহায়তা করা হয়।

এলাকা অনুযায়ী খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী চার্চের নাম ও ফোন

উডসাইড-ইউনাইটেড বেঙ্গলী লূথারেন	৯১৭৬০৫৪৫৬৬
উডহ্যাভেন-ক্রাইস্ট বাংলা	৯১৭৬৮৩৩০৫৯
ওজনপার্ক-ফার্স্ট বাংলা	৯১৭২১৬৬৭৫০
করোনা-সহভাগিতা	৯১৭৩৯২৬৭৭৩
করোনা-ইভাঞ্জেলীক্যাল বাংলা	৬৪৬৩৯৯৩৮১২
জ্যাক্সন হাইটস-বাংলা বাইবেল	৩৪৭৭৪৪৫৯৯৩
জ্যাকসন হাইটস-বেথেল ব্যাপ্টিস্ট	৩৪৭৫৭৩৭৫৯৩
ব্রঙ্কস-শেলম ইভাঞ্জেলীক্যাল	৬০৩৮২০০৬৪৯
সানিসাইড-কুইন্স অব এঞ্জেলস	৭১৮৩৯২০০১১
হিলসাইড-ইমাকুলেট কন্সেপশন	৭১৮৭৩৯০৮৮০

বুধবার বিজয় দিবস

(শেষের পাতার পর)

নানা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। ভার্চুয়ালী এসব কর্মসূচী পালিত হবে বলে জানা গেছে।

বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের উদ্যোগ ১৬ ডিসেম্বর বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় জুম ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভার্চুয়াল আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। সভায় প্রধান অতিথি থাকবেন রংপুর-৫ (মিঠাপুকুর) থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ-এর কোষাধ্যক্ষ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতিএইচ এন আশিকুর রহমান।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগ লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ বিজয় দিবসের 'ভার্চুয়াল সভা' সফল করা এবং যোগ দেয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ, স্টেট আওয়ামী লীগ এবং মহানগর আওয়ামী লীগ, সহ সকল সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে অংশ গ্রহন করার জন্য বিনীত আহবান জানিয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রস্থ সিলেট বিভাগীয় আওয়ামী পরিবার মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ১৬ ডিসেম্বর বুধবার রাত ৮টায় ভার্চুয়াল আলোচনা সভার আয়োজন করেছে।

পার্কচেস্টার মসজিদের

(শেষের পাতার পর)

নিরসন হয়নি। গত সপ্তাহে কার্যকরী কমিটির সাথে ট্রাস্টি বোর্ডের যে বৈঠক হবার কথা ছিল তা অনুষ্ঠিত হয়নি। ট্রাস্টি বোর্ডের অন্যতম সদস্য সিরাজ উদ্দীন আহমেদ সোহাগ কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে বর্তমানে বাসায় চিকিৎসাধীন আছেন। কার্যকরী কমিটির কয়েকজন সদস্যও অসুস্থ বলে জানা গেছে। তারা সুস্থ হলে যথাসম্ভব দ্রুত কার্যকরি কমিটির সাথে ট্রাস্টি বোর্ডের বৈঠক হবে বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, পার্কচেস্টার জামে মসজিদের সাবেক কার্যকরী কমিটির কয়েকজন সদস্য গত কয়েকদিন আগে এক সংবাদ সম্মেলন করে বর্তমান কমিটির বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ আনেন। এছাড়া কার্যকরি কমিটির বর্তমান সভাপতি মোস্তাক আহমেদ চৌধুরী ট্রাস্টি বোর্ডের কাছে এক চিঠি দিয়ে বর্তমান কমিটি বাতিল এবং নতুন নির্বাচনের দাবী জানিয়েছিলেন।

বাড়ী ক্রয়ে ৩০

(শেষের পাতার পর)

মর্টগেজ গ্রহণ অতীতের মতো এখনো জনপ্রিয় আছে। কিন্তু আপনি যখন বাড়ি ক্রয় করবেন তখন এই মর্টগেজ আপনার জন্য কি সঠিক অপশন? প্রতিটি মর্টগেজ ঋণের ক্ষেত্রেই হোক সে ১০, ১৫ বা ৩০ বছরের জন্য। সবগুলোতেই যেমন কিছু চ্যালেঞ্জ আছে, সেই সাথে কিছু ভালো দিকও আছে। তবে এগুলোর মধ্যে আপনার জন্য কোনটি সেরা হবে সেটা নির্ভর করে আপনার পরিস্থিতির ওপর। সাধারণত যে মর্টগেজ ঋণগুলো কম সময়ের জন্য যেমন ১০ বা ১৫ বছরের জন্য সেগুলোর ইন্টারেস্ট রেইট তুলনামুলকভাবে ২০ বা ৩০ বছরের মর্টগেজ ঋণের ইন্টারেস্ট রেইট থেকে কিছুটা কম। সেই সাথে আপনি যদি ডলার মূল্যে সবকিছু বিবেচনা করেন তবে ১৫ বছরের মর্টগেজ ঋণে আপনাকে যে ইন্টারেস্ট প্রদান করতে হবে তা হবে ৩০ বছরের মর্টগেজ ঋণে আপনি যে ইন্টারেস্ট প্রদান করতেন তার অর্ধেক মাত্র। এসব বিষয়ে আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারি। প্রয়োজনে ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬) এই নম্বারে যোগাযোগ করুন।





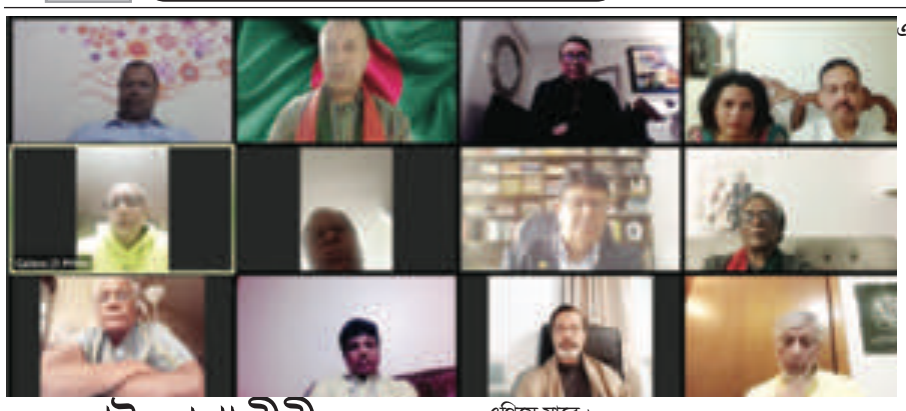



ডা. এটিএম ইউসুফ (স্পপন) এমডি
জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
অফিস: ৩৭-৩৯, ৭২ স্ট্রিট
১ম তলা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক


পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
6 Hours
DDC Class
Good For TLC
OPEN 7 DAYS
6 Hours Class Certificate
Road Lessson Local & H.Way
Road Test Appointment
Car for Road Test
Please Call
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.


ইনকাম ট্যাক্স
INCOME TAX
NOTARY PUBLIC
প্রাইম ব্রোকারেজ
T: 718-274-1908, F: 718-728-2293


Apna Express Pharmacy Inc.
TEL. 929-208-0602
74-12 37AVE, Jackson Heights, NY 11372.



যুক্তরাষ্ট্র পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদের প্রতিবাদ

(শেষের পাতার পর)

ভাস্কর্যের উপর হামলাকারী এবং কটূক্তিকারী ধর্ম ব্যবসায়ী, মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদ, যুক্তরাষ্ট্র শাখার আয়োজনে অনলাইন প্রতিবাদ সভায় একথা বলেন বক্তারা। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ইঞ্জি-নয়ার আশরাফুল হক এবং সভাটি সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক কৃষিবিদ আশরাফুজ্জামান।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির মহাসচিব ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান বলেন যখন বিশ্বের একটি সংকটময় মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, তখনি পরিকল্পিতভাবে এই ধর্ম ব্যবসায়ীরা দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরির অপচেষ্টায় লিপ্ত। এই ধর্ম ব্যবসায়ী মৌলবাদীরা কখনো ঘুষের বিরুদ্ধে বয়ান করেন না, কখনো দুর্নীতির বিরুদ্ধে বয়ান করেন না, তাদের যত বয়ান দেশ বিরোধী, যত বয়ান সরকার বিরোধী। সামনে উপস্থিত মাদ্রাসার ছোট ছোট শিশুদের দেশ বিরোধী কথা বলে বিভ্রান্ত করে আর লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয় এই ধর্ম ব্যবসায়ীরা। তারা ধর্মকে বিক্রি করে হেলিকপ্টারে উড়ছে। তাদের এই আয়ের উৎস খুঁজে বেড় করা দরকার। নির্বাচনের সময় দেখা যায়, তারা ১% ভোটও পায়না, দেশের মানুষ তাদেরকে অতীতেও প্রত্যাখ্যান করেছে, আগামীতেও প্রত্যাখ্যান করবে। আমাদের মাঝে যত বিভক্তিই থাকুক, জাতীয় বিষয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সকল প্রগতিশীল শক্তিকে এক থাকতে হবে, তাহলে এই মৌলবাদীরা পরাজিত হবে। পদ্মা সেতুর তৈরির মাধ্যমে জননেত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বের দরবারে দেশের মানচিত্রকে উজ্জ্বল করেছেন। বঙ্গবন্ধুর কন্যার নেতৃত্বের প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে, তার নেতৃত্বেই দেশ এগিয়ে যাচ্ছে এগিয়ে যাবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান বলেন, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের ক্রান্তিকালে, আওয়ামী লীগের দুর্দিনে কখনোই নীরব ছিল না, সব সময় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। পদ্মা সেতু নিয়ে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক যখন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনেছিল, আমরা যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে তার তীব্র প্রতিবাদ করেছিলাম, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ঘেরাও করে রেখেছিলাম। আজ মৌলবাদীদের যে আস্ফালান, তার বিরুদ্ধেও যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ সক্রিয় এবং সরব ভূমিকা পালন করছে। তবে আমি মনে করি যতদিন জননেত্রীর হাতে দেশ আছে, এই মৌলবাদীরা কিছুই করতে পারবে না। আমাদের হতাশ হবার কোন কারণ নেই, জননেত্রী এবং তার সরকার এই সমস্যাগুলি বিচক্ষনতার সাথে সমাধান করেছে এবং করবে। বাংলাদেশ কোন ফতোয়ার মধ্য দিয়ে স্বাধীন হয়নি, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে, তাই তার ভাস্কর্য বাংলার মাটিতে থাকবে, এই ব্যাপারে কোন আপোষ বাংলার মানুষ মেনে নিবে না।

বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার ভেটারেন্স ১৯৭১ ইউএসএ ইনক-এর সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মোস্তফা খান মিরাজ বলেন, আমার বঙ্গবন্ধুর আত্মা আজ কষ্ট পাচ্ছে। ১৯৭১ সালে যেভাবে যুদ্ধ করেছিলাম, ১৯৭৫ সালে যেভাবে পপ্রতিরোধ প্রতিবাদ করেছিলাম, আজ ইচ্ছে করছে পাকিস্তানের প্রেতাত্মাদের বিরুদ্ধে আবার ইতিহাস রচনা করি। বঙ্গবন্ধু আমাদের যে সংবিধান আমাদের উপহার দিয়েছিলেন, আমরা সেই ৭২-এর সংবিধান ফেরত চাই, আমরা পরিপূর্ণ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ চাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষানীতিতে যে সকল উলট পালট হয়েছে, তা দেশকে মৌলবাদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, আপনি এই শিক্ষানীতি সংশোধন করুন। কওমি মাদ্রাসায় জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার ব্যবস্থা করুন, বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামের ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পড়ানোর ব্যবস্থা করুন। আমরা মুসলমান বাঙালী হতে চাই না, আমরা বাঙালী মুসলমান হতে চাই। ইরান, তুর্কীর মত মুসলিম রাষ্ট্রে ভাস্কর্য আছে, বাংলাদেশেও বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য থাকবে। আমরা মুক্তিযোদ্ধারা একদিন হারিয়ে যাব, পিছনে পরে থাকবে আমাদের ইতিহাস। মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানে বিজয়ের মাসে একটা দিন মুক্তিযোদ্ধা দিবস ঘোষণা করা হোক।

সভায় অন্যান্য বক্তারা বলেন, ৭১-এর পরাজিত শক্তি ক্ষমতায় বসার স্বপ্ন দেখে। এই মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার আপোষ করা ঠিক হবে না। মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি ক্ষমতায় থাকার পরেও কেন এই ধর্ম ব্যবসায়ী মৌলবাদীরা মাথাচারা দিয়ে উঠছে আমাদের ভাবতে হবে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সবাইকে একত্রিত হয়ে এই অপশক্তিকে রুখে দিতে হবে। সভায় অন্যনাদের মাঝে বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ফারুক হোসাইন, ড. মাসুদুল হাসান শীতাংশু গুহ, সংগঠনের উপদেষ্টা ফার্মাসিস্ট আওয়াল সিদ্দিকী, সহসভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মিজান হাসান, সহ সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ারক এ কে এম সফিকুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক মোরশেদা জামান, সাংগঠনিক সম্পাদক স্বীকৃতি বড়ুয়া, ইঞ্জিনিয়ার মনিউল আলম, দেওয়ান আল আমিন প্রমুখ। -প্রেস বিজপ্তি।

ডায়পার পরার নির্দেশনা

(প্রথম পাতার পর)

অ্যাডমিনস্ট্রেশন চায়না। কর্মীদের করোনা ঝুঁকি এড়াতে টয়লেট ব্যবহার না করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এতে শৌচাগারের পরিবর্তে বিমানবালাদের ডায়পার ব্যবহার করতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

বিবিসি জানিয়েছে, করোনা প্রতিরোধে সিভিল অ্যাভিয়েশন অ্যাডমিনস্ট্রেশন চায়না ৪৯ পাতার একটি গাইড লাইন তৈরি করেছে। এই গাইডলাইনেই এ নির্দেশনাটি রয়েছে।

সিএনএন জানিয়েছে, পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইক্যুয়িপমেন্ট (পিপিই) নিয়ে নির্দেশনায় কেবিন ক্রুদেরকে কোভিড-১৯ সংক্রমণের উচ্চঝুঁকির দেশগুলোতে যাওয়া এবং আসা দুইক্ষেত্রেই সুরক্ষামূলক মাস্ক, দুই-স্তর বিশিষ্ট ডিসপোজেবল রাবারের গ্লাভস, চশমা, ক্যাপ, সুরক্ষামূলক পোশাক, জুতার কভার পরতে বলা হয়েছে।

এরপরই কোভিড সংক্রমণ থেকে দূরে থাকার জন্য বিমানের কেবিন ক্রু সদস্যদেরকে ডিসপোজেবল ডায়াপার পরা এবং শৌচাগারে যাওয়া এড়িয়ে চলতে বলা হয়।

হেফাজতে ইসলাম নতুন রাজাকার: জয়

(প্রথম পাতার পর)

মতো করে এখন হেফাজতে ইসলাম নতুন রাজাকার হয়ে উঠছে। তিনি বলেন, জাতির পিতার ভাস্কর্য ভেঙে স্বাধীনতার চেতনার ওপর হামলা করা হয়েছে। স্বাধীনতার চেতনার ওপর যারা হামলা করবে তাদের রাজাকারদের মতো বিচার করা হবে। এসময় সজীব ওয়াজেদ জয় মৌলবাদী শক্তি, স্বাধীনতাবিরোধী ও রাজাকারদের বাংলাদেশ থেকে মুছে ফেলা হবে বলেও হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

শনিবার রাতে চতুর্থ ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস উপলক্ষে 'ডিজিটাল বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার ১২ বছর' শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে সমাপনী বক্তব্যে এ হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন তিনি।

সজীব ওয়াজেদ জয় বলেন, 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকীতে তারা সাহস করেছে জাতির পিতার মূর্তি ভাঙার। তাদের এই সাহস! জাতির জনকের মূর্তির ওপর হামলা করাটা কী? এটা হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতার চেতনার ওপর হামলা। আমাদের স্বাধীনতার চেতনার ওপর হামলা কারা করেছে, যারা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। তাদেরকে আমরা কী বলি? তাদেকে আমরা কী ডাকি, তাদেরকে আমরা রাজাকার ডাকি। একাত্তরে ছিল জামায়াত আর এখন হেফাজতও সেই নতুন রাজাকার হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর ছেলে বলেন, আমরা বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে গেছি, এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আমরা বাংলাদেশকে একটি আধুনিক উন্নয়নশীল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করছি, করে ফেলেছি। তবে এখানে দুঃখের বিষয়, একটি সতর্কতায় আমি শেষ করতে চাই, সেটা হল যে, এক শ্রেণি আছে আমাদের দেশে তারা ইতোমধ্যে খুব মাথা উঁচু করেছে দেশকে পিছিয়ে নেওয়ার চেষ্টায়।

আগামীতে ৫-জি ইন্টারনেট চালুর পরিকল্পনার কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা বলেন, আমাদের যেখানের থ্রি-জি ছিল না সেখানে আমরা এখন ফোর-জি চালু করে দিয়েছি সারা দেশে। আগামী বছরের মধ্যে আমাদের স্বপ্ন হচ্ছে ফাইভ-জি চালু করা।

এর আগে অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এবং প্রশ্নোত্তর পর্বে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন সজীব ওয়াজেদ জয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক ওয়েবিনারে সভাপতিত্ব করেন।

২১ জানুয়ারি পর্যন্ত কানাডা-যুক্তরাষ্ট্র

(প্রথম পাতার পর)

জাস্টিন ট্রুডো শুক্রবার এমন ঘোষণা দেন।

এক সংবাদ সম্মেলনে ট্রুডো বলেন, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র আগামী ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত আমাদের সীমান্ত বন্ধ রাখতে আজ সম্মত হয়েছে। করোনার লাগাম টেনে ধরতে গত মার্চে প্রাথমিকভাবে এ সীমান্ত বন্ধ করে দেয়া হয়।

আর তখন থেকেই প্রতি মাসে এ সীমান্ত বন্ধের মেয়াদ বাড়ানো হচ্ছে। এ সীমান্ত দিয়ে কেবল বাণিজ্যিক পণ্য এবং অতি জরুরি ভ্রমণের অনুমতি রয়েছে।

কানাডায় কোভিড-১৯ রোগ সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউয়ের কারণে বাধ্য হয়ে দেশটির বিভিন্ন অঞ্চলে এ মহামারী ভাইরাস মোকাবেলার পদক্ষেপ ফের আরোপ করা হয়েছে। শুক্রবার পর্যন্ত দেশটিতে প্রায় সাড়ে চার লাখ মানুষ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। বিশ্বে করোনাভাইরাসে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশ যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৩ লাখ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন এবং এক কোটি ৫৭ লাখ মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন।

২৪ ঘণ্টায় যুক্তরাষ্ট্রে মৃত্যু

(প্রথম পাতার পর)

এ তথ্য জানিয়েছে।

আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলো বলছে, গত এপ্রিলের পর একদিনে এটিই সর্বোচ্চ মৃত্যুর রেকর্ড। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে মোট মৃত্যুর সংখ্যা রেকর্ড করা হয়েছে ২ লাখ ৮৯ হাজার ১৮৮ জন। নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ২ লাখ ২০ হাজার ৪৮১ জন।

এছাড়া হাসপাতালে করোনা রোগীর ভর্তিতেও নতুন নতুন রেকর্ড অব্যাহত রয়েছে। বুধবার এ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৬ হাজারে। গত মাসে 'থ্যাংকস গিভিং ডে' উপলক্ষে কর্তৃপক্ষের ঘরে থাকার সতর্কতা উপেক্ষা করে লাখ লাখ লোক ভ্রমণে বের হয় যুক্তরাষ্ট্রে। তখন থেকেই সংক্রমণ ও মৃত্যু সংখ্যা বাড়ার আশংকা করা হচ্ছিল।

এদিকে বিশ্বজুড়ে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৬ কোটি ৮৮ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। আর মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে ১৫ লাখ ৬৮ হাজার।

জন্স হপকিন্সের তথ্য অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬ কোটি ৮৮ লাখ ৬৩ হাজার ৫২ জনে। এদের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ১৫ লাখ ৬৮ হাজার ৯৫৯ জনের। আর এ পর্যন্ত সেরে উঠেছেন ৪ কোটি ৪৩ লাখ ৪৩ হাজার ৭৪৫ জন।

যুক্তরাষ্ট্রের পর মৃত্যু বিবেচনায় করোনায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ ব্রাজিল। আক্রান্তের দিক থেকে তৃতীয় স্থানে থাকলেও মৃত্যু বিবেচনায় দেশটির অবস্থান দ্বিতীয়। লাতিন আমেরিকার এই দেশটিতে এখন পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ৬৭ লাখ ২৮ হাজার ৪৫২ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১ লাখ ৭৮ হাজার ৯৯৫ জনের।

আক্রান্তের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে থাকা ভারত মৃত্যু বিবেচনায় আছে তৃতীয় স্থানে। এ পর্যন্ত দেশটিতে আক্রান্তের সংখ্যা ৯৭ লাখ ৩৫ হাজার ৮৫০ জন। আর মৃত্যু হয়েছে ১ লাখ ৪১ হাজার ৩৬০ জনের।

গত বছরের ডিসেম্বরে চীন থেকে সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর বিশ্বব্যাপী এ পর্যন্ত ১৯১টি দেশে ছড়িয়েছে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস। গত ১১ মার্চ করোনাভাইরাস সংকটকে মহামারি ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

করোনার চেয়ে 'ক্ষুধার মহামারি' হবে

(প্রথম পাতার পর)

পরিবর্তন, রাজনৈতিক ও সামরিক অস্ত্র হিসেবে ক্ষুধার বিস্তার এবং বৈশ্বিক মহামারির কারণে বিশ্বের ২৭০ মিলিয়ন মানুষ দুর্ভিক্ষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।'

রোমে ডব্লিউএফপি সদরদপ্তর থেকে তার বক্তব্য সম্প্রচারকালে তিনি তার মুখের মাস্ক সরিয়ে ফেলে বলেন,'তাদের প্রয়োজনীয় চাহিদা পুরণে ব্যর্থ হলে ক্ষুধার মহামারি দেখা দেবে, যা কোভিড-১৯ এর চেয়ে মারাত্মক হবে।'

জাতিসংঘের অধীনে ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত বৃহত্তম এই মানবিক সংস্থা (ডব্লিউএফপি) দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, বহু লোকের খাদ্য সরবরাহ করছে। ২০১৯ সালে সংস্থাটি ৯৭ মিলিয়ন লোকের জন্য খাদ্য সরবরাহ করেছে।

এ বছর শান্তিতে নোবেল পায় ডব্লিউএফপি। নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান ব্রিট রেইস এন্ডাসন গত ৯ অক্টোবর পুরস্কার ঘোষণাকালে বলেন, 'যুদ্ধ ও সংঘাতের অস্ত্র হিসাবে ক্ষুধার ব্যবহার রোধের' প্রচেষ্টার জন্য ডব্লিউএফপি ২০২০ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে।

হোয়াইট হাউসে মন টিকছে না

(প্রথম পাতার পর)

লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পের। যত দ্রুত সম্ভব বাড়ি ফিরতে চান তিনি। হোয়াইট হাউসে থাকা ও ট্রাম্পের আইনি লড়াই নিয়েও একেবারে আগ্রহ নেই তার। ইতোমধ্যে নিজের জিনিসপত্র বাঁধা শুরু করে দিয়েছেন। এখন শুধু বের হলেই যেন বাঁচেন। এর আগে ট্রাম্পের সঙ্গে মেলানিয়ার বিচ্ছেদের গুঞ্জনও শোনা যায়। ফার্স্ট লেডির ঘনিষ্ঠ একাধিক সূত্রের বরাত দিয়ে এ খবর জানিয়েছে সিএনএন।

নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নিজের পরাজয় আঁচ করতে পেরে শুরু থেকেই ভোট জালিয়াতির অভিযোগ করে আসছেন তিনি। প্রথম দিকে ভোট কারচুপি নিয়ে প্রকাশ্যেই স্বামীর সঙ্গে সুর মেলান ফার্স্ট লেডি মেলানিয়াও। কিন্তু ঘরের ভেতর তার মতামত একেবারেই আলাদা। তিনি মনে করেন, তার হোয়াইট হাউস জীবন শেষ হয়ে গেছে। এখন আর কোনো ঝামেলায় জড়াতে চান না তিনি। সোজা বাড়ি চলে যেতে চান। নির্বাচনের ফল স্পষ্ট হতেই গোপনে গোপনে হোয়াইট হাউস-পরবর্তী লাইফস্টাইল নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন তিনি। এরই মধ্যে বাড়ি ফেরার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন।

বুধবার এক প্রতিবেদনে সিএনএন জানায়, ট্রাম্প যখন যে কোনোভাবে হোয়াইট হাউসে আরও চার বছর টিকে থাকতে মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালাচ্ছেন, ঠিক সে সময়ে সব গুছিয়ে বিদায় নিতে চাইছেন মেলানিয়া। হোয়াইট হাউসে তাদের জিনিসপত্রের কোনটা ফ্লোরিডার পাম বিচের মার-এ-লাগো রিসোর্টে যাবে, আর কোনটা নিউইয়র্কের ট্রাম্প টাওয়ারে যাবে তা ঠিক করতে ব্যস্ত সময় পার করছেন তিনি। মেলানিয়ার মানসিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত আরেকটি সূত্র জানিয়েছে, 'তিনি (মেলানিয়া ট্রাম্প) কেবল বাড়ি ফিরতে চাচ্ছেন।'

ট্রাম্প ইতোমধ্যে ইঙ্গিত দিয়েছেন, এবার শেষ পর্যন্ত হোয়াইট হাউস ছাড়তে হলে ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তিনি। ফার্স্ট লেডি বিষয়টিকে কিভাবে দেখছেন? এমন প্রশ্নের উত্তরে সূত্রটি বলছে, এ ব্যাপারে মেলানিয়ার মনোভাব নেতিবাচক। ওই সূত্রের ভাষায়, 'এটি সম্ভবত তিনি ভালোভাবে নিচ্ছেন না।' এনবিসি জানিয়েছে, হোয়াইট হাউস থেকে মেলানিয়া ওয়াশিংটন নয়, নিউইয়র্কে ফিরতে চান। এমনকি ট্রাম্পের ২০২৪ সালের নির্বাচনে অংশ নিতেও নিষেধ করছেন তিনি।

আগে থেকেই গুঞ্জন রয়েছে, ট্রাম্পের রাজনীতিতে অংশ নেয়া পছন্দ হয়নি মেলানিয়ার। তিনি এ ব্যাপারে শুরু থেকেই বাধা দিয়ে এসেছেন। এতে তাদের পরিবারে কিছু পরিসরে কলহও হয়েছে। কিন্তু ট্রাম্প শোনেননি। মেলানিয়ার মন ও আবেগ বিশ্লেষণ করে মনোবিদরা বলছেন, গত ৪ বছরের বেশিরভাগ সময়ই ফার্স্ট লেডির চেহারায় নিরানন্দের ছাপ ছিল। যেন তিনি খানিকটা জোর করেই নিজেকে এই দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। এদিকে গত এপ্রিল মাসে একজন বিশেষ সরকারি কর্মচারী হিসেবে মার্সিয়া লি কেলিকে নিয়োগ দেন ট্রাম্প। ট্রাম্পের বিশেষ উপদেষ্টা হিসেবে তার কাজ বেশ সহায়ক হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। কেলি এর আগে হোয়াইট হাউস অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফিস পরিচালনা করেছিলেন। ট্রাম্পকে ওয়াশিংটন-পরবর্তী জীবনের প্রস্তুতি নেয়ার ক্ষেত্রেও তিনি সাহায্য করতে পারবেন। জানা গেছে, কেলিকে ওয়েস্ট উইংয়ের পরিচিত ও অফিসিয়াল অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড বাজেটের পরিচিত কর্মকর্তাদের কাছে সাবেক ফার্স্ট লেডির জন্য করদাতা তহবিল বরাদ্দ রয়েছে কি না, তা খোঁজ নিতে বলেছেন মেলানিয়া।

তবে যুক্তরাষ্ট্রে সাবেক প্রেসিডেন্ট জীবিত অবস্থায় তার স্ত্রী সাবেক ফার্স্ট লেডির জন্য সরকারের পক্ষ থেকে তেমন কোনো সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয় না। মেলানিয়া ট্রাম্পের সাম্প্রতিক জীবনযাপন নিয়ে চিফ অব স্টাফ স্টাফানি গ্রিশাম সিএনএনকে বলেন, 'মেলানিয়া ট্রাম্প ফার্স্ট লেডি হিসেবে বর্তমানে তার দায়িত্ব পালনেই ব্যস্ত। সম্প্রতি সংস্কারের পর রোজ গার্ডেনে একটি নতুন শিল্পকর্মের উন্মোচন করেছেন তিনি। তার অফিস কিছুদিন আগেই এই বছরের বড়দিনের সাজসজ্জা প্রকাশ করেছে। তিনি একজন মা হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে ও ফার্স্ট লেডি হিসেবে তার দায়িত্ব পালনেই ব্যস্ত সময় পার করছেন।'

আজ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে

(প্রথম পাতার পর)

থেকেই ফাইজারের মিশিগান কারখানা থেকে বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে টিকা পৌঁছানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিশেষ বক্সে করে এসব টিকা সরবরাহ করা হচ্ছে, যেখানে শুকনো বরফের মাধ্যমে মাইনাস ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তামপাত্রা নিশ্চিত করা হয়েছে। ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে ফাইজারের এই টিকা ৯৫ শতাংশ কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে এবং গুরুতর কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি।

টিকা সরবরাহের প্রক্রিয়া পরিচালনা করছেন জেনারেল গুস পারনা। তিনি বলেন, 'নিরাপদে এসব টিকা সরবরাহের ক্ষেত্রে আমি শতভাগ আত্মবিশ্বাসী।' তিনি জানান, আগামী বুধবার পর্যন্ত বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে টিকা সরবরাহের কার্যক্রম চলবে। প্রথম ধাপে ৩০ লাখ মানুষের বাহুতে এই টিকা প্রয়োগ করা হবে বলেও জানান তিনি।

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য বিভাগ সুপারিশ করেছে, স্বাস্থ্যকর্মী ও বয়স্ক ব্যক্তিদের যেন সবার আগে এই টিকা দেওয়া হয়। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত শেষমেশ বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের স্থানীয় প্রশাসনের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে গত ২ ডিসেম্বর ফাইজারের টিকা ব্যবহারের অনুমোদন দেয় যুক্তরাজ্য সরকার। এরপর ৮ ডিসেম্বর থেকে টিকা কার্যক্রম শুরু হয় সেখানে।

এদিকে করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে আরো অনেক দেশ। প্রথম ঢেউ মোকাবেলায় সাফল্য দেখানো দক্ষিণ কোরিয়ায় দৈনিক সংক্রমণের হার ক্রমেই বাড়ছে। এর মধ্যে গত শনিবার দেশটিতে শনাক্ত হয় ৯৫০ জন। সবচেয়ে বেশি আক্রান্তের ঘটনা ঘটছে রাজধানী সিউল ও আশপাশের শহরগুলোতে। একই অবস্থা ইউরোপের দেশ জার্মানিতেও। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অনেক স্কুল, দোকানপাট, সেলুন ও ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করেছেন চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মার্কেল।

বৈশ্বিক পরিসংখ্যানভিত্তিক ওয়েবসাইট ওয়ার্ল্ডোমিটারের হিসাব অনুযায়ী, বিশ্বের ২১৩টি দেশ ও অঞ্চলে শনাক্ত কভিড-১৯ রোগীর সংখ্যা সাত কোটি ২২ লাখ ছাড়িয়েছে। মৃতের সংখ্যা ১৬ লাখ ১৫ হাজারের বেশি। সেরে ওঠার সংখ্যাও কম নয়; পাঁচ কোটির বেশি। চিকিৎসাধীন আছে প্রায় দুই কোটি মানুষ। তাদের মধ্যে মৃদু উপসর্গ রয়েছে এক কোটি ৯৮ লাখ মানুষের (৯৯.৪ শতাংশ)। বাকিদের (দশমিক ৬ শতাংশ) অবস্থা আশঙ্কাজনক। আক্রান্তের তুলনায় মৃত্যুর হার ৩ শতাংশ।

এদিকে বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাস মহামারিতে ভ্যাকসিন তৈরির প্রতিযোগিতায় এগিয়ে আছে ফাইজার ও মর্ডানা। সংস্থা দুটি ২০২১ সালে কেবল করোনা ভ্যাকসিন বিক্রি করেই প্রায় ৩২ বিলিয়ন ডলার আয় করবে বলে জানিয়েছেন ওয়াল স্ট্রিট বিশ্লেষকরা। সিএনএনসহ একাধিক আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, করোনা ভ্যাকসিনের অনুমোদন যেমন বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও মানবতার জন্য একটি মাইলফলক, ঠিক তেমনই আগামী কয়েক বছর এটি ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলোর প্রধান অর্থোপার্জনের মাধ্যম হয়ে উঠবে।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান মরগ্যান স্ট্যানলির মতে, ফাইজার একাই ২০২১ সালে করোনা ভ্যাকসিন থেকে ১৯ বিলিয়ন ডলার লাভ করতে পারে, যা ২০২০ সালের সংস্থাটির ৯৭৫ মিলিয়ন ডলার আয়কে ছাড়িয়ে যাবে। ভ্যাকসিন বিক্রির আয় ভাগাভাগি করে নেবে ফাইজার ও জার্মান সংস্থা বায়োএনটেক।

চলতি মাসের শুরুতে ফাইজারের ভ্যাকসিন যুক্তরাজ্যে অনুমোদন পেয়েছে। এ ছাড়াও কানাডা, বাহরাইন, সৌদি আরবেও ভ্যাকসিনটি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আজ শনিবার জরুরি চিকিৎসার জন্য ফাইজার-বায়োএনটেকের তৈরি ভ্যাকসিন ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসনও (এফডিএ)। মরগ্যান স্ট্যানলির পূর্বাভাস অনুযায়ী, বিশ্বজুড়ে ভ্যাকসিন সরবরাহ অব্যাহত থাকলে ২০২২ ও ২০২৩ সালে ফাইজার করোনা ভ্যাকসিন থেকে ৯ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার আয় করবে। গত বছর সংস্থাটির সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়া পণ্য হলো নিউমোনিয়ার ভ্যাকসিন, যা থেকে ফাইজার প্রায় পাঁচ দশমিক আট বিলিয়ন ডলার আয় করেছে। ২০২১ সালের মধ্যে ফাইজারের প্রত্যাশিত আয় গত বছরের আয়কেও ব্যাপকভাবে ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

তবে ভ্যাকসিন তৈরির পর ফার্মাসিউটিক্যাল জায়ান্ট ফাইজারের শেয়ারের দাম বাড়তে শুরু করলেও এখনো তেমনটা ফুলে-ফেঁপে উঠেনি। ফাইজারের শেয়ারগুলো এই বছর কেবল ১২ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে। অন্যদিকে, ফাইজারের অংশীদার বায়োএনটেক ইতোমধ্যেই লাভ করতে শুরু করেছে। এর মার্কিন-তালিকাভুক্ত শেয়ারগুলো প্রায় ৩০০ শতাংশ বেড়েছে। জানা গেছে, জার্মান বায়োটেক সংস্থাটির বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় ৩০ বিলিয়ন ডলার। অন্যদিকে, গত বছর মডার্নার আয় ছিল মাত্র ৬০ মিলিয়ন ডলার। ইতোমধ্যেই সম্ভাব্য করোনা ভ্যাকসিনের ফলে সংস্থাটি ৬২ বিলিয়ন ডলারের একটি পাওয়ার হাউসে রূপান্তরিত হয়েছে। মডার্না একটি তরুণ বায়োটেক সংস্থা, যার নাম ২০২০ সালের আগে খুব কম লোকই শুনেছে। সংস্থাটির শেয়ার এই বছর প্রায় ৭০০ শতাংশ বেড়েছে।

মরগ্যান স্ট্যানলির অনুমান, সংস্থাটির বাজারমূল্যের প্রায় অর্ধেক এখন ভ্যাকসিনের সঙ্গে সংযুক্ত। মডার্নার আকাশছোঁয়া শেয়ারের দাম এটাই বোঝায় যে, বিনিয়োগকারীরা আশা করছেন, করোনা ভ্যাকসিন থেকে সংস্থাটি ২০২১ ও ২০২২ সালের মধ্যে ১০ বিলিয়ন ডলার থেকে ১৫ বিলিয়ন ডলার আয় করবে।

বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান গোল্ডম্যান শ্যাসের মতে, মডার্না কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন থেকে পরবর্তী বছরে ১৩ দশমিক দুই বিলিয়ন ডলার আয় করবে বলে আশা করা হচ্ছে। মডার্নার মতো সংস্থা, যা ২০১৯ সালে মাত্র ৬০ মিলিয়ন ডলার আয় করেছে এবং এর আগে যে সংস্থার কোনো পণ্য এমনকি লাইসেন্সও পায়নি, সেটির জন্য এটি একটি বড় সাফল্য।

এদিকে, বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য সংকটের মধ্যে ওষুধ প্রতিষ্ঠানগুলোর লাভজনক ভূমিকা নিয়ে অনেকেই তীব্র সমালোচনা করছেন। গত মাসে এক বিবৃতিতে ফাইজার জানায়, সংস্থাটির কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের উদ্ভব ও উৎপাদন ব্যয় সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়ন থেকে এসেছে। ঝুঁকির মধ্যেই তারা বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে। মহামারি মোকাবিলায় সহায়তা করার প্রয়াসে সংস্থাটি ভ্যাকসিনের বিকাশ ও উৎপাদনের সমস্ত ব্যয় বহন করবে বলেও জানায় সংস্থাটি।

অন্যদিকে, ফাইজার ও মর্ডানার প্রতিদ্বন্দ্বী ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থা জনসন অ্যান্ড জনসন (জেএনজে) এবং অ্যাস্ট্রাজেনেকা (এজেডএন) মহামারি চলাকালীন অলাভজনক ভিত্তিতে তাদের ভ্যাকসিন বিতরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। মহামারির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বিশ্ব অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে ভ্যাকসিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। লাখো শ্রমিক যারা করোনার কারণে চাকরিচ্যুত হয়েছেন, তাদের পুনর্বাসনে সাহায্য করবে। তাই মহামারি মোকাবিলায় ওষুধ প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকাকে সবাই অভিনন্দন ও উৎসাহ জানাতে ব্যস্ত থাকার ফলে তাদের বিপুল অর্থ আয়ের দিকটি কিছুটা আড়ালেই থেকে যেতে পারে।

ম্যারাডোনার সম্পত্তি নিয়ে ৬ নারীর

(প্রথম পাতার পর)

কারণ ম্যারাডোনার ব্যক্তিগত জীবনে ছিল বহু নারীর আসা-যাওয়া। তাদের গর্ভজাত সন্তানদের কারণেই সৃষ্টি হতে পারে এ জটিলতা।

কাজেই তিনি মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়েছে। তার সম্পদের পরিমাণ কত এবং ঠিক কতজন তার উত্তরাধিকারের দাবিদার হবেন, তা নিয়ে।

ম্যারাডোনার ছিল এক বিশাল পরিবার। ছয় নারীর সঙ্গে কয়েকদশকব্যাপী রোমান্টিক সম্পর্কের সূত্রে তাদের গর্ভে কমপক্ষে আট সন্তানের জন্ম দিয়েছেন তিনি।

মনে করা হচ্ছে, তার সম্পত্তি এই সন্তানদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেয়া হবে।

কিন্তু আর্জেন্টিনার আইন বিশেষজ্ঞ এবং সাংবাদিকরা বলছেন, ম্যারাডোনা কোনো উইল করে গেছেন বলে জানা যায়নি। তাই তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ঠিক করাটা কোনো সহজ-সরল ব্যাপার হবে না।

একজন সফল ফুটবলার হিসেবে ম্যারাডোনার জীবন ছিল বর্ণাঢ্য। আর নানা নারীর গর্ভে ম্যারাডোনার সন্তান জন্মের খবর ছিল সেই জীবনের একটা নিয়মিত ঘটনা।

ম্যারাডোনা এক কন্যা একবার ঠাট্টা করে বলেছিলেন, তার পিতার সন্তানের সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে, তাতে পুরো একটা ১১ জনের ফুটবল দল হয়ে যাবে।

ম্যারাডোনা নিজে অনেক দিন ধরেই দাবি করে আসছিলেন, তার প্রথম স্ত্রী ক্লডিয়া ভিলাফানের গর্ভে জন্মানো দুই মেয়ে জিয়ানিনা (বর্তমানে বয়স ৩১) এবং ডালমা (বর্তমান বয়স ৩৩) ছাড়া তার আর কোন সন্তান নেই।

বিশ বছরের বিবাহিত জীবনের পর ২০০৩ সালে ক্লডিয়ার সঙ্গে ম্যারাডোনার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। পরে অবশ্য ম্যারাডোনা স্বীকার করেন যে- তিনি আরও ৬টি সন্তানের পিতা।

বছর পাঁচেক আগে ক্রিস্টিনা সিনাগ্রা এবং ভ্যালেরিয়া সাবালাইন নামে দুই নারীর সঙ্গে আদালতে আইনি লড়াইয়ের পর ম্যারাডোনা স্বীকার করেন, যথাক্রমে জুনিয়র(৩৪) এবং জানার(২৪) পিতা তিনিই।

এর আগে ২০১৩ সালে ভেরোনিকা ওইয়েদা নামে এক নারীর গর্ভে তার দ্বিতীয় পুত্র দিয়েগো ফার্নান্দোর জন্ম হয়। তাকে নিয়ে অবশ্য কোন মামলা হয়নি।

এর পর ২০১৯ সালে এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে। সবাইকে অবাক করে দিয়ে ম্যারাডোনার আইনজীবী ঘোষণা করেন, বিশ্বকাপজয়ী এই আর্জেন্টাইন ফুটবলার কিউবায় জন্মানো তিনটি শিশুর পিতৃত্ব স্বীকার করতে রাজি হয়েছেন।

কোকেন আসক্তি থেকে সেরে ওঠার চিকিৎসার জন্য ২০০০ সালের পর থেকে বেশ কয়েক বছর ম্যারাডোনা কিউবায় কাটিয়েছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্রে সোয়া লাখ রেস্তোরাঁ বন্ধ

(প্রথম পাতার পর)

গুটিয়ে পথে বসতে বসেছে মার্কিন রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ীরা। গত ৭ মাসে সোয়া ১ লাখের বেশি রেস্তোরাঁ বন্ধ হয়ে গেছে, বন্ধের পথে আরও প্রায় ১০ হাজার দোকান। চলতি বছরেই প্রায় ২৪ হাজার কোটি ডলার ক্ষতির মুখে পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

করোনায় আক্রান্ত ও মৃতের রেকর্ড যুক্তরাষ্ট্রের। দেশটির জাতীয় রেস্তোরাঁ অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে, মহামারির থাবায় এরই মধ্যে ১ লাখ ১০ হাজারেরও বেশি রেস্তোরাঁ বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন মালিকরা। সরকারি প্রণোদনা না পেলে আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে আরও ১০ হাজারের বেশি রেস্তোরাঁ ও ক্যাটারিং সেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। ম্যাকডোনাল্ডসের ১৪ হাজার আউটলেটের মধ্যে ২শ্রুটি এ বছর স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

গত আগস্টে রেস্তোরাঁগুলোতে গড়ে ৩৪ শতাংশ বিক্রয় কমেছিল, আর ৬০ শতাংশ রেস্তোরাঁয় সাধারণ হিসেবের চেয়ে বেশি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় করতে হয়েছে। মহামারি হওয়ার আগে তারা ৭১ শতাংশ কর্মচারী কর্মরত ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে তা কমেছে অনেকাংশে। তবে ৪০ শতাংশ রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে যদি আর কোন ত্রাণ প্যাকেজ না থাকে তাহলে আগামী ছয় মাসের মধ্যে এ ব্যবসা ধরে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

রেস্তোরাঁগুলো কতটা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে সে সম্পর্কে গ্রাহকরা সচেতন। অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা পরিচালিত আগস্টে প্রকাশিত একটি ভোক্তা জরিপে উল্লেখ করা হয়, আমেরিকান প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ৫৬ শতাংশ বলেছেন যে তারা কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের প্রভাবের কারণে স্থায়ীভাবে বন্ধ হওয়া একটি রেস্তোরাঁ সম্পর্কে জানেন।

তবে ৮৮ শতাংশ উল্লেখ করেছেন যে, রেস্তোরাঁগুলো কমিউনিটির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। বর্তমানে যে সব রেস্তোরাঁ চালু রয়েছে সেগুলোর ওপর চেপে বসছে লোকসানের বোঝা। আগামী তিন মাসে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হওয়ার আশঙ্কা ব্যবসায়ীদের।

রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ীরা বলছেন, বছর শেষে মোট ক্ষতির প্রিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ২৪ হাজার কোটি ডলার। এ অবস্থায় ব্যবসা টিকিয়ে রাখার পাশাপাশি অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে দ্রুত রেস্তোরাঁ আইন পাসের দাবি জানিয়েছেন তারা।

প্রসঙ্গত, বিশ্বজুড়ে আবারও ভয়ংকর হতে শুরু করছে মহামারি করোনাভাইরাস। বর্তমানে বিশ্বজুড়ে এ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ৭ কোটি ৭ লাখ। এ মহামারিতে আক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত বিশ্বে মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ১৫ লাখ ৮৮ হাজার।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, করোনায় এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি সংক্রমণ ও মৃত্যু বেশি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। তালিকায় শীর্ষে থাকা দেশটিতে এখন পর্যন্ত করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন এক কোটি ৬০ লাখ ৩৯ হাজার ৩৯৩ জন। মৃত্যু হয়েছে ২ লাখ ৯৯ হাজার ৬৯২ জনের। আক্রান্তদের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৯৩ লাখ ৩০ হাজার ৮৬৫ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই মারা গেছে রেকর্ড প্রায় তিন হাজার মানুষ। একই সময়ে শনাক্ত হয়েছে প্রায় ৫ লাখ। করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে আক্রান্ত ও মৃত্যুর দিক থেকে যেমন সবার উপরে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র; তেমনি সুস্থ হয়ে ওঠার দিক দিয়েও শীর্ষে রয়েছে দেশটি।

সৌজন্যে: আমাদের সময়

'পারসন অব দ্যা ইয়ার' বনাম 'লুজার অব দ্যা ইয়ার'

(প্রথম পাতার পর)

নির্বাচিত কমালা হ্যারিস। গত বৃহস্পতিবার তাদের নাম ঘোষণা করা হয়।

খবরটি বাতাসের বেগে ছড়িয়ে পড়ে সারা দুনিয়ায়। কিন্তু এ খবরের আড়ালে হারিয়ে গেছে আরেকটি খবর। তা হলো জার্মানি থেকে প্রকাশিত ইউরোপের সর্বাধিক প্রচারিত নিউজ ম্যাগাজিন 'ডের স্পিগেল' যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এবং সদ্য অনুষ্ঠিত নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থী ডনাল্ড ট্রাম্পকে 'লুজার অব দি ইয়ার' বা 'বছরের সবচেয়ে খারাপ পরাজিত' বলে অভিহিত করেছে। বৃহস্পতিবার প্রকাশিত একটি দীর্ঘ নিবন্ধে ম্যাগাজিনটি এ ঘোষণা দেয়।

বাইডেন এবং কমালাকে 'পারসন অব দি ইয়ার' ঘোষণার কারণ ব্যাখ্যা করে টাইম ম্যাগাজিনের সম্পাদকের দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে- যুক্তরাষ্ট্রে পরিবর্তনের সূচনা করতে, সহানুভূতির বার্তা যে বিভক্তি থেকে বড় সেটা প্রমাণ করতে এবং শোকাহত বিশ্বে নিরাময়ের বাণী ছড়িয়ে দিতে তাদের এ খেতাব দেয়া হচ্ছে।

অন্যদিকে নির্বাচনে জো বাইডেনের কাছে ট্রাম্প নিজের পরাজয় প্রত্যাখ্যান করার সমালোচনা করে নিবন্ধের একেবারে শুরুতেই ডের স্পিগেল লিখেছে, ডনাল্ড ট্রাম্প কখনোই করোনাভাইরাস মহামারিকে পাত্তা দেননি। তারপর তিনি নিজেই করোনায় অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং 'সুপার স্প্রেডার' হয়ে অসংখ্য মানুষকে সংক্রমিত করেছেন।

বর্ষসেরা হওয়া জো বাইডেন এবং কমালা হ্যারিসের ছবি দিয়ে তাদের সর্বশেষ সংখ্যার প্রচ্ছদ করেছে টাইম। যার সাব-টাইটেল দেয়া হয়েছে 'চেঞ্জিং আমেরিকাস হিস্ট্রি' বা 'যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস বদলাচ্ছে'।

আর ডের স্পিগেল লিখেছে, ট্রাম্পের অধীনে কিছুই স্বাভাবিক নয়। তিনি ব্যাপক নির্বাচনী জালিয়াতির কথা বলছেন, যদিও এর স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। ট্রাম্প যেভাবে প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন, তেমনিভাবে পরাজিতও হয়েছেন। সৌন্দর্য এবং মর্যাদাবোধ ছাড়াই। গৃহযুদ্ধের সময় থেকেও এখন দেশটি বেশি বিভক্ত। এটি ট্রাম্পের রাজনীতির কুফল হিসেবে হয়নি-এটাই তাদের লক্ষ্য ছিল।

অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের ৭৮ স্ট্রীট এবং ২৪ এভিনিউতে এক বেডরুমের সেমি বেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৪৭৮-৭১৩১
ডি-১৪/২১

রুমমেট আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের ৮৪ স্ট্রীট এবং ২৫ এভিনিউতে বেসমেন্টে থাকার জন্য একজন পুরুষ রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৯১৭-৪৭৮-৭১৩১
ডি-১৪/২১

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

ইস্ট এলমহার্স্টের ৯৪ স্ট্রীটে দুই বেডরুম, ওয়ান বাথরুম, কিচেন-ডাইনি রুম সহ একটি সেমি বেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। ইউটিলিটি সংযুক্ত। যোগাযোগ: ৯১৭-৯৩৫-১৭৯০
ডি-১৪/২১

বাসা ভাড়া

পার্কচেস্টার সাউথ কন্ডো, ২ বেডরুম ১ বাথরুম। এক্টি রিয়েলিটি গ্রুপ, এম. খলিল রহমান (এলআইসি রিয়েলটর)
৯১৭-৪০২-৭০৮৪
khalil4na@gmail.com

কন্ডো বিক্রয়

পার্কচেস্টার সাউথ কন্ডো ২ বেড রুম ১ বাথরুম, এক্টি রিয়েলিটি গ্রুপ, এম. খলিল রহমান (এলআইসি রিয়েলটর)
৯১৭-৪০২-৭০৮৪
khalil4na@gmail.com

বাসা ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকায় E, J, LIRR, Air Train এর নিকটে 107 Ave. এবং Inwood St. এ প্রাইভেট হাউজের দোতলায় ৩ বেডরুম, ২ বাথরুম, লিভিং রুম, বেলকনি ও কিচেনসহ ১লা জানুয়ারি থেকে বাসা ভাড়া হবে।
যোগাযোগঃ ৭১৮-৬৫৮-৪২৮৪।

লিভ ইন ন্যানী আবশ্যক

নিউজার্সীতে স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে আড়াই বছরের এক ছেলে ও এক শিশু বাচ্চাকে দেখাশোনার জন্য লিভ ইন ন্যানী আবশ্যক জানুয়ারি মানস থেকে। বাসায় থেকে কাজ করতে হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।
যোগাযোগঃ ৪০৪-৫৩৬-২১৯৪
৪০৪-৫৩৮-৪৮৭৫

বাসা ভাড়া

ইষ্ট এলমহার্স্ট এর নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে ৮১ স্ট্রীট-এর উপরে দ্বিতীয় তলায় একটি এক বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
ডি-০৭/১৪/২১/১৮

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ব্রায়ারউড-এর ডেনিয়েলস স্ট্রীট ও ৮৪ এভিনউ এর কর্ণারে দুই রুমের একটি রেনোভেটেড ঝলমলে বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ২ সদস্যের ফ্যামিলি আবশ্যক। এফ ট্রেন সাবওয়ে সাতফিন বুভেভার্ড থেকে ১০ মিনিট দূরত্ব।
যোগাযোগ: ৭১৮-২১৯-৮১৭৮
ন-৩০/ডি-০৭

বাসা ভাড়া

সানিসাইডের ৪৬ স্ট্রীট এবং ৪৮ এভিনিউতে অধুমপায়ী মুসলিম পরিবারের জন্য সেকেন্ড ফ্লোরে সম্পূর্ণ নতুনভাবে তৈরী দুই বেডরুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। মাসিক ভাড়া ২০০০ ডলার।
যোগাযোগ: ৯১৭-৫৬২-১৩৬৮
ন-৩০/ডি-০৭/১৪

বেসমেন্ট ভাড়া

উডসাইডের ব্রডওয়ে ও নর্দার্ন বুলেভার্ড এলকায় সাবওয়ের কাছে বেসমেন্ট (বাইরের সাথে দরজা-জানালাযুক্ত) একটি, দুই (২) রুমের বাসা এবং অন্য একটি এক রুমের বাসা ভাড়া হবে।
যোগাযোগ: ৯১৭-৪১২-৭৭৩৯
ন-২৩/৩০/ডি-০৭

বাসা ভাড়া

উডসাইডের সাবওয়ের পাশে ৫৮ স্ট্রিট ও নর্দান বুলুভারডে ৩ বেডরুম ও ২ বাথরুম সম্বলিত বাইরের সাথে দরজা-জানালাযুক্ত বেসমেন্টের একটি বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: (৯১৭) ৪১২-৭৭৩৯.
ন-০৯/১৬/২৩

হেল্প ওয়ান্টেড

একজন কর্মজীবি মা'র (বাসা থেকে কাজ করে) চার বছরের বাচ্চা-কে সঙ্গ দেবার জন্য সাহায্যকারী প্রয়োজন। সাহায্যকারী-কে পরিবারের সদস্যের মতো থাকতে হবে। অতিরিক্ত হাত খরচ ৩০০ ডলার দেয়া হবে। সাহায্যকারীকে অতিরিক্ত কিছু সাহায্য করতে হবে। কাজের ধরন, হাত খরচ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনায় আগ্রহী হলে যোগাযোগ করুন। বাসা ব্রঙ্কসের কাছে উইনচেষ্টার কাউন্টির হোয়াইট প্লেইনস।
যোগাযোগ: ৯১৭-৪৩৬-৬১৬৮
ন-২৩/২৬

আবশ্যক

ম্যানহাটানের ৯১, ফাস্ট এভিনিউতে একটি হারবাল স্টোরের জন্য একজন সেলসপার্সন আবশ্যক। আগ্রহীকে ইংরেজী ভালোভাবে জানা এবং কম্পিউটার বিষয়ে জ্ঞান থাকতে হবে।
যোগাযোগ: ৬৪৬-২৪৫-০৩৬৫
ন-২৩/৩০

HELP ANTED

Need Office Assistant/Secretary Real Estate office, Queens, New York. English/Computer must. Contact: 917-523-4451. Email: MKSKARN@gmail.com
N-16/23

HOUSE FOR SALE

90-39 181 St. Jamaica, Queens, New York. 1 family house, 2 block from F Train subway. 917-523-4451 or 718-813-9262.
Email: MKSKARN@gmail.com
N-16/23

HOUSE FOR SALE

115-57 200 St. Albans, Jamaica, Queens, New York. 1 family house, Good condition.
917-523-4451
N-16/23

রুমমেট আবশ্যক

জ্যামাইকার হাইল্যান্ড এভিনিউ এর উপরে E and F ট্রেন সাবওয়ের খুব কাছে তিন বেডরুমের একটি বাসার দুই বেডরুম আলাদা বাথরুম সহ ভাড়া হবে জানুয়ারী ২০২১ সাল থেকে। ভাড়া আলোচোনা সাপেক্ষ্য।
যোগাযোগঃ ৭১৮-২০০-৮৮০০.
ন-১৬/২৩

হেল্প ওয়ান্টেড

একটি হিন্দু পরিবারের সাহায্যকারী প্রয়োজন। সাহায্যকারীকে পরিবারের সাথে পরিবারের সদস্যের মতো থাকতে হবে। থাকা, খাওয়া ফ্রি এবং অতিরিক্ত মাসিক বেতন ৫০০ ডলার দেয়া হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।
যোগাযোগ: ৯১৭-৪৩৬-৬১৬৮
ন-০৯

বাড়ি বিক্রয়

Jamaica Hills: 2F family walkup 3 family brick 3 bed rooms 2 bath rooms 3 apartments also full finished basement 1320 Sq.ft প্রতি ফ্লার জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার থেকে ১ ব্লক। Close to Park, Hospital. St. Hhons College, Subway. Price $1.3 millions. Call: 917-749-4143.

বাসা ভাড়া

এস্টেরিয়ার ২৩-০২ ৩০ ড্রাইভ-এ সেকেন্ড ফ্লোরে তিন বেডরুম, দুই বাথরুম, ডাইনিং, লিভিং রুম ১৫০০ স্কয়ার ফুট ১ নভেম্বর থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: নাজমুল। ফোন: ৯১৭-২৯৯-৯৪৭৮
অ-১৯/২৬

বাড়ি ভাড়া

১ রুম, কিচেন, বাথ রুম nice and clean. ভাড়া ১৩০০ ডলার মাত্র including everything. Call: 917-749-4143.
Elmhurst: 94th Street & 40th Road 3 bed rooms + Bath rooms + EIK nice close to subway, Hospital, Market, Loundry, Full big bath rooms Rent $2200 including heat water. Call: 917-749-4143.

বাসা ভাড়া

সাউথ জ্যামাইকায় ২ বেডরুম, ২ ফুল বাথরুম, লিভিং রুম এবং কিচেন-এর প্রাইভেট বাসা (দুই ব্যালকনি সহ) ভাড়া হবে। বিদ্যুৎ গ্যাস বিল পৃথক। ভাড়া ২০০০ ডলার। যোগাযোগ: ইশতিয়াক।
ফোন: ৭১৮-৫৬৯-২৩০০
অ-২৬/ন-০২/০৯/১৬

বাসা ভাড়া

নতুন রেনোভেটেড বাসার সেকেন্ড ফ্লোর তিনটি বড় বেডরুম, দুটি ফুল বাথরুম, ব্র্যান্ড নিউ বড় কিচেন (হার্ডউড কেবিনেট) ও বড় লিভিং রুম এর বাসা (প্রাইভেট এনট্রেন্স) ভাড়া দেওয়া হবে। সবকিছুই কাছাকাছি। জ্যামাইকার সাতফিন বুলেভার্ড ই/এফ ট্রেন সাবওয়ে ৩/৫ মিনিট আর এলআইআরআর/এয়ার ট্রেন ষ্টেশন ৭ মিনিটের দূরত্বে। ভাড়া মাসিক ২,৬০০ ইউএস ডলার। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৩৯-২৩৬৯ (সন্ধ্যা ৬টার পর)।
ন-০২/০৯/১৬/২৩

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

পাত্রী চাই

আমেরিকায় বসবাসরত ও প্রতিষ্ঠিত সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান, ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, সুদর্শন, এমবিএ ডিগ্রীধারী পাত্রের জন্য পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৯২৯-৫৩০-৫২৯৩।
ই-মেইল: 3800rahman@gmail.com

মালটি ফ্যামিলি হাউজ বিক্রি



নিউইয়র্কের বাফেলোতে ফুল রেনোভেটেড মালটি ফ্যামিলি হাউজ বিক্রির জন্য তৈরী। সিরিয়াস আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। **ফোন: ৬৪৬-৩২৭-৬৮৮৯**
ন-৩০/ডি-০৭/১৪

টেনেসিতে জরুরী লোক আবশ্যক

টেনেসির ম্যাম্পীস শহরে বাঙালী মালিকানাধীন গ্যাস ষ্টেশনে জরুরী ভিত্তিতে লোক আবশ্যক। প্রয়োজনে কাজ শেখানো হবে।
যোগাযোগ: মাসুদ হাসান তুর্ন।
ফোন: ৪০৪-৭১৭-৩২৫৫
ডি-১৪/২১

পাত্রী চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ৩২ বছর বয়সী, জন্মসূত্রে আমেরিকান সিটিজেন পাত্রের জন্য পাত্রী আবশ্যক। পাত্র ফোর্ডহ্যাম ইউনিভার্সিটি থেকে বিজন্যাস এন্ড ফাইন্যান্সে গ্রাজুয়েট। বর্তমানে নিউইয়র্কে একটি নামী ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীতে সুপারভাইজার লেভেলে কর্মরত। পাত্রীকে জন্মসূত্রে আমেরিকান নাগরিক, গ্রাজুয়েট বা পড়াশোনার শেষ পর্যায়ে থাকতে হবে। পাত্রীর গড়ন হাল্কা পাতলা এবং সুন্দরী হতে হবে।
যোগাযোগ: ৯১৭ ২৮৮ ১৮৩৫
(সকাল ১১টা থেকে রাত ১০টা)

হাউজ কিপিং জব

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, **বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট**)। **ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯**

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

সিকিউরিটি ক্যামেরা

আপনার বাসা, অফিস বা কর্মস্থল সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে নিরাপদ করুন।
ঘরে-বাইরে, কাছে-দূরে যেখানেই থাকুন আপনার সম্পদ ফোনের পর্দায় দেখুন।
আমরা সবচেয়ে কম খরচে অল্প সময়ে সিকিরিটি ক্যামেরা লাগাই। আজই যোগাযোগ করুন।
ফোন : 917-455-5308
ইমেইল: techlifeusa@gmail.com
Tech Life USA : 179-51 Hillside AV, Jamaica, NY-11432

কাজী অফিস

(সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত)

কাজী মোঃ বেলাল হোসেন

ইউএস এয়ারফোর্সের অধীনে কুয়েতস্থ আমেরিকান এ্যাম্বাসির প্রাক্তন দোভাষী অফিসার
বর্তমান ইমাম : বাইতুন নূর মসজিদ, ওজপনপার্ক।
ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়। ইংরেজী, আরবী এবং বাংলায় বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হয়। সপ্তাহে ৭ দিন খোলা। নিউইয়র্ক সিটির প্রতিটি এলাকায় সেবা প্রদান করা হয়।
যোগাযোগ: 201-839-7579
৮৮-১৯ লিবার্টি এভিনিউ, ওজনপার্ক, নিউইয়র্ক-১১৪১৭

বাসা ভাড়া

বাংলাদেশী অধ্যুষিত এস্টোরিয়ায় (৩৩-০৯, ৩১ এভিনিউ এবং ৩০-৫২, ৩৪ স্ট্রীট) এর দুটি এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে ১বেড রুম (ভাড়া: ১৭০০ ডলার), দুই বেড রুম (ভাড়া: ২২০০ ডলার) এর বেশ কয়েকটি এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে।
যোগাযোগ: হাবিব রহমান
লাইসেন্সড রিয়েল এস্টেট সেলস পার্সন
পার্কচেস্টার ব্রক্স রিয়েলিটি
ফোন: ৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯ (সেল)
৭১৮-৫১৪-৯০৩০ (অফিস)

বিপিএল অফ ইউএসএ -২০২১

টীম ও প্লেয়ার রেজিষ্ট্রেশন শুরু

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: আগামী বছর ২০২১ সালের মে মাসের মেমোরিয়াল ডে উইকএন্ডে তৃতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিতব্য 'বিপিএল অফ ইউএসএ টি-২০' এর টীম ও প্লেয়ার রেজিষ্ট্রেশন ১৪ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে।



টীম রেজিষ্ট্রেশানের শেষ তারিখ ১৭ জানুয়ারী ২০২১ এবং প্লেয়ার রেজিষ্ট্রেশানের শেষ তারিখ ৩১ জানুয়ারী ২০২১। এই তথ্য জানিয়েছেন বিপিএল অফ ইউএসএর প্রেসিডেন্ট সুমন খান।

গত ১৩ ডিসেম্বর রোববার, নিউইর্য়কের কুইন্সের পি.টি. ডাবলিওর আই.টি স্কুলের অফিস হলে আয়োজিত সভায় স্বাগত বক্তব্যে দেন বিপিএল এর সভাপতি সুমন খান। তিনি এবারের বিপিএল অফ ইউএসএ এর টুর্ণামেন্ট কমিটিকে পরিচয় করিয়ে দেন। এবারের বিপিএল অফ ইউএসএ এর টুর্ণামেন্ট কমিটির কর্মকর্তারা হলেন- চেয়ারম্যান মো: জাসেম, কো-চেয়ারম্যানগণ হলেন- মারজান আলম, রাহী আহমেদ ও মো: কবির টিটু, মেম্বার সেক্রেটারী পলাশ সি. রয়, মেম্বারগণ হলেন- আসাদ সুমন, ফয়সাল হোসেন, হাসান সুমন, সরওয়ার রবিন, তৌহিদুর রহমান, জাহিদ বিশ্বাস প্রমুখ।

টুর্ণামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান মো: জাসেম জানান, আসন্ন বিপিএল এ মোট ১৬টি টীম রাখা হবে এবং টীম রেজিষ্ট্রেশানের ফি ২,২০০ ডলার। চ্যাম্পিয়ান দলের জন্য ১২,০০০ হাজার ও রানার্স আপ দলের জন্য ৫,০০০ হাজার ডলারের প্রাইজমানি দেওয়া হবে। খেলোয়াড় নির্বাচনের ক্ষেত্রে আইকন প্লেয়ার ১জন, হোম টাউন ২জন, ওপেন চয়েজ ২জন, বিদেশী খেলোয়াড় ৫জন এবং প্রত্যেক দলকে অবশ্যই ২১ বছরের নীচে একজন ইয়্যথ খেলোয়াড় নিতে হবে। এছাড়াও ড্রাফট থেকে ৭জন খেলোয়াড় নিতে পারবে। প্রত্যেক টীম সর্বমোট ১৮জন খেলোয়াড় দলে নিবন্ধন করতে পারবে। তবে প্রতি খেলায় বেষ্ট ১১ জনের মধ্যে মাত্র ৩জন বিদেশী খেলোয়াড় খেলতে পারবে।

বিপিএল অফ ইউএসএ এবারে ইয়্যথদের নিয়ে ভবিষ্যতে ইয়্যথ ডেভেলাপমেন্ট প্রোগ্রামে কি কি কার্যক্রম করবে তার বিশদ পরিকল্পনা তুলে ধরেন কো-চেয়ারম্যান মারজান আলম। তিনি আরো জানান যাদের বয়স ২৫ এর নীচে তাদেরকে নিয়ে বিপিএল অফ ইউএসএ এর উদ্যোগে ৫০ ওভারের একটি টুর্ণামেন্টের আয়োজন করা হবে, এছাড়াও বিপিএল কমিটি তাদের খরচের একটি অংশ ইয়্যথ ডেভেলাপমেন্ট প্রোগ্রামের জন্য ব্যয় করবে।

টিম ও প্লেয়ার রেজিষ্ট্রেশানের জন্য, সুমন খান (৩৪৭-৮৩২-৭২৮০), তানভীর ভূঁইয়া (৩৪৭-৫৬৭-৩৭৭৫), মো: জাসেম (৯১৭-৩৬১-৯৮১৪), পলাশ সি. রয় (৩৪৭-৫৯৩-৬৩২৭), মারজান আলম (৬৪৬-৫১২-৩০৮৪, রাহী আহমেদ (৩৬৭-২৮৪-৮৬৪৩) এর উক্ত নম্বরগুলোতে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন বিপিএল অফ ইউএসএ কর্তৃপক্ষ। পরিস্থিতি অনুকুলে থাকলে আগামী জানুয়ারী মাসের শেষ সাপ্তাহে প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে "বিপিএল অফ ইউএসএ টি-২০" এর বিস্তারিত তথ্য জানানো হবে। এছাড়াও, আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০২১ সব টীমের উপস্থিতিতে প্লেয়ার ড্রাফট অনুষ্ঠিত হবে। স্থান ও সময় পরবর্তীতে জানানো হবে।

'শেয়াল পন্ডিতের লাঠি'!

(শেষের পাতার পর)

পন্ডিতকে বাগে পাওয়া যায়। একদিন শেয়াল নদীর ধারে এসে পানি খেতে নামলেই খপ্ করে তার একটা পা কামড়ে ধরে। শেয়াল দেখলো মহাবিপদ। এখন কুমীর তো তাকে খেয়ে ফেলবে! চট করে মাথায় বুদ্ধি এসে যায়। পন্ডিত বলে কথা! বললো, ভায়া কুমীর, তোমার ছানাগুলোকে খেয়ে আমি খুবই অন্যায় করেছি! বুঝতে পারছি আমাকে খেয়ে তুমি তার প্রতিশোধ নিতে চাইছো! ঠিক আছে। কিন্তু তুমি তো আমার পা ছেড়ে লাঠিখানা কামড়ে ধরে আছো ভায়া। কুমীর বলে তাহলে তোমার পা কোনটা? শেয়াল চটজলদী হাতে ধরে থাকা লাটিটা এগিয়ে দিয়ে বলে, এইযে- এইটা আমার পা। কুমীর তড়িৎ পা ছেড়ে লাঠি কামড়ে ধরে। এই সুযোগে শেয়াল লাঠি ফেলে রেখে দেয় চম্পট! বোকা কুমীর লাঠি কামড়ে ধরে পড়ে থাকে!

সেই ছোটবেলায় শোনা গল্প। স্বাধীনতার পর থেকে দেখছি দেশের রাজনীতিতেও এই একই খেলাই চলছে। এ ওর হাতে লাঠি ধরিয়ে দিচ্ছে! ক্যাসিনোকান্ড সামনে আসার পর থেকেই ক্রমাগত সরকারি দলের লোকদের ধুন্ধুমার লুটপাট চুরি দুর্নীতি সেই সাথে অবিশ্বাষ্য বিত্তবৈভবের কাহিনী প্রকাশিত হয়ে আসছিলো। এই ধারাবাহিকতা 'গোল্ডেন মনির' পর্যন্ত এসে ঠেকলে কেমন যেন রাখঢাকভাব মনে হলো। এই সময়টায়ই র‍্যাবের করিৎকর্মা ম্যাজিস্ট্রেট সারোয়ারের বদলী হয়ে যাওয়ার খবর বের হয়। দেশে দেশে বেগম পাড়ার বেগমদের নামের তালিকা তৈরীর কথা যখন আলোচনায় তখনই সিঙ্গাপুরে আট হাজার কোটী টাকার একটি বেওয়ারিশ গুপ্তধন আবিষ্কার হয়ে যায়! অনেকের চক্ষু চড়কগাছ! এইরকম একটা সময়ে হঠাৎ করে কয়েকজন হুজুর 'মুর্তি-ভাস্কর্য' নিয়ে হুংকার ছাড়লেন। এর আগে সরকারবিরোধী বলে পরিচিত বাবুনগরী গ্রুপ হেফাজতের নেতৃত্ব করায়ত্ব করে ফেলে। এভরি ডে নিউ ফেনোমেনা! প্রতিদিন নতুন নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব! অবশ্য প্রতিক্রিয়া হিসাবে 'শাপলা চত্বর' সংশ্লিস্ট মামলাগুলো চালু করার উদ্যোগও নাকি নেয়া হয়েছে! অবস্থা এমন- বুঝো হে সুজন যে জানো সন্ধান! 'ভাস্কর্য-মুর্তি' নিয়ে কিছু হুজুরের হঠাৎ রণহুংকারের মাজেযাটা রহস্যজনকই ব টে! কারন এই জিনিষগুলো সারা দেশের আনাচে কানাচেই আছে। ময়মনসিংহে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে প্রায় উলঙ্গ এক নারীমুর্তি বহুদিন যাবতই শোভা পাচ্ছে। স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন সময়ে নানা কিছুর মুর্তি-ভাস্কর্য তৈরী হয়ে আসছে। এসব নিয়ে কখনও কখনও ওজোর আপত্তি উঠলেও তা কখনও রণহুংকারের রূপ পায় নাই। মানুষ যখন সর্বগ্রাসী লুটপাটের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুসছে ঠিক তেমন একটা সময়ে 'মুর্তি-ভাস্কর্য' নিয়ে হুংকার বিতর্ক অবশ্যই সন্দেহের উদ্রেক করবে। তবে একটা কাজ যে হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। এই ইস্যু সরকারী মহলকে বেশ খানিকটা সুবিধা এনে দিয়েছে। বেগমপাড়া গোল্ডেন মনির সিঙ্গাপুরে বেওয়ারিশ গুপ্তধন- ইত্যাকার ইস্যুগুলো চাপা পড়ে গেছে। এখন একটাই আওয়াজ। এতদিন নানা ইস্যুতে যারা মনমরা হয়ে ছিলেন তারাও উজ্জীবিত হয়ে উঠেছেন। এর মধ্যে কে বা কারা যেন নির্মিয়মান একটি ভাস্কর্য্যের ক্ষতি সাধন করেছে। সব মিলিয়ে নীট রেজাল্ট- বাবুনগরীসহ কয়েক হুজুরের নামে রাস্ট্রদ্রোহ মামলা! আর আমরা আম পাবলিক যারা আশা করে আছি আরও গোল্ডেন মনিরকে পাকড়াও করা হবে, বেগম পাড়ার বেগমদের হদিশ করা হবে, লুট হয়ে যাওয়া রাস্ট্রীয় অর্থ ফিরিয়ে আনা হবে- তাদের হাতে আপাতত: ওই 'শেয়াল পন্ডিতের লাঠি'!

করোনায় ডা. তৌফিক

(শেষের পাতার পর)

আইল্যান্ডের নর্থ শোর এলএইজের প্যাথোলোজিক্যাল বিভাগের ভাইস চেয়ারপার্সন ডা. তৌফিকুল ইসলাম এমডি করোনায় আক্রান্ত হয়ে রোববার সন্ধ্যা (১৩ ডিসেম্বর) সন্ধ্যঅ ৬টার দিকে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল মাত্র ৬১। তিনি স্ত্রী এবং সন্তান রেখে গেছেন।

জানা গেছে ডা. তৌফিকুল আলম ভূইয়া ঝিলন গত প্রায় ১০/২২ দিন যাবত করোনায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালের চিকিৎসাধীন ছিলেন। রোববার সন্ধ্যা ৬টার দিকে তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। ডা. তৌফিক বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন অব উত্তর আমেরিকা (বিএমএনএ)-এর সাবেক সভাপতি ছিলেন। তার স্ত্রী ডা. নাঈমা ভূইয়া একজন খ্যাতনামা ডেন্টিস। তার মৃত্যুতে কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে ।

Room for Rent

An empty beautiful furnished room with 59" tv mounted on the wall, dresser with mirror, wooden Almirah - including gas & electricity for rent as of 1st October/20; beginning, middle or end of the coming month; it's on second floor of a private three floor building on the Steinway Street in between 28-25th Avenue, right in front of Fatima Pediatric Medical Care & almost next to the Dominos Pizza. Monthly rent is **$800/00** with one month's advance security money — NO NEGOTIATIONS. If interested — Please call :

516-603-5223 or on land phone: **718-545-0706**

ask for ***Khokan, Anwaruddin.***

"House For Sale, As-is"
On Close Bits
39 Ashley St. Buffalo, NY 14212
716-544-3646

Marriage Media
পাত্র-পাত্রী
খুজছেন সন্ধান দাতা
646-657-7690

বিয়ের জন্য বাংলাদেশী বা প্রবাসী সিটিজেন পাত্র-পাত্রী খুঁজছেন?
TASLIMA MARRIAGE MEDIA
কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশের সিটিজেন পাত্র-পাত্রী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যাংকার, ডক্টরেট, সিপিএস কাস্তার, ডিফেন্স কর্মকর্তা, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীর কর্মকর্তা, প্রফেসর, ফার্মাসিস্ট, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট সহ অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের পাত্র-পাত্রীর সন্ধানে কাজ করে থাকি। ১০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও ১নং ম্যারেজ মিডিয়া।

তাসলিমা ম্যারেজ মিডিয়া
হেড অফিস: উত্তরা সিএনএস সেন্টার, রুম- ৯২৩, সেক্টর- ৭, ঢাকা
কর্পোরেট অফিস: বাসা নং- ৫১, ফ্লাট এপার্টমেন্ট, ৪র্থ তলা, রোড নং- ৪, ই/এ- সি, বনানী, ঢাকা
ব্রাঞ্চ অফিস: 9 Crescent Pl East York ON M4C 5LB Toronto
মোবাইল ও হোয়াটসঅ্যাপ: 01917200666
01917200666
ই-মেইল: taslimamedia@gmail.com
ওয়েব: www.taslimamarriagemedia.com

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতুন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামুক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

মুসলিম কাজী অফিস
Bangla Bazar Jame Masjid
Tel: 347-208-9066

মুসলিম কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত
কাজী মাওলানা ওবায়দুল হক
ইমাম ও খতিব পার্কচেষ্টার ইসলামিক সেন্টার
ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির সকল মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়। সপ্তাহে ৭ দিন খোলা।
পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন ৩৪৭-৩২০-৭২১৮
13-75 Virginia Avenue, Bronx, New York 10462

MATRIMONIAL SERVICE
কাজী অফিস
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444


বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
বছরে আয় করুন সর্বোচ্চ $50,000
প্রশিক্ষণ ক্লাসের জন্য যোগাযোগ করুন
HHA & PCA
বাংলাদেশী কমিউনিটিকে সেবা দিতে আগ্রহী।
সম্পূর্ণ বিনামূল্যে
HouseCalls HOME CARE
718-731-9750
আপনার সুবিধার্থে ৪টি অফিস

বাংলা পত্রিকা

প্রান্তিক পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

টাইমের বছরের 'সেরা ব্যক্তিত্ব' বাইডেন ও হ্যারিস

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: চলতি বছরে মার্কিন সাময়িকী টাইমের 'সেরা ব্যক্তিত্ব' হয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও তার ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। রিপাবলিকান ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ায় তাদের মনোনীত করা হয়েছে। বার্তা সংস্থা এএফপির খবরে এমন তথ্য মিলেছে। নিজেদের পছন্দের ব্যাখ্যায় টাইম জানিয়েছে, আমেরিকার ইতিহাসে পরিবর্তন আনায়, বিভাজনের উন্মুক্ততার চেয়ে সহানুভূতির শক্তি যে বড়, তা প্রদর্শন করায়, শোকসন্তপ্ত বিশ্বকে নিরাময়ের রূপকল্পের কথা জানানোয় তাদেরকে এবারের সেরা ব্যক্তিত্ব হিসেবে বাছাই করা হয়েছে। চূড়ান্ত পর্যায়ের আরও তিনজনকে সামনে রেখে এই ডেমোক্র্যাটিক জুটিকে সেরা (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)



অকালেই চলে গেলেন চট্টগ্রাম সমিতি ইউএসএ'র সভাপতি আবদুল হাই জিয়া

ওয়াশিংটন মোরিয়ালে দাফন সম্পন্ন





নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির পরিচিত মুখ, চট্টগ্রাম সমিতি ইউএসএ এর সভাপতি, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আবদুল হাই জিয়া আর নেই (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)। গত ৭ ডিসেম্বর সোমবার রাত ১১টা ২০ মিনিটে হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। আগের দিন ৬ ডিসেম্বর রোববার স্ট্রোকের শিকারে আবদুল হাই জিয়া গুরুতর অসুস্থ হলে তাকে এস্টোরিয়ার মাউন্ট সানাই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতলে ভর্তির পর থেকেই তিনি জ্ঞানহীন অবস্থায় আইসিইউতে চিকিৎসাধীন ছিলেন বলে জানা গেছে। তাঁর অকাল ও আকস্মিক মৃত্যুর খবরে কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। খবর ইউএনএ'র।

আবদুল হাই জিয়া নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের অন্যতম উপদেষ্টা, ডাউনটাউন ম্যানহাটন বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সহ সভাপতি ছাড়াও বিভিন্ন সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন।

একটি সূত্রের বরাত দিয়ে সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান জানান, গত ১ ডিসেম্বর মঙ্গলবার দুপুরে ব্রুকলীনে চট্টগ্রাম সমিতি ভবনের সামনে কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত শিক্ষক আবুল কালাম আজাদের জানাজায় সমিতির সভাপতি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন আবদুল হাই জিয়া। এর দু'দিন পরেই তিনি অসুস্থ বোধ করতে শুরু করেন। গত ৬ ডিসেম্বর রোববার রাতে বাসায় ফেরার পর তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। উক্ত জানাজায় অংশগ্রহণকারী আরো কয়েকজন ইতোমধ্যে কোভিড-১৯ এ সংক্রমিত হয়েছেন বলে একই সুত্র জানিয়েছে। তাছাড়া মরহুম শিক্ষক আবুল কালাম আজাদের পরিবারের কয়েকজন কোভিড আক্রান্ত বলে জানা গেছে।

চট্টগ্রাম সমিতির সাবেক সভাপতি কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম সোমবার রাতে ইউএনএ প্রতিনিধি-কে আব্দুল হাই জিয়ার পরিবারের বরাত দিয়ে তাঁর মৃত্যুর কথা নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলার সন্তান আব্দুল হাই জিয়া নিউইয়র্কের এস্টোরিয়ার ডিটমার্সে সপরিবারের বসবাস করতেন। তার বয়স হবে ৫৭ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র ও এক কন্য সহ বহু আত্নীয়-স্বজন রেখে গেছেন। কাজী আজম মরহুম জিয়ার বিদেহী আত্নার মাগফেরাত কামনা এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন। জানাজা ও দাফন সম্পন্ন: মরহুম আব্দুল হাই জিয়ার নামাজে জানাজা বুধবার ৯ ডিসেম্বর) বেলা ১টায় ব্রুকলীনস্থ চট্টগ্রাম সমিতি ভবনের সামনে ৫৪৫ ম্যাকডোনাল্ড এভিনিউতে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইমামতি করেন মওলানা আব্দুল্লাহ। বছরের প্রথম তুষারপাতের মধ্যে অনুষ্ঠিত তার জানাজায় সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি খোকন কে চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিম, সাবেক সভাপতি কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম, বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে সভাপতি পদপ্রার্থী কাজী আশরাফ হোসেন নয়ন, বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন সহ সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী জানাজায় অংশ নেন। এরপর তার মরদেহ লং আইল্যান্ডস্থ ওয়াশিংটন মেমোরিয়ালের মুসলিম কবর স্থানে দাফন করা হয়।

জানা গেছে, মরহুম আব্দুল হাই জিয়ার শেষ ইচ্ছে ছিলো তার মরদেহ প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে তার গ্রামে দাফন হবে। কিন্তু করোনাভাইরাস সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং উদ্ভুত পরিস্থিতিতে তার পারিবারিক সিদ্ধান্তে মরহুম জিয়ার মরদেহ যুক্তরাষ্ট্রেই দাফনের সিদ্ধান্ত হয়। প্রথমে নিউজার্সীর মার্লবরো কবর স্থানে দাফনের সিদ্ধান্ত হলেও সেখানে পাশাপাশি দুটি কবর না পাওয়ায় পরবর্তীতে লং আইল্যান্ডস্থ ওয়াশিংটন মেমোরিয়ালের মুসলিম কবর স্থানে পাশাপাশি দুটি কবর পাওয়ায় তার একটিতে মরহুম আব্দুল হাই জিয়ার মরদেহ দাফন করা হয়।

মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ারুল আলম শহীদের মৃত্যুতে ড. নুরুন নবীর শোক



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে কাদেরিয়া বাহিনীর বেসামরিক প্রধান, সাবেক সচিব ও রাষ্ট্রদূত এবং সেক্টর কমান্ডার্স ফোরামের ভাইস প্রেসিডেন্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ার উল আলম শহীদ (৭৩) এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি, একুশে পদকপ্রাপ্ত লেখক-গবেষক বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. নূরুন নবী। এক শোক বিবৃতিতে একাত্তরের রণাঙ্গনের দিনগুলো এবং পরবর্তীতে আনোয়ার-উল আলমের সাথে নানা কর্মকান্ডের স্মৃতিচারণ করেছেন ড. নবী। ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারী টাঙ্গাইলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে কাদেরিয়া বাহিনীর অস্ত্র সমর্পণের সময়েও বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী এবং ড. নূরুন নবীর পাশেই ছিলেন বীর যোদ্ধা আনোয়ার উল আলম শহীদ। সে ছবিটি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে গৌরবের একটি অধ্যায় রয়েছে বলে উল্লেখ করেন নিউজার্সী অঙ্গরাজ্যের প্লেইনসবরোর কাউন্সিলম্যান ড. নূরুন নবী। উল্লেখ্য, গত ১০ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সময় দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে রাজধানী ঢাকার গুলশানের ইউনাইটেড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আনোয়ার উল আলম শহীদ ইন্তেকাল করেন।

রতন তালুকদারের বড় বোনের পরলোকগমন

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদারের বড় বোন জোৎস্না সরকার (৮১) পরলোকগমন করেছেন। তিনি বার্ধক্যজনিত কারণে বাংলাদেশ সময় বৃহস্পতিবার (১০ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৭টার দিকে নেত্রকোনা শহরের নাগড়া পাড়াস্থ নিজ বাসায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন বলে জানা গেছে। শুক্রবার (১১ ডিসেম্বর) নেত্রকোনা শ্মশানঘাটে তার শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হয় এবং আগামী ২৩ ডিসেম্বর তার শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হবে। খবর ইউএনএ'র।

চিরবিদায়কালে জোৎস্না সরকার এক ছেলে বিনয় সরকার, ছেলের বউ, দুই নাতি এবং ৬ ভাই ও তিন বোন সহ বহু আত্নীয়-স্বজন রেখে যান। তার স্বামী সাবেক প্রধান শিক্ষক অক্ষয় কুমার সরকার ৫/৬ বছর আগে পরলোকগমন করেন। প্রয়াত জোৎস্না সরকারের ভাইদের মধ্যে রতন তালুকদার নিউইয়র্কের কুইন্স ভিলেজ এবং বিজন তালুকদার উডসাইডে বসবাস করেন। অন্যান্য ভাই-বোনেরা বাংলাদেশ ও কলকাতায় বসবাস করেন।



শোক প্রকাশ: সাপ্তাহিক জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদারের বড় বোন জোৎস্না সরকারের মৃত্যুতে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি ও সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান এবং প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে তার বিদেহী আত্নার শান্তি কামনা করেছেন।

এছাড়াও সাপ্তাহিক ঠিকানা'র সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক এম এম শাহীন, সাপ্তাহিক বাঙালী সম্পাদক কৌশিক আহমেদ, সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশন-এর সিইও আবু তাহের, সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক জাকারিয়া মাসুদ, সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাবউদ্দিন সাগর, বর্তমান বাংলা ও জেমিনি সম্পাদক বেলাল আহমেদ এবং নিউইয়র্ক ভিত্তিক বার্তা সংস্থা ইউএনএ সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ গভীর শোক সমবেদনা প্রকাশ করে তার বিদেহী আত্নার শান্তি কামনা করেছেন।





টাইমের বছরের 'সেরা ব্যক্তিত্ব' বাইডেন ও হ্যারিস

(৪৬ পাতার পর)

ব্যক্তিত্ব ঘোষণা করা হয়েছে। তারা হলেন, সম্মুখসারির স্বাস্থ্যকর্মীরা, বিজ্ঞানী অ্যান্থনি ফাউসি, বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলন ও প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ৭৮ বছর বয়সী বাইডেন ও ৫৬ বছর বছর বয়সী হ্যারিসের ছবি প্রচ্ছদ করে টাইমের উপশিরোনাম দেয়া হয়েছে, 'আমেরিকার ইতিহাসে পরিবর্তন'। প্রকাশনাটি বলছে, তারা দুজনে মিলে আমেরিকাকে সারিয়ে তোলার ও নবায়নের স্বপ্ন দেখিয়েছেন। তারা যা বলেছেন, আমেরিকানরা তা গ্রহণ করেছে।

চলতি বছরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ৩০৬টি ইলেকটোরাল ভোট পেয়ে বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হারিয়েছেন বাইডেন। ধনকুবের আবাসন ব্যবসায়ী থেকে প্রেসিডেন্ট হওয়া ট্রাম্প পেয়েছেন ২৩২ ইলেকটোরাল ভোট। প্রতিদ্বন্দ্বী রিপাবলিকান প্রার্থীর চেয়ে ৭০ লাখ ভোট বেশি পেয়েছেন বাইডেন। যদিও ট্রাম্প এখনো তার পরাজয় স্বীকার না করে নির্বাচনে ব্যাপক জালিয়াতি ও কারচুপির অভিযোগ করে আসছে। একজন ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্টকে পরাজিত করায় বাইডেনের প্রশংসা করেছে টাইম। সাময়িকীটি লিখেছে, শ্বেতাঙ্গ ভোটারদের মধ্যে দলের বিবর্ণ হয়ে যাওয়া শক্তি ফিরিয়ে এনেছেন বাইডেন ও হ্যারিস।

'বৈচিত্র্যের বিকশিত হতে যাওয়া ভিত্তি, শহুরে তরুণ ভোটারদের আরও জোরদার করেছেন। কলেজ স্নাতক ও নারীসহ ক্ষুব্ধ শহরতলির বাসিন্দাদের তিনি উদ্দীপিত করছেন।'

১৯২৭ সাল থেকে প্রতি বছর সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী ব্যক্তিকে 'পারসন অব দ্য ইয়ার' ঘোষণা করে আসছে টাইম সাময়িকী। আর সেরা ব্যক্তিত্ব নির্বাচিত প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট হলেন কমলা হ্যারিস।



পারসন অব দ্য ইয়ার ঘোষণার পাশাপাশি টাইম টুইটারে চলতি বছরের বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন, দাঙ্গা, কোভিড-১৯ এ ভয়াবহ প্রাণহানি ও আতঙ্কের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে একটি ভিডিও-ও ছেড়েছে।

ভিডিওতে ধারাভাষ্যকারকে বলতে শোনা যাচ্ছে, ২০২০ সদয় বছর ছিল না। এই বছরটি দুর্বল ও অসুস্থদের শিকার করেছে। অসংখ্য জীবন আর বিশ্বাসের পরীক্ষা নিয়েছে। বছরটি পূর্ণ ছিল বিভক্তি আর তুমুল অরাজকতায়। .....কিন্তু এটা এখনও সেই পৃথিবী যেখানে সাহস আছে, আছে সহমর্মিতা ও ভালোবাসা।

গণমাধ্যম কর্মীদের ওপর হামলার নিন্দা ও প্রতিবাদ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা পরিষদের উপ-নির্বাচনে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন-ডিইউজের সদস্য জহিরুল হক বাবুসহ অনান্য গনমাধ্যম কর্মীদের ওপর হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন-ডিইউজে। ডিইউজের সভাপতি কাদের গনি চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক মো শহিদুল ইসলাম এক বিবৃতিতে এই প্রতিবাদ জানান।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা পরিষদের উপ-নির্বাচনে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে সাংবাদিকদের ওপর হামলায় জড়িতদের বিরুদ্ধে আইননানুগ ব্যবস্থা এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানান। উল্লেখ্য, কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা পরিষদের উপ-নির্বাচনে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গেলে প্রকাশ্যে সন্ত্রাসী হামলায় চার সাংবাদিক মারাত্মক জখম হয়েছে। এসময় গাড়ি ভাংচুর করেছে দুর্বৃত্তরা। বৃহস্পতিবার (১০ ডিসেম্বর) সকাল ৯টায় ব্রাহ্মণপাড়া দুলালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে এই ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ব্রাহ্মণপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুল হাসান। ডিইউজে'র দফতর সম্পাদক ডি এম আমিরুল ইসলাম অমর জানান, আহত সাংবাদিকরা হলেন সারাদেশ ডট নেট এর প্রতিনিধি জহিরুল হক বাবু, মাইটিভি'র ক্যামেরা পারসন আবদুস সালাম, জাগরণী টিভি'র জেলা প্রতিনিধি আশিকুর রহমান আশিক।



TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
□ Low Closing Cost □ Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO
CPA

কমিউনিটিতে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রে মহামারী করোনাভাইরাসের দ্বিতীয় দফা সংক্রমণে বাংলাদেশী উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা বেড়েই চলেছে। সেই সাথে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। গত এক সপ্তাহে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন। এদেও মধ্যে অধিকাংশই বাসায় অবস্থান করে চিকিৎসা নিচ্ছেন। অপরদিকে যাদের অবস্থা খারাপ (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)


ডা. বিএম আতিকুজ্জামান, সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ, এমদাদ চৌধুরী, হাকিকুল ইসলাম খোকন ও সৈয়দ এনায়েত আলী

হেলাল উদ্দীন রানার কলাম



এলোমেলো ভাবনা

হ্যাঁলো, কি করছো সবাই ভালতো? -এই আছি, সৃষ্টিকর্তার অপার দয়ায়। তা তোমাদের কি অবস্থা। (বাকি অংশ ১৫ পাতায়

পার্কচেস্টার মসজিদের অচলাবস্থা কাটেনি

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার জামে মসজিদ নিয়ে যে জটিলতার উদ্ভব হয়েছিলো তার এখনো (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

সাঈদ তারেক-এর কলাম

'শেয়াল পন্ডিতের লাঠি'!



একই কুমীরের ছানা সাতবার দেখানোর গল্পটা আমরা সবাই জানি। শেয়াল পন্ডিত শেষ ছানাটিও খেয়ে ফেলার পর চালাকি ধরে ফেলে কুমীর। ঠিক করে বদলা নেবে। তক্কে তক্কে থাকে কখন (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

বাংলাদেশ সোসাইটির শোক

সুরাইয়া জাকারিয়ার ইন্তেকাল

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: উত্তর আমেরিকায় প্রবাসী বাংলাদেশীদের আমব্রেলা সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটির (বাকি অংশ ১৫ পাতায়

রিয়েল এস্টেট টিপস

বাড়ী ক্রয়ে ৩০ বছরের মর্টগেজ



এম কামাল: বাড়ি ক্রেতা এবং রিফাইন্যান্সকারীদের জন্য ৩০ বছরের মর্টগেজ গ্রহণ অতীতের মতো এখনো জনপ্রিয় আছে। (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

ভার্চুয়ালী কর্মসূচী ঘোষণা

বুধবার বিজয় দিবস



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: আগামী ১৬ ডিসেম্বর বুধবার বাংলাদেশের ৪৯তম মহান বিজয় দিবস। ১৯৭১ সালের ৯ মাসের সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্যদিয়ে বিশ্বের বুকে স্থান করে নেয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ, সবুজে ঘেরা লাল পতাকা। দেশের ন্যায় প্রবাসেও বিজয় দিবস পালনে (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

আমেরিকান সাংবাদিকের উদ্যোগ

নিউইয়র্কে অনন্য রিকশা প্রদর্শনী


প্রদর্শনীতে রিকশায় কনসাল জেনারেল

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের ব্রুকলীনে বেড়ে ওঠা পেশাদার আমেরিকান সাংবাদিক ও আলোকচিত্রকর অ্যান্ডি আইজ্যাকসনের সংগৃহীত বাংলাদেশের (বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)

নিউইয়র্ক সিটিতে ইনডোর ডাইনিং বন্ধ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রে মহামারী করোনাভাইরাসের দ্বিতীয় দফা সংক্রমণের ফলে সর্বত্রই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বেড়েছে। গত সপ্তাহে একদিনেই নিউইয়র্ক সিটিতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ১৫৭৮জন। যা রেকর্ড। সিটিতে টেষ্ট পজিটিভ রেড বৃদ্ধি পেয়েছে ৫ দশমিক ১৫। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গভর্ণর এন্ড্রু কুমো আজ সোমবার (১৪ ডিসেম্বর) থেকে সিটির সকল রেষ্টুরেন্টের ইনডোর ডাইনিং সম্পূর্ণ বন্ধ ঘোষণা করেছেন। পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে। গত সপ্তাহে ক্যালিফের্নিয়ার লস এঞ্জেলেসের (বাকি অংশ ১৫ পাতায়)

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস আজ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: আজ ১৪ ডিসেম্বর, শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস। পৃথিবীর ইতিহাসের এক কালো অধ্যায়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাঙালী বুদ্ধিজীবী নিধন বাংলাদেশের ইতিহাসে নৃশংসতম ও বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞ। (বাকি অংশ ১৫ পাতায়)

আল্লামা নূর হোসাইন কাসেমীর ইন্তেকাল



ঢাকা ডেস্ক: দেশেবরেণ্য আলেমে দ্বীন, বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ ও হেফাজতে ইসলামের মহাসচিব (বাকি অংশ ১৫ পাতায়)

গভর্নর এন্ড্রু কুমোর বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: এবার নিউইয়র্ক গভর্নর এন্ড্রু কুমোর বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগকারি গভর্নরের সাবেক এক সহযোগী। রোববার একাধিক টুইটবার্তায় গভর্নরের প্রাক্তন এম্পায়ার স্টেট (বাকি অংশ ১৫ পাতায়)

প্রবাসী স্যার এনামের ১১শত কোটি টাকার নিঃস্বার্থ বিনিয়োগ

অত্যাধুনিক 'মিনি শহর' হচ্ছে ফেঞ্চুগঞ্জ

ফয়সাল আমীন: সিলেটের পরতে পরতে প্রবাসীদের বিনিয়োগ। স্থানীয় অর্থনীতির বিশাল চালিকাশক্তিও প্রবাসীরা। ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে সিলেটি রয়েছে প্রবাসীদের অনন্য অবদান। দেশে আসা রেমিটেন্সের ১৫ভাগ ওই সিলেটি প্রবাসীদের। প্রবাসীদের অর্থ ব্যক্তিগত বাসা বাড়ি নির্মান বা অনুৎপাদশীলখাতেই হয়েছে বিনিয়োগ। সেকারনে টেকসই অর্থনীতির ভিত্তি এখন সিলেটে নড়েবড়ে। নেই ভারী শিল্প কারখানা, (বাকি অংশ ২৪ পাতায়)

যুক্তরাষ্ট্র পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদের প্রতিবাদ

বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য থাকবে মৌলবাদীরা পরাজিত হবে

নিউইয়র্ক: ধর্ম ব্যবসায়ী মৌলবাদীরা স্বাধীনতা বিরোধী। তারা বঙ্গবন্ধুকে অবমাননা করে, জাতীয় পতাকাকে অবমাননা করেছে, বাংলাদেশের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছে, তারা দেশদ্রোহী। গত ১২ ডিসেম্বর শনিবার নিউইয়র্ক সময় সন্ধ্যা ৭ টায় বঙ্গবন্ধুর (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)



ধর্ষণ বন্ধে ধর্মের বয়ান

এইচএম মুহিব্বুল্লাহ

আজকাল পত্রিকার পাতা খুললেই যে বিষয়টি ভাবিয়ে তোলে সেটি হল ধর্ষণ। যেখানে শিশু থেকে শতবর্ষী বৃদ্ধা কেউই রেহাই পাচ্ছে না। আর ধর্ষকদের অধিকাংশের বয়স বিশ থেকে (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

করোনায় ডা. তৌফিক ইসলামের ইন্তেকাল



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: ঘাতক ব্যাধি করোনা আরও একজন বাংলাদেশী ডাক্তারের প্রাণ কেড়ে নিলো। কমিউনিটির অতি প্রিয় মুখ লং (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

খেলার খবর

ফিফা বর্ষসেরার সংক্ষিপ্ত তালিকায় আছেন যারা

স্পোর্টস ডেস্ক: বর্ষসেরা ফুটবলের পুরস্কার ফিফা-২০২০ 'দ্য বেস্ট' এর জন্য সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। তালিকায় ঠাঁই পেয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো, রবার্ট লেওয়ানডোস্কি ও লিওনেল মেসি। (বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)

সাফওয়ান ট্রাভেল
Tel: 347-621-4940, Cell: 718-300-7429
এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
J.K. GAIN MULTISERVICES
A company you can trust....
Tax Services
Life Insurance
Health Insurance
Auto Insurance
Home Insurance
Business Insurance
TLC Insurance
DDC.
10% Insurance Cost Deduction
Up to 4 points Removal
Tel: 347-536-5107
জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
CONCORDE
Travel Inc
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GLOBAL AIR SERVICE

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com